গোঁড়ামী ও চরমপন্থা

ইসলামী দৃষ্টিকোণ

মোঃ মুখলেছুর রহমান

গোঁড়ামী ও চরমপন্থা
ইসলামী দৃষ্টিকোণ

মোঃ মুখলেছুর রহমান

এনআরবি গ্রুপ
বাড়ি # ৪১, রোড # ৮/এ, নিকুঞ্জ-১, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯

www.pathagar.com

গোঁড়ামী ও চরমপন্থা ঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ
মোঃ মুখলেছুর রহমান

প্রকাশক

তোফাজ্জল হোসেন

এনআরবি গ্রুপ

বাড়ি # ৪১, রোড # ৮/এ, নিকুঞ্জ-১, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯

ফোন ঃ +৮৮ ০২ ৮৯০০২৯০-৯৩

প্রকাশকাল

মার্চ ২০১১

©

লেখক

প্রচ্ছদ

আবু সাঈদ নোমান

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনায়

সুরভী এন্টারপ্রাইজ

ফোন ঃ ০১৮১৭-৬১৫৫৫৩

মুদ্রণ

দি প্রিন্টমাস্টার

৭০, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০

মূল্য ঃ ১৫০ টাকা

GORAMI O CHARAMPANTHA : ISLAMI DRISHTIKON

(Fanaticism & Extremism : Islamic Perspectivs)

by Md. Mukhlesur Rahman

Published by Tofazzal Hossain

NRB GROUP

House # 41, Road # 8/A, Nikunja-1, Khilkhet, Dhaka-1229

Phone : +88 02 8900290-93

Pubilishing at March 2011

Price : Tk. 150 & U.S $ 3

ISBN : 984 32 3591 6

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

শুরু থেকেই ইসলামের বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র চলছে। তাহলো দুনিয়া থেকে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার, বিশ্ববাসীকে ইসলাম সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলার এবং সর্বসাধারণের মাঝে এ জীবনাদর্শের ব্যাপারে নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি করে রাখার।

ইসলাম একটা চরমপন্থী, উগ্র, সহিংস, মৌলবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদ–এ ধারণা আধুনিক বিশ্বে বেশ প্রসার লাভ করেছে। বিশেষকরে ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ সালে নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে আত্মঘাতী বোমা হামলার পর, বিশেষতঃ অমুসলিম সম্প্রদায়, সুশীল সমাজ এবং বুদ্ধিজীবীদের মাঝে।

বিগত শতাব্দীগুলোতে ইসলামী সাম্রাজ্যের জবরদখল, বিভিন্ন জাতীয়তার ভিত্তিতে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে নিজেদের মধ্যে ভাগ-ভাটোয়ারা করে নেয়া এবং সর্বোপরি ইসলামী খিলাফতের বিলুপ্তি মুসলিম উম্মাহর মাঝে চরম অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করেছে। সুতরাং ফলাফল যা হওয়ার তাই হয়েছে। সেই অসন্তোষ একসময় বিদ্রোহ বা প্রতিশোধস্পৃহায় পরিণত হয়েছে। এর জন্য ইসলাম দায়ী নয়, বরং সেইসব অপশক্তি, তাদের শাসক এবং দেশের জনগণই তার জন্য দায়ী।

ইসলাম কখনো সন্ত্রাসকে সমর্থন করে না। ইসলাম হলো শান্তির ধর্ম। সম্প্রীতি হলো ইসলামের মূলনীতি। উদারতা আর পরমতসহিষ্ণুতাই ইসলামের শিক্ষা।

তবে ইসলাম এবং অন্যান্য মতবাদ ও ধর্মের মধ্যে বিরাট পার্থক্য আছে। পার্থক্যটা হলো ইসলাম শান্তির বিধান এবং ব্যবস্থা দুটোই করেছে। 'আল-কুরআন' ও 'হাদীস' হলো শান্তির বিধান এবং 'জিহাদ' হলো শান্তির ব্যবস্থা। শান্তি, সম্প্রীতি, উদারতা ও পরমতসহিষ্ণুতার ব্যাপারে ইসলামের যে শিক্ষা তা এ দুটোর বাইরে উপভোগ করা যায় না। ইতিহাস সাক্ষী, মুসলিম উম্মাহ যখন এ দুটো আঁকড়ে রেখেছিল তখন পৃথিবীতে যে অনাবিল শান্তি বিরাজ করেছে তা ছিল কতই না অনন্য।

www.pathagar.com

ইসলাম প্রচার এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠা দুটো ভিন্ন বিষয়। ইসলাম প্রচার-প্রসারের মাধ্যম হলো 'দাওয়াত', আর প্রতিষ্ঠা বা সংরক্ষণের মাধ্যম হলো 'জিহাদ'। ইসলাম দাওয়াতের মাধ্যমে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রচারিত ও প্রসারিত হয়েছে, জবরদস্তির মাধ্যমে নয়, তরবারির জোরেও নয়।

পক্ষান্তরে যখন মুসলিম উম্মাহ আক্রান্ত হবে, পরাধীনতা তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে এবং চক্রান্তটা ইসলামী জীবনাদর্শের বিরুদ্ধে হবে তখন তার প্রতিবাদ, প্রতিরোধ এবং প্রতিশোধ ইসলাম সমর্থন করে। এটা হলো ইসলামের জিহাদের বিধান, চিরন্তন বিধান—যা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

অতএব 'সন্ত্রাস নয়, শান্তি, মহানুভবতার ধর্ম ইসলাম' এবং গোঁড়ামী ও চরমপন্থা ঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ'–এ বিষয়গুলো ব্যাখ্যা সাপেক্ষ বিষয়। কুরআন-সুন্নাহ, ঐতিহাসিক তথ্য ও বাস্তব ঘটনাবলির আলোকে তার একটা নিরপেক্ষ ব্যাখ্যা উপস্থাপন সময়ের দাবি। আর এ কাজটিই অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সম্পাদন করেছেন আমার পরম স্নেহভাজন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা মোঃ মুখলেছুর রহমান সাহেব।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের ইসলাম সম্পর্কে প্রকৃত ইলম হাসিল করার তাওফীক দিন এবং অত্র গ্রন্থকারকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন। আমীন!

–মুফতী আব্দুর রহমান

চেয়ারম্যান, উত্তরবঙ্গ কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, বসুন্ধরা, ঢাকা
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহের কেন্দ্রীয় শরীয়াহ্ বোর্ড

www.pathagar.com

প্রারম্ভিকা

'গোঁড়ামী' ও 'চরমপন্থা' পরিভাষাদ্বয়ের সাথে আমরা পূর্বের যেকোন সময়ের চাইতে এখন বেশি পরিচিত। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের বিস্তারই এর মূল কারণ। কারণ গোঁড়ামী ও চরমপন্থাই সন্ত্রাসবাদের মূল উৎস। আর নতুন শতাব্দির শুরুতেই সন্ত্রাসবাদ বিশ্বের একটি জটিল সমস্যায় পরিণত হয়েছে। এসব সন্ত্রাসে পৃথিবী আজ নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়েছে এবং অসংখ্য সাধারণ মানুষ নিহত হচ্ছে।

'ইসলাম' একটি শান্তিময় জীবনব্যবস্থার নাম। সমগ্র বিশ্বের সর্বযুগের সকল মানুষের জন্য শান্তির সুমহান বার্তা নিয়ে ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে। এতে নেই কোন গোঁড়ামী, বাড়াবাড়ি, সংকীর্ণতা ও হীনতা। চরমপন্থা ও অতিরঞ্জন বলে কোন কিছু এখানে নেই। এ সবই ইসলামের স্বভাববিরুদ্ধ, বিপরীতমুখী ও সঙ্গতিহীন। বরং নানাদিক থেকে তা ইসলামের প্রচার-প্রসারের চরম অন্তরায়। 'ইসলাম' শান্তি, সম্প্রীতি ও সহনশীলতায় বিশ্বাস করে। ইসলামের অবস্থান গোঁড়ামী, চরমপন্থা ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে। ইসলামের এ সুশীতল ছায়াতলে যুগে যুগে নির্যাতিত, নিষ্পেষিত, বঞ্চিত ও অবহেলিত মানুষ আশ্রয় লাভ করে অমিয় শান্তির তৃষ্ণা মিটিয়েছে। এ শান্তিকামী মানুষ চরম ধ্বংস ও অশান্তির মহাগ্রাস থেকে মুক্তি পেয়েছে।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে ইসলামের উক্ত সুমহান শান্তিপূর্ণ জীবনব্যবস্থার জীবন্ত আদর্শকে পথভ্রষ্ট কিছু লোক চরমপন্থার কালো ছদ্মাবরণ পরিয়ে এর নিখুঁত সৌন্দর্যকে কালিমালেপন করছে। ইসলাম সম্পর্কে এসব ভ্রান্ত লোকদের বিভিন্নমুখী প্রচারণায় সমাজের অনেকেই বিভ্রান্ত হচ্ছেন। ইসলামবিরোধী ভ্রান্ত কিছু প্রচারণা ইসলামের নামে ছড়িয়ে পড়ছে ব্যাপকভাবে। এটা একটা মস্তবড় সমস্যা ও এক বিরাট ফিতনা। ইসলামের সত্যিকার শিক্ষার ব্যাপক প্রচার ও প্রসার, অপপ্রচারকারী চরমপন্থীদের বক্তব্যের ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত করে যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিক জবাবদান–এ বিরাট সমস্যা সমাধানে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে বলে আমার দৃঢ়বিশ্বাস।

www.pathagar.com

পবিত্র আল-কুরআনের যেসব আয়াত ও মহানবী ﷺ-এর যেসব হাদীস এবং ইসলামের যেসব দর্শনের ভূল ব্যাখ্যা দিয়ে 'চরমপন্থী দর্শন' ছড়ানো হয় সেসবের ভ্রান্তি তুলে ধরে প্রকৃত ও নির্ভুল বক্তব্য তুলে ধরে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রামাণ্য গ্রন্থ্যের সংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল। এ বইটি অপ্রতুল সেসব বইয়ের কাতারে এক নতুন, গুরুত্বপূর্ণ ও অতীব প্রয়োজনীয় একটি সংযোজন বলে আমার ধারণা।

বইটি রচনায় সবচেয়ে বেশি সহায়ক ভূমিকা রেখেছে ২০০৫ সালে মিছবাহ্ ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ১ম ৮ জনের রচনা। রচয়িতাগণ হলেন যথাক্রমে মুহাম্মদ মুযাফফর হুসাইন, মোহাম্মদ হারুনুর রশীদ, মুহাঃ কাবীরুল ইসলাম, কামারুয্যামান বিন আবদুল বারী, মুহাঃ শরাফত আলী, মোঃ আকতার হোসেন, মোহাম্মদ নাজমুল ইসলাম এবং অধ্যাপক মাওলানা মোঃ শফিকুর রহমান। তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বইটির কম্পোজে স্নেহের শাকের আহমদ এবং প্রুফ সংশোধন ও মুদ্রণ ব্যবস্থাপনায় সুরভী এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী এবং বিশিষ্ট সাহিত্যিক বি. এম. মোশাররফ হোসাইন সাগর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের নিকট তাদের জন্য উত্তম প্রতিদান কামনা করছি।

মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। বইয়ে কোন ভুল পরিলক্ষিত হলে তা আমাদেরকে অবহিত করার জন্য সম্মানিত পাঠকবৃন্দের নিকট বিনীত অনুরোধ রইলো। পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে, ইনশা'আল্লাহ।

–মোঃ মুখলেছুর রহমান

সেক্রেটারি জেনারেল

বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহের কেন্দ্রীয় শরীয়াহ্ বোর্ড

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

'ইসলাম' সার্বজনীন মানবকল্যাণের ধর্ম। এর সবকিছুই জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত ও যৌক্তিক। ইসলামে গোঁড়ামী, চরমপন্থা, চোখরাঙানি, জবরদস্তি, কঠোরতা, সন্ত্রাস ইত্যাদির কোন স্থান নেই। এই বৈশিষ্ট্যগুলো সবই ইসলামের স্বভাববিরুদ্ধ, বিপরীতমুখী ও সঙ্গতিবিহীন। বরং নানাদিক থেকে তা ইসলামের প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে চরম অন্তরায়। যেখানে সৌভাতৃত্ব, সম্প্রীতি, নিয়মতান্ত্রিকতা, নৈতিকতা বিদ্যমান সেখানে কোন প্রকারের চরমপন্থা, উগ্রতা ও শৈথিল্য যে অনভিপ্রেত সেটাই স্বতঃসিদ্ধ। অথচ একশ্রেণীর লোক জেনে বা না জেনে ইসলামের নামে বিভিন্ন ধরনের সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালাচ্ছে। অন্যদিকে তাদের এ অপতৎপরতাকে সামনে রেখে ইসলামবিরোধী শক্তি পবিত্র ইসলামের বিরুদ্ধে নানারকম বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে।

উক্ত প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমুহের কেন্দ্রীয় শরীয়াহ্ বোর্ডের সেক্রেটারি জেনারেল এবং এনআরবি গ্রুপের জনসংযোগ, বিক্রয় ও বিপণন পরিচালক মোঃ মুখলেছুর রহমান সাহেব বক্ষ্যমান গ্রন্থে সমসাময়িক পূর্বোক্ত বিষয়ে ইসলামের প্রকৃত অবস্থান এবং বিভিন্ন দিক সম্পর্কে দলিল-প্রমাণসহ তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন।

বাংলাদেশের বুকে 'এনআরবি গ্রুপ' ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও নীতি-নৈতিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছে। সেইসাথে সামাজিক দায়িত্ব পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ থেকে সমাজ-জীবনের বিভিন্ন সংকট-সমস্যা সমাধানেও যথাসাধ্য ভূমিকা পালনের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। এরই প্রেক্ষিতে *'গোঁড়ামী ও চরমপন্থা ঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ'* এবং *'সন্ত্রাস নয়, শান্তি ও মানবপ্রেমের ধর্ম ইসলাম'* শিরোনামের গ্রন্থ দু'টি প্রকাশ করা হলো। আশা করি গ্রন্থ দু'টি পাঠ করে পাঠকবৃন্দ ইসলাম সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণা থেকে মুক্তি পাবেন এবং একজন মুসলিম হিসেবে নিজের দায়িত্ব-কর্তব্যের ব্যাপারে সচেতন হবেন।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সকল অন্যায় ও অকল্যাণ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন!

– তোফাজ্জল হোসেন

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এনআরবি গ্রুপ

www.pathagar.com

✍ লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

- ❒ ইসলামে নারীর অধিকার
- ❒ এইচআইভি ও এইডস্ প্রতিরোধে ইসলাম
- ❒ চরমপন্থা ও সন্ত্রাসবাদ ঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ
- ❒ সন্ত্রাস নয়, শান্তি ও মহানুভবতার ধর্ম ইসলাম
- ❒ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে শরীয়াহ্ বোর্ডের ভূমিকা
- ❒ হজ্জ গাইড (সম্পাদনা)
- ❒ সন্ত্রাস, বোমাবাজি ও চরম পন্থা সম্পর্কে ইসলাম এবং আলিম-উলামাগণের অভিমত (সম্পাদনা)
- ❒ রোযা ও তার শরঈ বিধান (সম্পাদনা)
- ❒ ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচন (সম্পাদনা)
- ❒ ইসলামী ব্যাংকিংয়ে মুরাবাহা (সম্পাদনা)
- ❒ ইসলামিক ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং (অনুবাদ ও সম্পাদনা)
- ❒ ইসলামী ব্যাংকিং-এ মুরাবাহা বিনিয়োগ ঃ করণীয় ও বাস্তবতা (সম্পাদনা)
- ❒ ব্যাংকিং কার্যক্রমে শরী'আহ্ পরিপালন ঃ করণীয় ও বর্জনীয় (সম্পাদনা)
- ❒ ইসলামিক ফাইন্যান্স –বুলেটিন (সম্পাদনা)
- ❒ ইসলামিক ব্যাংকস্ সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড জার্নাল (সম্পাদনা)

www.pathagar.com

সূচিক্রম

গোঁড়ামী ও চরমপন্থার পরিচয় ০১৩

গোঁড়ামী ০১৪

চরমপন্থা ০১৫

গোঁড়ামীর প্রকারভেদ ০১৭

ইবাদতের ক্ষেত্রে গোঁড়ামী ০১৮

আচার-আচরণে গোঁড়ামী ০১৯

মানুষের সাথে মেলামেশায় গোঁড়ামী ও বাড়াবাড়ি ০২১

দান-খয়রাত বা খরচের ক্ষেত্রে গোঁড়ামী বা বাড়াবাড়ি ০২২

বিচার-ফয়সালা ও সাক্ষ্যদানে গোঁড়ামী ০২৩

আবেগ-অনুভূতির ক্ষেত্রে গোঁড়ামী ০২৫

গোঁড়া ও চরমপন্থী আক্বীদা বনাম ইসলামী আক্বীদা ০২৭

আক্বীদার গুরুত্ব ০২৮

ক-১. ঈমান সম্পর্কিত ভুল দর্শন ০২৮

ক-২. ঈমান সম্পর্কিত সঠিক দর্শন ০২৯

খ-১. ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কিত ভুল দর্শন ০৩০

খ-২. ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কিত সঠিক দর্শন ০৩০

গ-১. কবীরা গুনাহ সম্পর্কিত ভুল দর্শন ০৩১

গ-২. কবীরা গুনাহ সম্পর্কিত সঠিক দর্শন ০৩৪

ঘ-১. শাফা'আত সম্পর্কিত ভুল ও সঠিক দর্শন ০৪২

ঙ-১. গুনাহগার শাসক সম্পর্কিত ভুল দর্শন ০৪২

ঙ-২. গুনাহগার শাসক সম্পর্কিত সঠিক দর্শন ০৪৪

www.pathagar.com

চ-১. ইক্বামতে দ্বীন সম্পর্কিত ভুল দর্শন ০৪৭
চ-২. ইক্বামতে দ্বীন সম্পর্কিত সঠিক দর্শন ০৫০
ছ. বিচার-ফয়সালা সম্পর্কিত ভুল ও সঠিক দর্শন ০৫৩
জ. হুকুম বা বিধান সম্পর্কিত ভুল ও সঠিক দর্শন ০৫৫
ঝ-১. জিহাদ ও ক্বিতাল সম্পর্কিত ভুল দর্শন ০৫৬
ঝ-২. জিহাদ ও ক্বিতাল সম্পর্কিত সঠিক দর্শন ০৫৭

চরমপন্থার লক্ষণ বা চেনার উপায় ০৬০

চরমপন্থার বিভিন্ন লক্ষণ ০৬১
০১. অন্ধত্ব, পক্ষপাতিত্ব এবং পরমতে অসহিষ্ণুতা ০৬১
০২. কুরআন-সুন্নাহ্র উদ্ভট ব্যাখ্যা প্রদান, মর্জি মাফিক ফতোয়াদান ০৬১
০৩. অন্যের উপর নিজের মত চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা ০৬২
০৪. কঠোর নীতি অবলম্বন ও আল্লাহ্ যা করতে বাধ্য করেননি তা করতে বাধ্য করা ০৬২
০৫. নির্দয় ও কঠোরতা ০৬৪
০৬. অশিষ্টতা ও দুর্ব্যবহার ০৬৬
০৭. মানুষের প্রতি কুধারণা পোষণ করা ০৬৭
০৮. সন্দেহ ও অবিশ্বাস ০৬৭
০৯. 'কাফের' ফতোয়া দানের প্রবণতা ০৬৮
১০. কঠোরতা ও দুর্ব্যবহার ০৭০
১১. বড় বড় সমস্যা বাদ দিয়ে ছোট-খাটো বিষয়ে মতদ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়া ০৭১
১২. হারাম ফতোয়া দানে বাড়াবাড়ি করা ০৭২

চরমপন্থীদের সম্পর্কে মহানবী ﷺ-এর ভবিষ্যদ্বাণী ০৭৩
মহানবী ﷺ-এর যুগে চরমপন্থীদের আত্মপ্রকাশ ০৭৬
সাহাবীগণের যুগে চরমপন্থীদের অবস্থা ০৭৭

গোঁড়ামী ও চরমপন্থার কারণ ০৮৯

০১. দ্বীনের প্রকৃত জ্ঞানের অভাব ০৯০
০২. দ্বীন সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ০৯২

www.pathagar.com

০৩. ইতিহাস, বাস্তবতা, জীবন ও বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে অপরিপক্ব জ্ঞান ০৯৩
০৪. জাহেরী দৃষ্টিকোণ থেকে নাস (কুরআন-হাদীস) বুঝা ০৯৩
০৫. সুস্পষ্ট দলিল বাদ দিয়ে দ্ব্যর্থবোধক দলিলের অনুসরণ করা ০৯৪
০৬. ইসলাম প্রচারে প্রতিবন্ধকতা ০৯৫
০৭. যথার্থ ধর্মীয় পরিবেশের অনুপস্থিতি ০৯৬
০৮. মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য আক্রমণ এবং গোপন ষড়যন্ত্র ০৯৭
০৯. প্রবৃত্তির অনুসরণ ০৯৭
১০. শরীয়তের উপর ব্যক্তিপূজার প্রাধান্য ১০০
প্রতিকারের উপায় বা সমাধানের পথ ১০১
০১. চরমপন্থা চিহ্নিতকরণে বাড়াবাড়ি পরিহার ১০২
০২. কোমল কণ্ঠে উপদেশ দেয়া ১০৩
০৩. কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার আশ্রয় গ্রহণ ১০৩
০৪. যুক্তি দিয়ে বুঝানো ১০৪
০৫. মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা সবার জন্য খোলা রাখতে হবে ১০৪
০৬. জনগণের আক্বীদা-বিশ্বাস ও মূল্যবোধের প্রতি শাসকদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন ১০৪
০৭. সামাজিকভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ ১০৫
০৮. বুদ্ধিবৃত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ ১০৬
০৯. সুশাসন ও অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা ১০৭
১০. ইসলামের নির্ভুল শিক্ষাদানের জন্য মিডিয়া প্রতিষ্ঠা ১০৭
১১. অভিযোগ উত্থাপনে স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখা ১০৭
১২. যুবকদের দৃষ্টিভঙ্গি সংশোধন ১০৮
১৩. শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে বাধা দান ১০৮
১৪. আইনসম্মতভাবে প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ ১০৮
১৫. রাষ্ট্রীয়ভাবে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান ১০৯
গোঁড়ামী ও চরমপন্থার কুফল ১১১
০১. মানবীয় প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল নয় ১১২

www.pathagar.com

০২. গোঁড়ামী ক্ষণস্থায়ী ১১২
০৩. গোঁড়ামী অধিকার ও কর্তব্য বিপন্নকারী ১১৪
০৪ . ধর্মে গোঁড়ামী অবাধ্যতা ও পাপাচারের জন্ম দেয় ১১৬
ইসলামের দৃষ্টিতে গোঁড়ামী ও চরমপন্থা ১১৭
গোঁড়ামী ও চরমপন্থা সম্পর্কে আল-কুরআনের বাণী ১১৮
চরমপন্থা আল্লাহ তা'আলার কর্মনীতির পরিপন্থী ১২২
ইসলাম প্রচারে আল্লাহ তা'আলার কর্মনীতি ১২৩
চরমপন্থা অবলম্বন আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ ১২৫
ইসলাম প্রচারকারীর আচার-ব্যবহার ১২৬
চরমপন্থা নবুয়তবিরোধী কর্ম ১২৭
দ্বীন প্রচারের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি নিষেধ ১২৮
চরমপন্থা বিশ্বনবী ﷺ-এর আদর্শবিরোধী ১৩০
বিশ্ববাসীর প্রতি আল্লাহর আহ্বান জানানোর ভাষা ১৩১
চরমপন্থা ইসলামী চেতনার বিরোধী ১৩৩
ইসলামের দৃষ্টিতে চরমপন্থা অবলম্বন ১৩৪
চরমপন্থা ক্ষমা ও দয়ার পথ রুদ্ধ করে দেয় ১৩৫
চরমপন্থার পরিণতি ১৩৬
চরমপন্থা ধ্বংস ডেকে আনে ১৩৬
চরমপন্থা ফিতনা সৃষ্টি করে ১৩৭
বেআইনী হত্যাকাণ্ড এবং কাউকে কাফির সাব্যস্ত করা সম্পর্কে হুঁশিয়ারী ১৩৮
অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যাকারী জাহান্নামী ১৩৯
চরমপন্থা ও সন্ত্রাসবিরোধী ঢাকা ঘোষণা ১৪৪
গ্রন্থকার পরিচিতি ১৪৯

www.pathagar.com

গোঁড়ামী ও চরমপন্থার পরিচয়

www.pathagar.com

গোঁড়ামী

বাংলা ভাষায় ও বাংলা অভিধানে 'গোঁড়া ও গোঁড়ামী' শব্দের যে অর্থ করা হয়েছে ধর্মীয় মহলেও সেই অর্থে প্রসিদ্ধ, প্রচলিত ও ব্যবহৃত রয়েছে এ শব্দদু'টি। তাই এখানে 'গোঁড়া ও গোঁড়ামী'র অর্থ পেশ করা গেল ঃ

গোঁড়া ঃ উচ্চ নাভিবিশিষ্ট; (ধর্মমতাদিতে) অন্ধবিশ্বাসী এবং একগুঁয়েভাবে অনুসরণ- কারী, ধর্মে নিষ্ঠাবান, প্রাচীনপন্থী।

গোঁড়ামী ঃ অন্ধবিশ্বাস ও একগুঁয়েভাবে অনুসরণ, একান্ত রক্ষণশীলতা, অতিরিক্ত পক্ষপাত।[০১]

গোঁড়া ঃ (ধর্মমতাদিতে) অন্ধবিশ্বাসী এবং একগুঁয়েভাবে অনুসরণকারী; একান্ত রক্ষণশীল (গোঁড়া বৈষ্ণব); অন্ধ ভক্ত; অত্যধিক পক্ষপাতী–মি, (কথ্য)–ম (কথ্য)–মো–অন্ধ বিশ্বাস ও একগুঁয়েভাবে অনুসরণ; একান্ত রক্ষণশীলতা; অন্ধভক্তি, অতিরিক্ত পক্ষপাত।[০২]

'গোঁড়ামী'র আভিধানিক অর্থ অন্ধবিশ্বাস, ধর্মমত অন্ধবিশ্বাসের সাথে একগুঁয়েভাবে অনুসরণ, ধর্মান্ধতা, একান্ত রক্ষণশীলতা, অন্ধভক্তি, অত্যন্ত পক্ষপাত বা পক্ষপাতের আতিশয্য ইত্যাদি।[০৩]

এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে Fanatism.[০৪]

যার ব্যাখ্যায় প্রসিদ্ধ ইংরেজি অভিধান Oxford-এ বলা হয়েছে, "Extreme beliefs or behaviour specially in connection with religion or politics."

---

০১. *আধুনিক বাংলা অভিধান, পৃষ্ঠা ২৫৩।*

০২. *সংসদ বাংলা অভিধান, পৃষ্ঠা ১৭৮।*

০৩. *শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী সম্পাদিত বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ২য় সংস্করণ ঃ ১৩৯৯/১৯৯২ ইং), পৃষ্ঠা ৩৪১; অশোক মুখোপাধ্যায়, সমার্থ শব্দকোষ (কলিকাতা ঃ সাহিত্য সংসদ, ১১শ মুদ্রণ ঃ ২০০৩), পৃষ্ঠা ২১৪।*

০৪. *Bangla Academy Bengali-English Dictionary (Dhaka: Bangla Academy Dhaka, 1st Edi. 1401/1994), Page 173.*

www.pathagar.com

"গোঁড়া বা চরমপন্থী বিশ্বাস ও আচরণ বিশেষকরে যা ধর্ম বা রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত।"[০৫]

আরবীতে একে تـنـطـع، غـلـو، تـعـصـب ইত্যাদি বলা হয়।[০৬]

তবে গোঁড়ামী অর্থে تـعـصـب ও غـلـو অধিক ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিখ্যাত আরবী অভিধান المـنـجـد এ التعصب শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে ঃ

"عـدم قـبـول الـحـق عـنـد ظـهـور الـدلـيـل بـنـاء عـلـى مـيـل إلى جـانـب "

"প্রমাণ সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও কোন এক দিকে ঝুঁকে পড়ার কারণে হক বা সঠিক বিষয় গ্রহণ না করা।"[০৭]

আর غـلـو অর্থ হচ্ছে বাড়াবাড়ি বা সীমালঙ্ঘন। যেমন ইবনু মানজুর বলেন, الغـلـو : الإعـتـداء এখান থেকে যখন কেউ সীমা অতিক্রম করে এবং বাড়াবাড়ি করে তখন বলে غـلـوت فـى الأمـر।[০৮]

চরমপন্থা

অন্যদিকে 'চরমপন্থা' শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে উগ্রপন্থা, উগ্রবাদ, সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদি।[০৯]

---

০৫. *Sailly Welmeier, Oxford Advanced Lerner's Dictionary (New York : Oxford University Press, 6th Edi : 2002-200), Page 478.*

০৬. *আবু তাহের মেসবাহ সম্পাদিত আল-মানার বাংলা-আরবী অভিধান (ঢাকাঃ মোহম্মাদী লাইব্রেরী ঃ ১৯৯০ ইং), পৃষ্ঠা ৫১১; মাওলানা আবদুল গাফফার হাসান, দ্বীন মে গুলু (করাচী ঃ রিবাতুল উলুমিল ইসলামিয়া, তা. বি.) পৃষ্ঠা ৩।*

০৭. *আল-মুনজিদ ফিল লুগাত ওয়াল আ'লাম (বৈরুতঃ দারুল মাশরিক, তা. বি.), পৃষ্ঠা ৫০৮।*

০৮. *ইবনু মানজুর (৬৩০-৭১১ হিঃ), লিসানুল আরব (বৈরুতঃ দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবী, ২য় মুদ্রণ: ১৯৯২/১৪১২ হিঃ), ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১৩।*

০৯. *বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, পৃষ্ঠা ৩৭১, সমার্থ শব্দকোষ, পৃষ্ঠা ২৩০, ২৪৭।*

www.pathagar.com

এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে Extremism.[১০]

যার ব্যাখ্যায় প্রসিদ্ধ ইংরেজি অভিধান Oxford-এ বলা হয়েছে ঃ

"Ideas or actions that are extreme and not normal, reasonable or aceptable to most people."

"এমন ধারণা বা চেতনা–যা চরমপন্থী এবং অধিকাংশ মানুষের কাছে তা স্বাভাবিক, ন্যায়সঙ্গত, সঠিক বা গ্রহণযোগ্য নয়।"[১১]

আরবীতে একে تطرف বলা হয়।[১২]

চরমপন্থা বোঝানোর জন্য শরীয়তে কয়েকটি শব্দের ব্যবহার করা হয়। যেমন—غلو (গুলু)–বাড়াবাড়ি, تنطع (তানাত্ত্ব)–গোঁড়ামী, تشدد (তাশাদ্দুদ)–কড়াকড়ি।[১৩]

تطرف এর ব্যাখ্যায় সুপ্রসিদ্ধ আরবী অভিধান المنجد। এ বলা হয়েছে ঃ

- جاوز حد الإعتدال — 'ন্যায়নীতির সীমা অতিক্রম করেছে।'

আর এ থেকেই متطرف বা চরমপন্থী।[১৪]

আবার কেউ বলেছেন ঃ - جاوز حد الاعتدال ولم يتوسط

"সে ন্যায়নীতির সীমা অতিক্রম করেছে এবং মধ্যপন্থী হয়নি।"[১৫]

'চরমপন্থাবাদ' কথাটি সাধারণভাবে মানবতাবাদবিরোধী চিন্তাধারাপ্রসূত এক মতবাদ সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[১৬]

---

১০. Bengali-English Dictionary, Bangla Academy, Page 191.

১১. Oxford Advanced Lerner's Dictionary. Page 467.

১২. *আল-মানার বাংলা-আরবী অভিধান, পৃষ্ঠা ৫৪০।*

১৩. *আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী, উপেক্ষা ও উগ্রতার বেড়াজালে ইসলামী জাগরণ, অনুবাদ ঃ ড. মাহফুজুর রহমান (ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ ঃ ২০০৪), পৃষ্ঠা ২০।*

১৪. *আল-মুনজিদ, পৃষ্ঠা ৪৬৪।*

১৫. *আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব, (কায়রো ঃ আল-মাকতাবুল ইসলামিয়াহ, ২য় সংস্করণ, ১৯৭২/১৩৭২ হিঃ), ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৫৫।*

১৬. *বদিউর রহমান, সাহিত্য সংজ্ঞা অভিধান, (ঢাকা ঃ গতিধারা, ১ম প্রকাশ, ২০০১) পৃষ্ঠা ৮৩।*

www.pathagar.com

গোঁড়ামীর প্রকারভেদ

www.pathagar.com

সমাজে বিভিন্ন ধরনের গোঁড়ামী পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে কিছু গোঁড়ামী এবং সেসব সম্পর্কিত ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি আলোচিত হলো।

ইবাদতের ক্ষেত্রে গোঁড়ামী

ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রেও গোঁড়ামী ও বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করা যায় অথচ তা ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়। দুয়েকটি ধর্মে বাড়াবাড়ির ফলে বৈরাগ্য বা সন্ন্যাসবাদের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। গুহা ও পর্বতে বসে জীবনযাপন করার প্রথাও কিছু কিছু ধর্মে রয়েছে। এসব ইসলামে নিষিদ্ধ।[১৭]
রাসূল ﷺ এগুলিকে উচ্ছেদকল্পে বলেছেন ঃ

لارهبانية فى الإسلام -

"ইসলামে বৈরাগ্য বা সন্ন্যাসবাদের কোন স্থান নেই।"

ইবাদতের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি পরিহার প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য ঃ

وعن أنس بن مالك (رض) قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبى صلى الله عليه وسلم، يسألون عن عبادة النبى صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبى صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم: أما أنا فإنى أصلى الليل أبدا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال أخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إنى لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكنى أصوم وأفطر، وأصلى وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتى فليس منى-

"হযরত আনাস ইবনু মালিক রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, তিন ব্যক্তি রাসূলের স্ত্রীগণের নিকট এসে তাঁর ইবাদত সম্পর্কে জানতে

১৭. দ্বীন সে গুলূ, পৃষ্ঠা ১৩।

www.pathagar.com

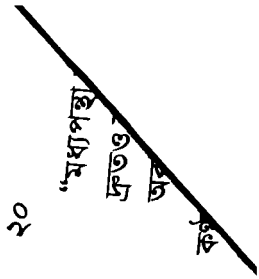

চাইলো। তাদেরকে যখন ঐ সম্প
নিজেদের আমল কম মনে করলো।
আমলের তুলনায় আমরা কোথায় প
সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন।
আমি সারারাত সালাত আদায় কর
সারাবছর রোযা রাখবো কোনদিন
আমি নারীসঙ্গ ত্যাগ করবো, কোনদিন বিয়ে করবো না। হতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে সব শুনে বললেন, তোমরা এরূপ এরূপ বলেছো? আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের চেয়ে আল্লাহকে অধিক ভয় করি। তথাপি আমি রোযা রাখি, ছেড়েও দেই, আমি সালাত আদায় করি এবং ঘুমাই। আমি বিয়েও করেছি। সুতরাং যে আমার সুন্নাতকে পরিত্যাগ করবে সে আমার দলভুক্ত নয়।"[১৮]

আচার-আচরণে গোঁড়ামী

আকীদা-বিশ্বাস ও ইবাদতে যেমন মানুষ গোঁড়ামী করে তেমনি আচার-আচরণেও মানুষ গোঁড়ামী করে থাকে। ইসলামে এসব নিষিদ্ধ করে মধ্যপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন চাল-চলনে গোঁড়ামী পরিহারে আল্লাহর নির্দেশ ঃ

واقصد في مشيك واغضض من صوتك- إن أنكر الأصوات لصوت الحمير-

"চাল-চালনে মধ্যপন্থা অবলম্বন করো, কণ্ঠস্বরকে নিম্নগামী রাখো, নিশ্চয়ই নিকৃষ্ট আওয়াজ হচ্ছে গাধার আওয়াজ।"[১৯]

ইবনু কাসির রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন ঃ

أي امش مقتصدا مشيا ليس بالبطيء المتثبط ولا بالسريع المفرط بل عدلا وسطا بين بين -

---

১৮. সহীহ বুখারী, কিতাবুন নিকাহ্, বাবুত্ তারগীব ফিন নিকাহ্, হাদীস নং ৫০৩৬।

১৯. সূরা লুকমান ঃ ১৯।

www.pathagar.com

অবলম্বন করে চলো। এমনভাবে চলতে হবে যে, অতি নয় আবার নিতান্ত আস্তেও নয় বরং শান্ত-শিষ্টভাবে মধ্যপন্থা লম্বন করে চলতে হবে।"২০

স্বর স্বাভাবিক রাখার জন্যও আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ

واقصد فى مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير -

"চাল-চলনে মধ্যপন্তা অবলম্বন করো, কণ্ঠস্বরকে নিম্নগামী রাখো, নিশ্চয়ই নিকৃষ্ট আওয়াজ হচ্ছে গাধার আওয়াজ।"২১

ইবনু কাসীর বলেন ঃ

أى لا تبالغ فى الكلام ولا ترفع صوتك فيما لافائدة فيه -

"কথাবার্তায় অতিরঞ্জিত কোর না, স্বর উচ্চ কোর না যাতে কোন উপকারিতা নেই।"২২

ব্যবহারেও কঠোরতা ও রুক্ষতা পরিহার করে মানুষকে মধ্যপন্থী হওয়ার জন্য ইসলাম নির্দেশ দেয়। আল্লাহ্ বলেন ঃ

فبما رحمة من الله لنت لهم- ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك- فاعف عنهم واستغفرلهم وشاورهم فى الأمر-

"আল্লাহর রহমতে আপনি যদি কোমল স্বভাবের না হয়ে রুক্ষ হতেন, কঠোর হৃদয়ের অধিকারী হতেন তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে দূরে চলে যেতো। সুতরাং তাদের পক্ষ থেকে আপনি ক্ষমা ও মাগফিরাত প্রার্থনা করুন এবং তাদের সাথে বিভিন্ন কাজে পরামর্শ করুন।"২৩

---

২০. তাফসীরুল কুরআনিল আযীম,ইবনু কাসীর, মুআস্সাসাতুর রিসালাহ্, বৈরুত, লেবানন, প্রথম সংস্করণ ২০০১, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৮৫।

২১. সূরা লুকমান ঃ ১৯।

২২. তাফসীরুল কুরআনিল আযীম,ইবনু কাসীর, মুআস্সাসাতুর রিসালাহ্, বৈরুত, লেবানন, প্রথম সংস্করণ ২০০১, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৮৫।

২৩. সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫৯।

www.pathagar.com

অনেক মানুষ আছেন কঠোর ও কর্কশ ব্যবহারের অধিকারী। আবার অনেক মানুষ আছেন শান্ত-শিষ্ট, নম্র-বিনয়ী। কিন্তু মুমিনদের বিনয়ী, নম্র, কোমল, শান্ত-শিষ্ট ও দয়ার্দ্র হওয়া বাঞ্ছনীয়।

মানুষের সাথে মেলামেশায় গোঁড়ামী ও বাড়াবাড়ি

মানুষের সাথে মেলামেশায় গোঁড়ামী ও বাড়াবাড়ি পরিহার করে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা আবশ্যক। মানুষের মধ্যে কেউ আছে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী থাকা পছন্দ করে। কারো সাথে মিশতে চায় না। ফলে লোকজনও তার সঙ্গ পরিহার করে।

আবার অনেকে আছে অত্যন্ত আড্ডাপ্রিয়। একাকী থাকতে পারে না। মানুষের সাথে মেলামেশায় তার অধিকাংশ সময় নষ্ট করে। পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনের হকের প্রতি খেয়াল থাকে না। এতদুভয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে।

মানুষের সাথে মেলামেশা যেমন করতে হবে তেমনি সেক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করে অন্যের অধিকার নষ্ট করা যাবে না। মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা আবশ্যক। এ মর্মে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

عن ابن عمر قال : قال رسول الله المؤمن الذى يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذى لا يخالط الناس ولايصبر على أذاهم-

"ইবনু উমর রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে মুমিন ব্যক্তি মানুষের সাথে মেশে এবং তাদের প্রদত্ত কষ্টে ধৈর্যধারণ করে সে ঐ মুমিনের চেয়ে অধিক নেকী লাভ করে–যে মানুষের সাথে মেশে না এবং তাদের দেয়া কষ্টে ধৈর্যও ধরে না।"[২৪]

---

২৪. আলবানী, সহীহ সুনান ইবনে মাজাহ (রিয়াদ ঃ মাকতাবাতুল মাআরিফ, ১ম প্রকাশঃ ১৯৯৭/১৪১৭ হিঃ), হাদীস নং- ৪১০৪/৩২৭২ 'বিপদে ধৈর্য ধারণ' অনুচ্ছেদ; ফতহুল বারী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫১০।

www.pathagar.com

সালমান রাদিআল্লাহু আনহু বলেন ঃ

إن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا- فاعط كل ذى حق حقه -

"তোমার উপর তোমার আত্মার হক আছে, তোমার প্রভুর হক আছে, তোমার মেহমানের হক আছে, তোমার পরিবারের হক আছে। সুতরাং প্রত্যেককে তার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করো।"[২৫]

দান-খয়রাত বা খরচের ক্ষেত্রে গোঁড়ামী বা বাড়াবাড়ি

দান-খয়রাত বা খরচের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি না করে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা ইসলামের শিক্ষা। কোন কোন মানুষ আছেন যারা দান-সদকা ও ব্যয়নির্বাহের ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত মুক্তহস্ত। কোন কোন সময় ঋণ করেও খরচ করে থাকেন। নিজের সামর্থ্যের প্রতি তার লক্ষ্য থাকে না। এসব বাড়াবাড়ি থেকে আল্লাহ নিষেধ করেছেন।

খরচের ক্ষেত্রে কৃপণতা যেমন ইসলাম সম্মত নয় তেমনি মাত্রাতিরিক্ত উদারতাও ইসলাম সম্মত নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ولاتجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا-

"তুমি একেবারে কার্পণ্য করোনা এবং অপচয়ও করো না। তাহলে তুমি তিরস্কৃত হয়ে বসে থাকবে।"[২৬]

প্রকৃত মু'মিনের গুণ বর্ণনা করতে যেয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما-

"তারা যখন ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না, কৃপণতাও করে না এবং তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী।"[২৭]

---

২৫. তিরমিযী, হাঃ ২৪১।
২৬. সূরা ইসরা ঃ ২৯।
২৭. সূরা ফুরকান ঃ ৬৮।

www.pathagar.com

ড. আহমাদ ইবনু আব্দুর রহমান আল-কাযী বলেন ঃ

العاقل اللبيب والحازم الأريب هو الذى ينفق ما يلائم حله، ويأكل و يشرب ويلبس ويركب ما يليق به، دون أن يكون لأحد عليه منة أو يلحقه فى معيشته ضيق أو مذلة-

"বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ চতুর হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে এমনভাবে খরচ করে, যার জন্য পরে অনুতপ্ত হয় না। সে পরিমিত পানাহার করে, সাধ্যমত পোশাক পরে, সামর্থ্য অনুযায়ী চলে। যাতেকরে তাকে অন্যের অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী না হতে হয়, তেমনি জীবন-যাপনে সংকট ও লাঞ্ছনা নেমে না আসে।"[২৮]

বিচার-ফয়সালা ও সাক্ষ্যদানে গোঁড়ামী

সাক্ষ্যদান ও বিচার-ফয়সালার ক্ষেত্রে গোঁড়ামী তথা বাড়াবাড়ি ইসলামসম্মত নয়। আল্লাহ্ বলেন ঃ

يايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين- إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما- فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا- وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا-

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো, আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্য দান করো, তাতে তোমাদের নিজের বা পিতামাতার অথবা নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের যদি ক্ষতিও হয় তবু। কেউ যদি ধনী কিংবা দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহ তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী তোমাদের চেয়ে বেশি। অতএব তোমরা বিচার করতে গিয়ে রিপুর কামনা-বাসনার অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলো কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ-কর্ম সম্পর্কে অবগত।"[২৯]

---

২৮. আল-বয়ান (লণ্ডনঃ ২০০৫), ২১২ তম সংখ্যা, মে-জুন '০৫, পৃষ্ঠা ২৪।

২৯. সূরা নিসা ঃ ১৩৫।

www.pathagar.com

তিনি আরো বলেন ঃ

يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط- ولا يجرمنكم شنأن قوم على ألا تعدلوا إعدلوا هو أقرب للتقوى- واتقوا اللّه- إن اللّه خبير بما تعملون -

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্য দানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে এবং কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনো ন্যায়বিচার প্রত্যাখ্যান কোর না, সুবিচার করো। এটাই আল্লাহভীতির নিকটবর্তী। আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা যা করো নিশ্চয়ই আল্লাহ সে বিষয়ে খুব জ্ঞাত।"৩০

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

واذا قلتم فاعدلوا -

"যখন কথা বলো তখন ন্যায়ভাবে বলো।৩১

তিনি আরো বলেন ঃ

إن اللّه يأمر بالعدل والإحسان و إيتاء ذي القربى-

"নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয় স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন।"৩২

এসব আয়াত গোঁড়ামী পরিহার করে ন্যায়নীতি অবলম্বনের নির্দেশ দেয়, তেমনি সকল কাজে ইনসাফ অবলম্বন কামনা করে। সাথে সাথে মর্যাদাবান লোকের মর্যাদাকে তুচ্ছ করা এবং অন্যায়-অপরাধ ও শত্রুতা থেকে দূরে থাকার প্রতি নির্দেশ করে। সবার প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার দাবি করে।

---

৩০. সূরা মায়িদা ঃ ৮।

৩১. সূরা আনআম ঃ ১৫২।

৩২. সূরা নাহল ঃ ৯০

www.pathagar.com

আবেগ-অনুভূতির ক্ষেত্রে গোঁড়ামী

আবেগ, উত্তেজনা, ভালবাসা-ঘৃণা, বন্ধুত্ব-শত্রুতা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও গোঁড়ামী ও বাড়াবাড়ি না করে মধ্যপন্থী হওয়া বাঞ্ছনীয়। ভালবাসায় সীমালঙ্ঘন করা বা শত্রুতার ক্ষেত্রে সীমাতিক্রম করা ইসলামে নিষিদ্ধ। এসবক্ষেত্রেও সুবিচার কাম্য। বরং এক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করাই ইসলামের শিক্ষা। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون -

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্য দানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে এবং কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনো ন্যায়বিচার প্রত্যাখ্যান করো না, সুবিচার করো। এটাই আল্লাহভীতির নিকটবর্তী। আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা যা করো নিশ্চয়ই আল্লাহ সে বিষয়ে খুব জ্ঞাত।"৩৩

রাসূল ﷺ বলেন ঃ

عن علي قال: سمعت النبي ﷺ يقول: أحبب حبيبك هونا ما- عسى أن يكون بغيضك يوما ما- وأبغض بغيضك هونا ما- عسى أن يكون حبيبك يوما ما-

"হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, বন্ধুর সাথে স্বাভাবিক বন্ধুত্ব বজায় রেখো (বাড়াবাড়ি করো না)। হতে পারে সে একদিন তোমার শত্রু হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে শত্রুর সাথে স্বাভাবিক শত্রুতা বজায় রাখো (আধিক্য দেখিও না)। হতে পারে সে একদিন তোমার বন্ধু হয়ে যাবে।"৩৪

---

৩৩. *সূরা মায়িদা ঃ ৮।*

৩৪. *তিরমিযী, হাদীস নং ২০৬৫, 'সৎকাজ ও সদাচরণ' অধ্যায়; সহীহ আবদাবুল মুফরাদ, হাদীস নং ১৩২১।*

www.pathagar.com

কোন কোন সময় মানুষ নিজ বন্ধুর ভালবাসায় সীমা লংঘন করে। আবার কোন সময় তার সাথে হিংসা, হানাহানি ও শত্রুতায় লিপ্ত হয় সে ক্ষেত্রেও সীমালংঘন করে। তাই মুমিনের জন্য আবেগ-অনুভূতির ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন আবশ্যক, যাতে সে আবেগতাড়িত হয়ে অশোভনীয় আচরণে লিপ্ত না হয়। এ মর্মে আব্দুল গাফফার হাসান বলেছেন ঃ

محبت مي غلو نفرت مى غلو شخصيات كى بارئے مى

غلو انسان كو تباه كرديتاه دين كا حليه بكار ديتاه -

"নৈকট্য ও ভালবাসায় বাড়াবাড়ি, ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। দ্বীনের সৌন্দর্যকে বিনষ্ট করে দেয়।"[৩৫]

সুতরাং ভালবাসা, শত্রুতা, ঘৃণা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি পরিহার করে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে।

---

৩৫. দ্বীন মে গুলূ, পৃষ্ঠা ২৫।

www.pathagar.com

গোঁড়া ও চরমপন্থী আক্বীদা
বনাম
ইসলামী আক্বীদা

www.pathagar.com

আক্বীদার গুরুত্ব

মহান রাব্বুল আ'লামীনের কাছে মানুষের কর্মকাণ্ড কবুলের পূর্বশর্ত হলো বিশুদ্ধ আক্বীদা। আক্বীদা বিশুদ্ধ হলে তার আমলসমূহ গৃহীত হবে। পক্ষান্তরে আক্বীদা ভ্রান্তিপূর্ণ হলে তার আমলসমূহ আল্লাহ তা'আলার কাছে গৃহীত হবে না। এ সম্পর্কে সৌদি আরবের প্রধান মুফতী শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেছেন ঃ

معلوم بالأدله الشرعية من الكتاب والسنة أن الأعمال والأقوال إنما تصح وتقبل إذا صدرت عن عقيدة صحيحة- فإن كانت العقيدة غير صحيحة بطل ما يتفرع عنها-

"শরীয়তের বিধি-বিধান কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, যাবতীয় আমল ও কথাসমূহ কেবল তখনই বিশুদ্ধ এবং গ্রহণীয় হয়, যখন তা সঠিক আকীদার মাধ্যমে উৎসারিত হয়। আর যদি আকীদা বিশুদ্ধ না হয় তবে আমল ও কথা সবকিছুই বাতিল বলে গণ্য হয়।"৩৬

উগ্র ও চরমপন্থীদের আক্বীদা-বিশ্বাস ও ইসলামী আক্বীদা বিশ্বাস সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

ক-১. ঈমান সম্পর্কিত ভুল দর্শন

চরমপন্থীরা বিশ্বাস করে যে, ঈমান হলো ঃ

اقرار باللسان و التصديق بالجنان و العمل بالأركان -

"মৌখিক স্বীকৃতি, আন্তরিক বিশ্বাস ও কর্মে বাস্তবায়ন এই তিনটিকেই ঈমানের মূল ও অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করে। আর এ জন্যই তারা কবীরা গুনাহগার ব্যক্তিকে ঈমানশূন্য কাফির মনে করে।"৩৭

---

৩৬. *শায়খ আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বা'য ঃ আকীদাতুস সাহীহাহ, পৃষ্ঠা ৩।*

৩৭. *ইবনু হাযম আন্দালুসী ঃ আল ফিসাল ফিল মিলাল ওয়ান নিহাল, ২য় খণ্ড, ২৫০ পৃষ্ঠা, কিতাবুল ঈমান, ১ম খণ্ড, ৩৩১ পৃষ্ঠা।*

www.pathagar.com

ক-২. ঈমান সম্পর্কিত সঠিক দর্শন

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত তথা প্রকৃত মুসলমানদের মতে ঈমান হলো ঃ

إقرار باللسان و التصديق بالجنان -

"মৌখিক স্বীকৃতি ও আন্তরিক বিশ্বাস হলো ঈমানের মূল এবং العمل بالاركان তথা কর্মে বাস্তবায়ন তার শাখা।"

এ সম্পর্কে আল্লামা ইবনু মানদাহ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেছেন ঃ

أما أهل السنة والجماعة، الإيمان مولفا من الأركان الثلاثة القول باللسان والاعتقاد بالجنان و العمل بالجوارح إلا أنهم يجعلون له أصلا و هو التصديق بالقلب و الإقرار باللسان وفرعا وهو العمل -

"আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে, ঈমান হলো তিনটি বিষয়ের সমন্বিত রূপ, আর তা হলো মৌখিক স্বীকৃতি, আন্তরিক বিশ্বাস ও কর্মে বাস্তবায়ন। তবে তাঁরা আন্তরিক বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকৃতিকে ঈমানের মূল এবং কর্মে বাস্তবায়নকে ঈমানের শাখা হিসেবে গণ্য করে।"৩৮

আল্লামা নাসাফী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন ঃ

الإيمان هو التصديق بما جاء به الرسول من عند الله و الإقرار به جميعا -

"নবী করিম ﷺ আল্লাহর পক্ষ থেকে যে জীবনব্যবস্থা নিয়ে এসেছেন তার প্রতি আন্তরিক ও মৌখিক স্বীকৃতিকে 'ঈমান' বলে।"৩৯

---

৩৮. *কিতাবুল ঈমান, আল্লামা ইবনুল মানদাহ, ১ম খণ্ড, ৩৩১-৩৯ পৃষ্ঠা।*

৩৯. *আল্লামা সা'দুদ্দিন তাফতাযানী ঃ শরহে আল আকায়িদুন নাসাফিয়্যাহ, ১১৯ পৃষ্ঠা।*

www.pathagar.com

খ-১. ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কিত ভুল দর্শন

খারেজী চরমপন্থীদের মতে, যেহেতু মৌখিক স্বীকৃতি, আন্তরিক বিশ্বাস ও কর্মে বাস্তবায়ন তিনটিই ঈমানের মৌলিক ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই

الإيمان لا يزيد و لا ينقص –'ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না'।[৪০]

খ-২. ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কিত সঠিক দর্শন

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত তথা প্রকৃত মুসলমানদের মত হলো ঃ

الإيمان يزيد وينقص–

"ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে এবং ঈমানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা আছে।"[৪১]

মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের বাণী ঃ

إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم و إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا –

"মু'মিন কেবল তারাই যাদের নিকটে আল্লাহ সম্পর্কে বর্ণনা করা হলে ভয়ে তাদের হৃদয় প্রকম্পিত হয় এবং যখন তাদের নিকট আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়।"[৪২]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون –

---

৪০. *কাতফুস্‌সামার, ৬৭ পৃষ্ঠা।*

৪১. *আক্বীদাতুস সালাফ, ৬৭-৭১ পৃষ্ঠা, ইমাম আবুল হাসান আশআরী ঃ মাকাতুল ইসলামী ইন, ৩২২ পৃষ্ঠা।*

৪২. *সূরা আনফাল ঃ ২*

www.pathagar.com

"আর যখন কোন সূরা অবতীর্ণ হয় তখন তাদের কেউ কেউ বলে সূরা তোমাদের মধ্যে কার ঈমান কতটা বৃদ্ধি করলো? অতএব যারা ঈমানদার এ সূরা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেছে এবং তারা আনন্দিত হয়েছে।"[৪৩]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم -

"তিনি মু'মিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করেন যাতে ঈমানের সাথে ঈমান আরো বেড়ে যায়।"[৪৪]

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ

عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، و أدناها إماطة الأذى عن الطريق، و الحياء شعبة من الإيمان-

"হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা রয়েছে। তার মধ্যে সর্বোত্তম শাখা হলো এ কথা বলা যে, আল্লাহ ছাড়া অন্যকোন ইলাহ্ নেই এবং এর সর্বনিম্ন শাখা হলো রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা এবং লজ্জাশীলতা ঈমানের অঙ্গ।[৪৫]

গ-১. কবীরা গুনাহ সম্পর্কিত ভুল দর্শন

খারেজী চরমপন্থীদের সবচেয়ে চরম আকীদা হলো, কবীরা গুনাহগার ব্যক্তি ইসলাম হতে খারিজ বিধায় সে কাফির ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী।

---

৪৩. সূরা তাওবা, আয়াত ঃ ১২৪।

৪৪. সূরা ফাত্হ ঃ ৪।

৪৫. সহীহ বুখারী, মুসলিম, মিশকাত (বৈরুত ছাপা), ১ম খণ্ড, ১০ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

وهم القائلون بتكفير صاحب الكبيرة وتخليده فى النار- و قالوا: من كذب كذبة صغيرة أو عمل ذنبا صغيرا فأصر على ذلك فهو كافر -

"তাদের ভাষ্য হলো, কবীরা গুনাহগার ব্যক্তি কাফির ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী। তারা আরো বলে যে, যে ব্যক্তি ছোট ছোট মিথ্যা বললো অথবা ছোট ছোট পাপ করলো অতঃপর তার উপর স্থির থাকলো সে হলো কাফির।"[৪৬]

আর ঐ ব্যক্তি কাফির হওয়ায় হত্যাযোগ্য অপরাধী।[৪৭]

চরমপন্থীদের এই চরম আকীদার নির্মম শিকার হয়েছেন হযরত উসমান (রা), হযরত আলী (রা), হযরত যোবায়ের (রা), হযরত তালহা (রা), হযরত খাব্বাব (রা) ও তাঁর স্ত্রীসহ অসংখ্য সাহাবী, তাবেয়ী ও সালফে সালেহীন।

তাদের মতে, হযরত উসমান রাদিআল্লাহু আনহু আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত খণ্ড খণ্ড কুরআনের কপি জ্বালিয়ে ফেলার কারণে এবং খিলাফতে স্বজনপ্রীতির কারণে ছিলেন কবীরা গুনাহগার এবং কাফির।[৪৮]

তাই তাঁকে তারা নির্মমভাবে হত্যা করেছে।[৪৯]

অথচ তাদের আকীদা ও অভিযোগগুলো ছিল সীমাহীন ভ্রান্তিপূর্ণ ও মিথ্যা। তারা সামান্য এক মিথ্যা অভিযোগে এমন এক মহান সাহাবীকে হত্যা করেছিল যিনি হলেন আশারায়ে মুবাশশারার অন্যতম সদস্য, রাসূলুল্লাহ ﷺ-

---

৪৬. মুহাম্মদ বিন আব্দুল করীম শাহরাস্তানী, আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল, তাহক্বীক ঃ মুহাম্মদ সাইয়েদ কেলানী (বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ, তাবি), ১/১১৪ পৃষ্ঠা, টীকা-১।

৪৭. ডঃ গালিব বিন আলী আওয়াজী ঃ ফিরাকুন মু'আছিরাহ (জিদ্দাহ, আল-মাকতাবাতুল আছরিয়াহ আয-যাহারিয়াহ, ২০০১ খ্রিঃ/১৪২২ হিঃ), ১/২৭৩ পৃষ্ঠা।

৪৮. মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব ঃ মুখতাছার সীরাতির রাসূল ﷺ (দামেস্ক, মাকতাবাতু দারিল ফীহা, ১৯৯৪ খ্রিঃ/১৪১৪ হিঃ), পৃষ্ঠা ৬২৭, আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, ৭/১৯৭ পৃষ্ঠা।

৪৯. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খণ্ড, ১৯৩-৯৪ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

এর জান্নাতের সাথী দু'কন্যার জামাতা, খুলাফায়ে রাশেদার তৃতীয় খলিফা এবং তাঁকেই কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ঐতিহাসিক বাইয়াতে রিজওয়ান, যাতে অংশগ্রহণকারী চৌদ্দশত সাহাবী মহান আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভে ধন্য হয়েছেন অর্থাৎ জাহান্নাম থেকে মুক্তির সুসংবাদ পেয়েছেন।[৫০]

অনুরূপভাবে চরমপন্থীরা হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহুকেও নির্মমভাবে হত্যা করেছে তাদের অজ্ঞতা ও ভ্রান্তিপূর্ণ অভিযোগের ভিত্তিতে। অথচ তিনি ছিলেন বালকদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী, আশারায়ে মুবাশশারার অন্যতম সদস্য, হযরত ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহার স্বামী ও মুসলিম জাহানের চতুর্থ খলিফা।[৫১]

যাঁকে উদ্দেশ্য করে নবী করিম ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ

أنت منى بنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدى-

"হযরত হারুন আলাইহিস সালামের মর্যাদা মুসা আলাইহিস সালামের নিকট যেমন ঠিক তোমার মর্যাদা আমার নিকট তেমন। শুধু পার্থক্য হলো, আমার পরে আর কোন নবী আসবে না।"[৫২]

বর্তমানের চরমপন্থীরা ইসলামের প্রাথমিক যুগের চরমপন্থীদের চেয়ে আকীদা ও কর্মকাণ্ডে কোন অংশেই কম নন; বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের তুলনায় অনেক অগ্রসর। তারা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নাম করে বেপরোয়াভাবে বোমাবাজি করে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাওয়ার কারণে দেশের প্রতিটি নাগরিক আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। তাদের মতে, একমাত্র তাদের মতালম্বী মুষ্টিমেয় লোক ছাড়া সকলেই গুনাহগার, কাফির এবং হত্যাযোগ্য অপরাধী।

---

৫০. সহীহ বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, জামিউল মানাকিব অধ্যায়, হাদীস নং ৬২১৬-২০।

৫১. আত তারিখুল ইসলামী, ২৬৯ পৃষ্ঠা।

৫২. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬৯৮, মুসলিম, হাদীস নং ১৬৩৯, মিশকাত, হাদীস নং ৬০৭৮।

৫৩. শাইখুল ইসলাম আহমদ ইবনু তাইমিয়া, মাজমুউল ফাতওয়াহ, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, রাজকীয় সৌদী আরাবিয়া, ১ম খণ্ড, ১০৮ পৃষ্ঠা, আকীদাতুস সালাফ, ৭১, ৮২ ও ৮৩ পৃষ্ঠা, আল ইতিকাদ, ৮৮ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

গ-২. কবীরা গুনাহ সম্পর্কিত সঠিক দর্শন

ক. কবীরা গুনাহগার মু'মিন ঈমান হতে খারিজ নয়। সে তাওবা না করে মারা গেলেও কাফির ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয়।[৫৩]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বাণী ঃ

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره-

"অতঃপর কেউ অনুপরিমাণ সৎকর্ম করলে তা সেদিন দেখতে পাবে।"[৫৪]

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ

عن أبى سعيد الخدرى عن النبى (ﷺ) قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله أخرجوا من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون فى نهر الحيا او الحياة فينبتون كما تنبت الحبة فى جانب السيل ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية-

"হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে এবং জাহান্নামবাসীগণ জাহান্নামে প্রবেশ করার পর মহান আল্লাহ বলবেন, যার অন্তরে সরিষা পরিমাণ ঈমান বিদ্যমান আছে তাকে জাহান্নাম হতে বের করো। তখন তাদেরকে কৃষ্ণকায় অবস্থায় বের করা হবে। পরে বৃষ্টি কিংবা হায়াতের নদীতে তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে। ফলে তারা স্রোতের ধারে উদগত চারা ঘাসের ন্যায় মনোরমভাবে গজিয়ে উঠবে। তুমি কি দেখো নাই যে, চারা ঘাসগুলো হলুদ বর্ণে কি সুন্দর তাজা ও ঘন হয়ে অঙ্কুরিত হয়?"[৫৫]

---

৫৪. সূরা যিলযাল ঃ ৭।

৫৫. সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, ৮ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

শরহে আকায়িদুন নাসাফী প্রণেতা বলেছেন ঃ

أهل الكبائر من المؤمنين لايخلدون فى النار وان ما توا غير توبة -

"কবীরা গুনাহগার মু'মিনগণ চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয়, যদিও তাওবা না করে মারা যায়।"

আল্লামা সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেছেন ঃ

فهو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بالإيمان فاسق بالكبيرة.....فلا يشهد على أحد من القبلة انه فى النار لذنب عمله، ولالكبيرة اتاها، ولانخرجه عن الإسلام بعمل-

"ঐ ব্যক্তিও মু'মিন তবে অপূর্ণাঙ্গ মু'মিন অথবা ঈমানের কারণে সে মু'মিন এবং কবীরা গুণাহের কারণে সে ফাসিক। সুতরাং আহলে কিবলার কারো উপর কোন পাপের কারণে জাহান্নামী বলে সাক্ষ্য দেয়া যাবে না, এমনকি সে কবীরা গুনাহ করলেও। আমরা তাকে কোন অপকর্মের কারণে ইসলাম থেকে বের করে দেই না।"

এ ব্যাপারে ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি (৬৬১-৭২৮ হিজরী) বলেন ঃ

هو مؤمن ناقص الإيمان، أومؤمن عاص، أومؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته -

"ঐ ব্যক্তিও মুমিন তবে অপূর্ণাঙ্গ মুমিন অথবা পাপী মুমিন কিংবা তার ঈমানের বলয়ে সে মুমিন আর কবীরা গুনাহের কারণে সে ফাসিক।"[৫৬]

ইমাম তাহাবী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি (২৩৯-৩২১ হিঃ) বলেছেন ঃ

---

৫৬. শাইখুল ইসলাম আহমদ ইবনু তাইমিয়া, মাজমুউল ফাতওয়াহ, ধর্ম বিষয়ক

www.pathagar.com

ولانكفر أحدا من أهل القبلة بذنب مالم يستحله ولانقول لايضر مع الإيمان ذنب لمن عمله -

"আমরা এমন কোন অপরাধের কারণে আহলে কিবলার কাউকে কাফির আখ্যায়িত করি না, যে অপরাধ তার জান-মাল হালাল করে না। আবার এটাও বলি না যে, সে যে অপরাধ করে তা তার ঈমানের ক্ষতি করে না।[৫৭]

ইবনু তাইমিয়াহ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কবীরা গুনাহগার ব্যক্তিদের সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছেন ঃ

اتفق أهل السنة والجماعة أنه يشفع فى أهل الكبائر، وأنه لايخلد في النار من أهل التوحيد أحد-

"আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ঐকমত্য পোষণ করেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কবীরা গুনাহগার ব্যক্তিদের জন্য সুপারিশ করবেন। আর আল্লাহকে 'এক' বলে স্বীকারকারী তাওহীদপন্থীদের একজনও জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে না।"[৫৮]

তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগের উপমা পেশ করতে গিয়ে সালাফী আলিমগণের কথা তুলে ধরে বলেছেন ঃ

يقول علماء السلف فى المقدمات الاعتقادية : لانكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولانخرجه من الإسلام بعمل، وقد ثبت الزنا والسرقة وشرب الخمر على أناس فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم ولم يحكم فيهم حكم من كفر...بل جلد هذا-

---

মন্ত্রণালয়, রাজকীয় সৌদী আরাবিয়া, ৭ম খণ্ড, ৬৭৩ পৃষ্ঠা।

৫৭. শরহে আল-আকীদাতুত তাহাবীয়াহ, পৃষ্ঠা ৩৫৫।

৫৮. শাইখুল ইসলাম আহমদ ইবনু তাইমিয়া, মাজমুউল ফাতওয়াহ, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, রাজকীয় সৌদী আরাবিয়া, ১ম খণ্ড, ১০৮ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

"সালাফী মনীষীগণ আকীদার ক্ষেত্রে ভুমিকাতেই বলে থাকেন যে, আমরা কোন অপরাধের কারণে আহলে কিবলার কাউকে 'কাফির' আখ্যায়িত করি না এবং কোন অপকর্মের জন্যও ইসলাম থেকে কাউকে খারিজ করে দেই না। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে অনেক মানুষের দ্বারা ব্যভিচার, চুরি ও মদ্যপানের মতো ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু তাদের ব্যাপারে 'কাফির' হওয়ার বিধান পেশ করা হয়নি।... বরং এক্ষেত্রে শাস্তির বিধান করা হয়েছে।"[৫৯]

খ. কবীরা গুনাহগার মু'মিন হত্যাযোগ্য অপরাধী নয়।[৬০]

কোন ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনয়নের পর সালাত কায়েম এবং যাকাত প্রদান করার পর ফৌজদারী অপরাধ ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ করলেও আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ তার রক্ত ও সম্পদের গ্যারান্টি দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

فان تابوا وأقاموا الصلوة وآتوا الزكوة فخلوا سبيلهم-

"যদি তারা তাওবা করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও অর্থাৎ তাঁদের উপর আক্রমণ করো না।"[৬১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ

عن ابن عمر أن رسول الله (ﷺ) قال : أمرت ان أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لاإله إلا الله و أن محمدا رسول الله ويقيموا الصلوة ويؤتو الزكوة فاذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم و أموالهم الابحق الإسلام، و حسابهم على الله -

---

৫৯. *শাইখুল ইসলাম আহমদ ইবনু তাইমিয়া, মাজমুউল ফাতওয়াহ, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, রাজকীয় সৌদী আরাবিয়া, ৭ম খণ্ড, ৬৭১ পৃষ্ঠা।*

৬০. *শাইখুল ইসলাম আহমদ ইবনু তাইমিয়া, মাজমুউল ফাতওয়াহ, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, রাজকীয় সৌদী আরাবিয়া, ১ম খণ্ড, ১০৮ পৃষ্ঠা, আল ফিসাল ফিল মিলাল, ২য় খণ্ড, ২৫০-৫৩ পৃষ্ঠা, আবু ইসমাঈল আব্দুর রহমান আস সাবুনীঃ আকীদাতুস সালাফ, দারুস সালাফিয়্যাহ্, কুয়েত, ১৯৮৪ খ্রীঃ, ১৪০৪ হিঃ, ৭১ পৃষ্ঠা।*

৬১. *সূরা তাওবা ঃ ৫।*

www.pathagar.com

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, আমি যেন লোকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করি ততক্ষণ পর্যন্ত যখন তারা এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল। আর সালাত কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে, আর তারা যখন এই কাজগুলো করবে তখন আমার পক্ষ হতে তাদের জান ও মালের নিরাপত্তা লাভ করবে। তবে ইসলামী ফৌজদারী বিধান ব্যতীত। আর তাদের অন্যান্য বিষয়ে হিসাব আল্লাহর হাতে।"৬২

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ

لايحل دم امرئ مسلم يشهد أن لاإله إلا الله وانى رسول الله إلا باحدى ثلاث، النفس بالنفس والثيب الزانى و المفارق لدينه التارك للجماعة -

"এমন কোন মুসলিম ব্যক্তির রক্ত হালাল নয়, যে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর রাসূল, তবে তিন ধরনের ব্যক্তি ব্যতীত ঃ ১. জানের বিনিময়ে জান অর্থাৎ সে কাউকে হত্যা করলে বিচারে তাকেও হত্যা করতে হবে। ২. বিবাহিত জেনাকারীকে রজম করতে হবে। ৩. নিজ ধর্ম (ইসলাম) ত্যাগ করে যে মুসলিম জামায়াত থেকে বের হয়ে যাবে–তার কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক বিচার করতে হবে।"৬৩

أسامة بن زيد يقول : بعثنا رسول الله (ﷺ) إلي الحرقة، فصبحنا القوم فهزمنا هم، ولحقت أنا و رجل من الانصارى رجلا منهم، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، فكف الانصارى فطعنته برمي حتى قتله، فلما قدمنا بلغ النبى (ﷺ) فقال ياأسامة! أقتلته بعد

৬২. *সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, ৮ পৃষ্ঠা।*

৬৩. *সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৮৭৮, মুসলিম, হাদীস নং ১৬৭৬, মিশকাত, হাদীস নং ৪২৭০।*

www.pathagar.com

ماقال لا إله إلا الله؟ قلت : كان متعود فمازال يكرر ها حتى تمنيت إني لم أكن أسلمت قبل ذالك اليوم -

"হযরত ইবনে যায়েদ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে হুরকায়ে জাহেনিয়ায় প্রেরণ করেন। সকালে শত্রুবাহিনীর সাথে আমাদের মোকাবিলা হলো। প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে তারা পরাজিত হয়ে রণাঙ্গন হতে পালিয়ে যেতে লাগলো। আমি ও এক আনসারী মুজাহিদ পলায়নরত একজন কাফিরের পিছু ধাওয়া করলাম। যখন সে আমাদের নাগালের মধ্যে এসে গেল তখন সে (উচ্চস্বরে) لا اله الا الله বলতে লাগলো। এতদশ্রবণে আনসারী হাত গুটিয়ে নিলেন। কিন্তু আমি বর্ষা ছুড়ে তাকে গেঁথে ফেললাম। এতে লোকটি মারা গেল। অভিযান থেকে ফেরার পর বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কর্ণগোচর হলো। তিনি আমাকে বললেন, হে উসামা! তুমি কি কালেমা পাঠ করার পর কোন লোককে হত্যা করেছো? আমি বললাম, সে তো শুধু তার জীবন বাঁচানোর জন্য এমনটি করেছিল। তিনি আমার ওজর প্রত্যাখ্যান করলেন এবং বারবার বলতে লাগলেন যে, তুমি এক ব্যক্তিকে কালেমা পড়া সত্ত্বেও তাকে হত্যা করেছো? তখন আমি মনে মনে কামনা করলাম, হায়! আজকের দিনের পূর্বে যদি আমি ইসলাম গ্রহণ না করতাম!"[৬৪]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল ﷺ উসামা (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেছেন ঃ

فهلا شققت عن قلبه؟ –তুমি কি তার হৃদয় ফেঁড়ে দেখেছো?[৬৫]

আরো এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূল ﷺ উসামা রাদিআল্লাহু আনহুকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন ঃ

كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، قاله مرارا-

৬৪. সহীহ বুখারী (কিতাবুল মাগাযী), ২য় খণ্ড, ৬১২ পৃষ্ঠা।
৬৫. সহীহ বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, হাদীস নং ৩৪৫০।

www.pathagar.com

"কিয়ামতের দিন সে যখন কালেমা নিয়ে আসবে তখন তোমার কি উপায় হবে? তিনি তাকে একথা একাধিকবার বললেন।"৬৬

কাফির ব্যক্তি কোন মুসলমানের হাত কেটে ফেলার পর যদি কালেমা পড়ে তবে তাকেও হত্যা করা যাবে না।

উক্ত বিষয় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী ঃ

عن المقداد بن الأسود انه قال : يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى يدى بالسيف فقطعها، ثم لاذمنى شجرة فقال : أسلمت لله وفى رواية فلما أهويت لاقتله قال لاإله الا الله، أأقتله بعد أن قالها؟ قال لاتقتله، فقال يا رسول الله إنه قطع إحدى يدى، فقال رسول الله (ﷺ)لاتقتله، فان قتلته فانه بمنزلته قبل ان يقول كلمة بمنزلتك قبل ان تقتله وإنك التى قال-

"প্রখ্যাত সাহাবী হযরত মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! যদি কোন কাফিরের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয় অতঃপর আমরা পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হই, অতঃপর সে আমার কোন হাতে আঘাত করে এবং তা কেটে যায়, অতঃপর সে কোন গাছের আড়াল থেকে এসে বলে, আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইসলাম গ্রহণ করলাম-এ বিষয়ে আপনার সিদ্ধান্ত কি?

অন্য বর্ণনায় এসেছে, বর্ণনাকারী (মিকদাদ রাদিআল্লাহু আনহু) বলেছেন, আমি তাকে হত্যা করার জন্য অস্ত্র প্রস্তুত করেছি ইতোমধ্যে সে যদি বলে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-একথা বলার পর আমি কি হত্যা করতে পারবো?

---

৬৬. *মুসলিম, মিশকাত (কিসাস অধ্যায়), ২৯৯ পৃষ্ঠা।*

www.pathagar.com

রাসূল ﷺ বললেন, না, তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না। তখন মিকদাদ রাদিআল্লাহু আনহু বললেন, সে তো আমার একটি হাত কেটে ফেলেছে! রাসূল ﷺ বলেছেন, তবু তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না। আর যদি তুমি তাকে হত্যা করো, তবে তাকে হত্যা করার পূর্বে যে অবস্থানে তুমি ছিলে সে সেই অবস্থানে পৌছবে। আর সে কালেমা পাঠ করার পূর্বে যে অবস্থানে ছিল তুমি সে অবস্থানে চলে যাবে। অর্থাৎ সে হবে জান্নাতী এবং তুমি হবে জাহান্নামী।"[৬৭]

ইসলামের অন্যতম শত্রু হলো মুনাফিকরা। তারা বিভিন্নভাবে ইসলামের ক্ষতিসাধন করে থাকে বিধায় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কাফির-মুশরিকদের চেয়েও কঠিন শাস্তি দিবেন। রাব্বুল আ'লামিনের বাণী ঃ

ان المنافقين فى الدرك الأسفل من النار -

"নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে অবস্থান করবে।"[৬৮]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জামানার মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই উহুদের যুদ্ধে তিন জন মুজাহিদসহ রাস্তা থেকে পালিয়ে আসে।[৬৯]

এবং সতী সাধ্বী নারী উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়শা সিদ্দিকা রাদিআল্লাহু আনহার উপর জেনার মিথ্যা অপবাদ রটনাসহ বিভিন্নভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে।[৭০] যেগুলো নিঃসন্দেহে কবীরা গুনাহ।

কিন্তু কবীরা গুনাহগার মুসলিমের রক্ত হালাল নয় বিধায় রাসূলুল্লাহ ﷺ মুনাফিকদের বিরুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলন করেননি।

শুধু তাই নয়, মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই মারা গেলে রাসূল ﷺ তার গায়ের চাদর খুলে তার কাফন পরিয়ে দিয়েছিলেন এবং স্বয়ং তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই-এর জানাযার ইমামতি করেছেন।[৭১]

---

৬৭. সহীহ বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, হাদীস নং ৩৪৪৯।
৬৮. সূরা নিসা ঃ ১৪৫।
৬৯. মুখতাসার সীরাতির রাসূল (সা), ৩১৮ পৃষ্ঠা ও বিশ্বনবী (সা), ২১০ পৃষ্ঠা।
৭০. সহীহ বুখারী, ২য় খণ্ড, ৫৯৩-৯৪ পৃষ্ঠা।
৭১. সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, ১৬৯ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

ঘ. শাফা'আত সম্পর্কিত ভুল ও সঠিক দর্শন

গোঁড়া ও চরমপন্থী মতাদর্শী খারেজীরা কবীরা গুনাহগার ব্যক্তির জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শাফা'আতকে অস্বীকার করে। কেননা তাদের মতে কবীরা গুনাহগার ব্যক্তি চিরস্থায়ী জাহান্নামী।" ৭২

পক্ষান্তরে ইসলামী দৃষ্টিকোণ হলো রাসূল ﷺ কবীরা গুনাহগার মু'মিনদের জন্য শাফা'আত করবেন। ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহ) বলেন ঃ

عند أهل السنة أنه يشفع في أهل الكبائر

"আহ্লুস্ সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আতের মত হলো, তিনি কবীরা গুনাহ্গারদের জন্য শাফা'আত করবেন।" ৭৩ এ সম্পর্কে রাসূল ﷺ-এর বাণী ঃ

عن أنس قال، قال رسول الله (ﷺ) شفاعتى لاهل الكبائر من أمتى -

"হযরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ আমার উম্মতের কবীরা গুনাহগারদের জন্য আমার শাফা'আত।" ৭৪

ঙ-১. গুনাহগার শাসক সম্পর্কিত ভুল দর্শন

খারেজী তথা চরমপন্থীরা গুনাহগার শাসকদেরকে 'কাফির' সাব্যস্ত করে এবং তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, ক্ষমতাচ্যুত করা এবং তাদেরকে হত্যা করা ওয়াজিব মনে করে। ৭৫ এমনকি তাদের মতে, প্রজাসাধারণ যদি কোন অপরাধ করে আর শাসকগণ সেই অপরাধের প্রতিরোধ না করে তবু তারা চূড়ান্ত অপরাধী হিসেবে কাফির। ৭৬

---

৭২. *আকীদা ওয়াসিতিয়াহ, ১৫০ পৃষ্ঠা।*

৭৩. মাজমু ফাতাওয়া, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৪।

৭৪. *তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ, শাফায়াত অধ্যায়, শরহে আকায়িন্নাসাফী, ১১৫ পৃষ্ঠা।*

৭৫. *আল ফিসাল ফিল মিলাল, ৩য় খণ্ড, ১২৫ পৃষ্ঠা এবং আল মিলাল ওয়ার নিহাল, ১ম খণ্ড, ৯৪ পৃষ্ঠা।*

৭৬. *ফিরাকুন মু'আসিরাহ, ১/২৭৫ ও ২৮৯, আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক, পৃষ্ঠা ৮৮, আল-মিলাল ১/১২৬।*

www.pathagar.com

এছাড়া সামান্য কোন অপরাধের জন্য তারা সাধারণ কোন ব্যক্তিকেও কাফির, মুরতাদ সাব্যস্ত করে তাদের জান-মালকে হালাল মনে করে নৃশংসভাবে হত্যা করে; ধন-সম্পদ লুট করে।

তারা বিশেষতঃ বিদ্রোহ করে শাসকদের বিরুদ্ধে এবং যারা তাদের আকীদাসম্পন্ন বা দলভুক্ত নয়, যারা তাদের এ সকল কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে এবং সংশোধন হওয়ার পথ বাতলিয়ে দেয় তাদের বিরুদ্ধে। মূল কথা হলো নিজেদের স্বার্থের এতটুকু কেউ বিরোধিতা করলে তারা তার বিরুদ্ধে কাফির, মুরতাদের মতো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জারি করে এবং নিঃসংকোচে হত্যা করার মতো চরম পন্থা বেছে নেয়।[৭৭]

শুধু তাই নয়, তাদেরকে সরাসরি মুশরিক ও জাহান্নামী পর্যন্ত মনে করে।[৭৮]

ঐ ব্যক্তি যতবড়ই হকপন্থী হোন না কেন, যতবড় মুহাদ্দিস, আলিম, ইসলামের কর্ণধার হোন না কেন, সেদিকে তারা মোটেও ভ্রূক্ষেপ করে না। মনে হয় যেন তাঁরাই সবচেয়ে বড় অপরাধী, পৃথিবীর সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তি। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ ইসলামের গৌরবান্বিত খলিফা হযরত উসমান ও আলী রাদিআল্লাহু আনহু এবং ইবনু খাব্বাবসহ অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামের নির্মম হত্যাকাণ্ড। তাদের অহমিকাবোধ এত উচ্চমার্গীয় যে, তারা নিজেদের দলীয় তুচ্ছ কোন স্বার্থেও অন্যকোন নিরপরাধ মুসলমানকে নির্দ্বিধায় হত্যা করতে পারে। অন্যদিকে এতে নিজেদের কেউ নিহত হলে তাকে 'শহীদ' বলে আখ্যায়িত করে।

এছাড়া তাদের দৃষ্টিতে যে সকল মুসলমান চারিত্রিক স্খলনের দোষে দুষ্ট এবং যারা সুদ-ঘুষ, গান-বাজনার মতো বিভিন্ন সামাজিক অপরাধের সাথে জড়িত, তারা 'কাফির' ও 'হত্যাযোগ্য অপরাধী'। অনুরূপভাবে যারা বিধর্মীদের কর্তৃত্বাধীন প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত, যারা গণতন্ত্রসহ অন্যান্য মানবরচিত মতবাদে বিশ্বাসী, এমনকি দেশের সংবিধানের অধীনে যারা এমপি, মন্ত্রী, দায়িত্বশীল হিসেবে শপথ গ্রহণ করে তারাও সরাসরি 'কাফির' অথবা 'মুশরিক'। তাদেরকে হত্যা করা ওয়াজিব, তাদের ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া

---

৭৭. আল-ফারক্ব বাইনাল ফিরাক, পৃষ্ঠা ৮২-৮৩, ফিরাকুন মু'আসিরাহ, ১/২৫৯ পৃষ্ঠা।

৭৮. মুহাম্মদ আহমাদ আবু যুহরাহ ঃ আল-মাযাহিবুল ইসলামিয়াহ (মিশর, ইদারাতুছ সাকাফিয়াহ আল-আম্মাহ), পৃষ্ঠা ১২০।

www.pathagar.com

বৈধ। যদিও সেই শাসকগোষ্ঠী এবং জনগণ সালাত, সিয়ামসহ অন্যান্য ইসলামী বিধি-বিধানও পালন করে থাকে এবং আল্লাহ, রাসূলগণ, ফেরেশতা -মণ্ডলী, কিতাবসমূহ, পরকাল ও তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস রাখে।

চরমপন্থী খারেজীদের উক্ত আকীদার সাথে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদার কোনরূপ সম্পর্ক নেই বরং সম্পূর্ণই বিপরীত। তাদের মতে, কেউ কোন কুফরী কাজ করলেই তৎক্ষণাৎ কাফির হয়ে যায় না, বরং সে ফাসিক, জালিম কিংবা পাপী সাব্যস্ত হয়।

ঙ-২. গুনাহগার শাসক সম্পর্কিত সঠিক দর্শন

ক. প্রকাশ্য কুফরী প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, ক্ষমতাচ্যুত কিংবা সশস্ত্র অভ্যুত্থান করা যাবে না।" [৭৯] এ সম্পর্কে রাসূল ﷺ-এর বাণী ঃ

إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله برهان -

"যতক্ষণ তোমরা তার মধ্যে প্রকাশ্য কুফরী প্রত্যক্ষ না করো–যে বিষয়ে তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে।" [৮০]

হাফেয ইবনু হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি (৭৭৩-৮৫২ হিঃ) উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ

أى نص أوخبر صحيح لايحتمل التأويل ومقتضاه أنه لايجوز الخروج عليهم مادام فعلهم يحتمل التأويل -

"পবিত্র কুরআন অথবা সহীহ হাদীস দ্বারা (কুফরী) সাব্যস্ত হতে হবে। এক্ষেত্রে কোনরূপ অনুমান বা সন্দেহ করা যাবে না। এতে স্পষ্ট হয় যে, যতক্ষণ তাদের কর্মকাণ্ড অনুমান বা সন্দেহের আড়ালে থাকবে ততক্ষণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে বিচ্ছিন্ন হওয়া বৈধ হবে না।" [৮১]

---

৭৯. *মাকাতুল ইসলামিঈন, ৩২৩ পৃষ্ঠা ও আকীদাতুস সালাফ, ৯৩ পৃষ্ঠা।*

৮০. *সহীহ বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, হাদীস নং ৩৬৬৬ ও ৩৬৭১।*

৮১. *ফাতহুল বারী, ১৩/১০ পৃষ্ঠা, হা/৭০৫৬-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।*

www.pathagar.com

ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি (৬৩১-৬৭৬ হিঃ) উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলেছেন ঃ শাসকদের শাসন-কর্তৃত্বের ব্যাপারে তোমরা বিসম্বাদ বা টানা-হেঁচড়া কোর না এবং তাদের উপর হস্তক্ষেপও করো না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তাদের মধ্যে প্রকাশ্য মুনকার কাজ প্রত্যক্ষ না করো–যা ইসলামের মূলনীতিসমূহের আলোকেই তোমরা জানতে পারবে। যখন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে তখন তাদের ঐ কাজের বিরোধিতা করবে এবং যেখানেই অবস্থান করো না কেন সেখানেই হক কথা বলবে।

وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لاينعزل السلطان بالفسق-

"এছাড়া তাদের দল থেকে বের হয়ে যাওয়া এবং তাদেরকে হত্যা করা মুসলমানদের ঐকমত্যে হারাম। যদিও তারা অত্যাচারী বেশধারী ফাসিকও হয়। আমি যা উল্লেখ করলাম হাদীসগুলো সে অর্থই প্রকাশ করে। তাছাড়া আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াত ঐকমত্য পোষণ করেছে যে, ফাসিকী কর্মের দোষে শাসকদেরকে অপসারণ করা যাবে না।"৮২

খ. সালাত আদায় করা পর্যন্ত শাসকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করা যাবে না। তবে তাদের মন্দ কাজের প্রতিবাদ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ

عن أم سلمة قالت، قال رسول الله (ﷺ): يكون عليكم أمراء، تعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضى وتابع، قالوا: أفلا نقاتلهم قال: لا ما صلوا- ماصلوا-

৮২. মুসলিম শরহে নববীসহ (বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ, ১৯৯৬ খ্রিঃ), ১১-১২ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৩২-৩৩, হা/৪৭৪৮ 'ইমারত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৬১।

www.pathagar.com

"তোমাদের মধ্যে এমন অনেক শাসক হবে, যাদের কোন কোন কাজ ভাল মনে করবে, কোন কাজ মন্দ মনে করবে। এক্ষণে যে ব্যক্তি ঐ মন্দ কাজের প্রতিবাদ করবে, সে মুক্তি পাবে, যে ঐ মন্দ কাজ অপছন্দ করবে সে-ও নিরাপত্তা পাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি ঐ মন্দ কাজে সন্তুষ্ট থাকবে এবং তা অনুসরণ করবে জাহান্নামী হবে। সাহাবীগণ বললেন, আমরা কি তখন ঐ শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো না? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, না, যতক্ষণ তারা সালাত আদায় করে, যতক্ষণ তারা সালাত আদায় করে।"[৮৩]

গ. গুনাহগার শাসকদের থেকে জনসাধারণের আনুগত্যের হাত গুটিয়ে নেয়া যাবে না।[৮৪] এ বিষয়ে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ

ما أقاموا فيكم الصلوة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيأ تكرهونه فاكرهوا عمله، ولاتنزعوا ايدا من طاعة -

"যখন তারা তোমাদের মধ্যে সালাত কায়েম করবে অতঃপর তোমরা যখন তোমাদের শাসকদের নিকট থেকে এমন কিছু দেখবে যা তোমরা অপছন্দ করো, তখন তোমরা তার কার্যকে ঘৃণা করো, কিন্তু আনুগত্যের হাত গুটিয়ে নিও না।"[৮৫]

ঘ. ইসলামের উদ্দেশ্যে গুনাহগার শাসকদের নিকট হক কথা বলতে হবে। এ সম্পর্কে রাসূল ﷺ-এর বাণী ঃ

افضل الجهاد من قال كلمة حق عند سلطان جائر -

"উত্তম জিহাদ হলো স্বৈরাচার শাসকের সামনে হক কথা বলা।[৮৬]

ঙ. শত্রু কর্তৃক দেশ আক্রান্ত হলে ভাল-মন্দ সব শাসক/আমীরের অধীনে জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে হবে।[৮৭]

---

৮৩. *মুসলিম, মিশকাত, হাদীস নং ৩৬৭১, নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা অধ্যায়।*
৮৪. *আকীদাতুস সালাফ, ৯২-৯৩ পৃষ্ঠা।*
৮৫. *মুসলিম, হাদীস নং ১৮৫৫।*
৮৬. *আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত, হাদীস নং ৩৭০৫।*
৮৭. *আবু দাউদ, মিশকাত, হাদীস নং ১১২৫, সালাত অধ্যায় এবং আকীদাতুস সালাফ, ৯২ পৃষ্ঠা।*

www.pathagar.com

চ. শাসক স্বৈরাচার বা অপছন্দনীয় হলে ধৈর্যধারণ করতে হবে। এ সম্পর্কে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ

من رأى من أميره شيئايكرهه فليصبر -

"যে ব্যক্তি তার শাসকের এমন কোন কর্মকাণ্ড অবলোকন করে–যা সে অপছন্দ করে, সে যেন ধৈর্যধারণ করে।"[৮৮]

ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেছেন ঃ

الصبر على جور الئمة أصل من أصول أهل السنة و الجماعة -

"স্বৈরাচার শাসকের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মূলনীতিসমূহের মধ্যে অন্যতম মূলনীতি।"[৮৯]

ইমাম হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেছেন ঃ

إن الحجاج عذاب الله، فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم ولكن عليكم الاستكانة والتصر-

"নিশ্চয়ই হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আল্লাহর আযাব। সুতরাং তোমরা তোমাদের হাত দ্বারা আল্লাহর আযাবকে প্রতিহত করো না বরং বিনীত ও বিনম্র হও।"[৯০]

চ-১. ইক্বামতে দ্বীন সম্পর্কিত ভুল দর্শন

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا اليك وما وصينا به إبراهيم و موسى و عيسى أن اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه -

---

৮৮. সহীহ বুখারী, মুসলিম, ২য় খণ্ড, ৫৮৪ পৃষ্ঠা।
৮৯. মিনহাজুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, ৫২৭ পৃষ্ঠা।
৯০. মাসিক আল ফুরকান, কুয়েত, সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ সংখ্যা, ১৬ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

"তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে এবং যা প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি ও যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করো ও তার মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি কোর না।"[৯১]

উক্ত আয়াতে কারিমায় বর্ণিত ঃ - أن أقيموا الدين - 'তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করো'—অনেকে এর ব্যাখ্যা করে 'তোমরা রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করো।' ফলে তারা যেকোন পন্থায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের জন্য যেকোন চরমপন্থা অবলম্বন করতে দ্বিধাবোধ করে না।[৯২]

মুসলমানদের জীবনে দ্বীন কায়েমের অব্যাহত ধারা নূহ আলাইহিস সালামের যুগ থেকেই চলে আসছে। সর্বশেষ নবী হিসেবে মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর বাস্তব রূপরেখা প্রদর্শন করে গেছেন। কিন্তু তাঁর তিরোধানের পরেই খারেজীরা এবং আরও কিছুদিন পর 'রাফেযীরা' দ্বীন কায়েমের ব্যাপারে এক চরমপন্থী দর্শন পেশ করে। তা হল, যেকোন অপরাধের কারণে মুসলিম শাসক ও শাসিতদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণপূর্বক হত্যার মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে দ্বীনি বিধান প্রতিষ্ঠা করা। তাদের জীবনের সবকিছুই সংঘটিত হয় কেবল রাষ্ট্রক্ষমতাকে টার্গেট করে। 'দ্বীন কায়েম' বলতে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা মর্মে যে মতবাদটি সমাজে চালু আছে সে মতবাদের ধারক ও বাহকগণ যে দর্শন পালন করেন তা মোটামুটি নিম্নরূপ ঃ

১. 'দ্বীন' অর্থ হুকুমত বা রাষ্ট্রক্ষমতা। তাই 'ইকামতে দ্বীন' বলতে রাষ্ট্রীয়ভাবে দ্বীন কায়েম করা বোঝায়।

২. রাষ্ট্র কায়েমের মাধ্যমেই কেবল দ্বীন কায়েম সম্ভব নচেৎ সম্ভব নয়।

৩. রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ইসলাম ছাড়া ঐ ইসলাম 'ইসলাম'-ই নয়। আর এ ধরনের ইসলাম পালনকারীরাও প্রকৃত মুসলমান নয়।

---

৯১. সূরা শূরা ঃ ১৩।

৯২. ডঃ গালিব বিন আলী আওয়াজী ঃ ফিরাকুন মু'আছিরাহ (জিদ্দাহ, আল-মাকতাবাতুল আছরিয়াহ আয-যাহারিয়াহ, ২০০১ খ্রিঃ/১৪২২ হিঃ), ১/২২৬ ও ২৩৪ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

৪. প্রত্যেক নবী-রাসূল সর্বপ্রথম রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দ্বীন কায়েমের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। আরো বলা হয়েছে, তাঁরা শাসকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করে দ্বীন কায়েমের কাজ করেছেন। এর পূর্বে অন্যকোন সংস্কারের দায়িত্ব তাঁরা পালন করেননি ইত্যাদি।

উক্ত দর্শন ও বক্তব্য ইসলামের মূলদর্শন ও বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ঐতিহাসিকভাবে একথা স্পষ্ট ও নির্ভুলভাবে প্রমাণিত যে, কোন নবী-রাসূলই ক্ষমতার জন্য লালায়িত ছিলেন না, তেমনি যুদ্ধের মাধ্যমে মানুষ হত্যা করেও তাঁরা দ্বীন কায়েম করেননি।

'রাফেযীরা' নেতৃত্বকে করায়ত্ত করা দ্বীনের 'মূলনীতি' বা ঈমানের 'রুকন' বলে আকীদা পোষণ করে। যারা কেবল আলী রাদিআল্লাহু আনহুকেই ইমাম (খলিফা) হিসেবে মান্য করে। অন্য মহান তিন খলিফাকে তারা অস্বীকার করে, তাঁদেরকে সর্বদা গালমন্দ করে, কাফির সাব্যস্ত করে এবং যে সকল সাহাবী তাঁদের হাতে 'বাইয়াত' করেছেন তাঁদের সকলকে 'কাফির' বলে মনে করে।

সেই রাফেযী দলভুক্ত জনৈক লেখক ইবনুল মুত্তাহির পরিষ্কার -ভাবে নেতৃত্ব অর্জন করাকে দ্বীনের মূলনীতি ও ঈমানের রুকনসমূহের মধ্যে অন্যতম প্রধান বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়াহ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এই ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছেন ঃ

إن مسئلة الإمامة أهم المطالب فى أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين كذب بإجماع المسلمين ...بل هو كفر-

"নেতৃত্বের প্রসঙ্গকে দ্বীনের আহকামসমূহের দাবিগুলোর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করা এবং মুসলমানদের অন্যান্য সকল বিষয়ের মধ্যে তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া সমগ্র মুসলমানদের ঐকমত্যে চরম মিথ্যাচার, বরং কুফরী।"৯৩

মূলতঃ এই দর্শন খারেজী ও রাফেযী চরমপন্থীদের; খারেজী চরমপন্থীদের নিকট রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জন করাই মূল টার্গেট। অন্যদিকে রাফেযীরা আরো এক

৯৩. *ইবনু তায়মিয়াহ ঃ মুখতাছার মিনহাজুস সুন্নাহ, সংক্ষেপায়নে ঃ শায়খ আবদুল্লাহ আল-ফানীমান (রিয়াদ, মাকতাবুল কাওসার, ১৯৯১/১৪১১), ১/২৮ পৃষ্ঠা।*

www.pathagar.com

ধাপ এগিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ করাকে দ্বীনের মূলনীতি ও ঈমানের রুকন গণ্য করেছে।

সুতরাং 'দ্বীন কায়েম' বলতে কেবল রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা, তাকেই মূল বা বড় ইবাদত মনে করা এবং দ্বীনের অন্যান্য সকল শাখাকে তার সহায়ক হিসেবে গণ্য করার দৃষ্টিভঙ্গি মোটেই সঠিক নয়। কারণ 'দ্বীন' হলো মূল আর নেতৃত্ব বা শাসনক্ষমতা হলো দ্বীনের অন্যান্য শাখাসমূহের ন্যায় কেবল একটি শাখা এবং সামগ্রিকভাবে দ্বীনকে বিজয়ী করার সহায়ক শক্তি মাত্র–যা প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্‌র উপরই আবর্তিত। তাই বলে অন্যান্য শাখাসমূহকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বা প্রত্যাখ্যান করে নয়। বরং সেগুলি সর্বাগ্রে বাস্তবায়নের মাধ্যমেই তা সম্ভব। অতএব ক্ষমতা অর্জনের মোহে পড়ে দ্বীন কায়েমের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করে চিরন্তন পদ্ধতির পরিবর্তন করা এবং মানুষ হত্যাসহ নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড ঘটিয়ে নৈরাজ্য সৃষ্টি করা কোনক্রমেই ইসলামসম্মত নয়।

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (৭৭৩-৮৫২ হিঃ) এই মর্মে মুহাল্লাব রাহমাতুল্লাহ আলাইহির উক্তি পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

الحرص على الولاية هو السبب فى اقتتال الناس عليها حتى سفكت الدماء واستبيحت الأموال والفروج وعظم الفساد فى الأرض بذلك -

"রাষ্ট্রক্ষমতার প্রতি লোভ-লালসাই জনগণের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ সৃষ্টির মূল কারণ। অবশেষে এতে তুমুল রক্তপাত ঘটে এবং মানুষের ধন-সম্পদ ও ইজ্জত-আব্রুকে বৈধ মনে করা হয়। আর এ কারণেই পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা-বিপর্যয় বিরাট আকার ধারণ করে।"[৯৪]

চ-২. ইক্বামতে দ্বীন সম্পর্কিত সঠিক দর্শন

নির্ভরযোগ্য ও প্রখ্যাত মুফাসসিরগ أن أقيموا الدين –এর যে ব্যাখ্যা করেছেন তার কয়েকটি নিম্নে পেশ করা হলো।

---

৯৪. ফাতহুল বারী ঃ শরহে বুখারী ,১৩/১৫৮ পৃষ্ঠা, হা/৭১৪৯-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ, 'আহকাম' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৭।

www.pathagar.com

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু ঃ

ان اتفقوا فى الدين-

"তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ থাকো।"[৯৫]

২. ইমাম হাসান বিন মুহাম্মদ নিশাপুরী ঃ

إقامة أصوله من التوحيد والنبوة والمعاد ونحو ذالك -

"দ্বীনের উসূল বা মূলনীতিসমূহ প্রতিষ্ঠিত করা নবুয়ত, আখিরাতে বিশ্বাস বা অনুরূপ বিষয়সমূহ।"[৯৬]

৩. ইমাম কুরতুবী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ঃ

هو توحيد الله و طاعته -

"তাহলো আল্লাহর তাওহীদ ও তাঁর আনুগত্য।"[৯৭]

৪. আল্লামা ইবনে কাসীর রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ঃ

الدين الذى جائت به الرسل كلهم هو عبادة الله وحده لاشريك له وان اختلفت شرائعهم ومناهجهم -

"ঐ দ্বীন যা নিয়ে সকল রাসূল আগমন করেছিলেন, আর তাহলো এক আল্লাহর ইবাদত করা, যাঁর কোন শরীক নেই। যদিও তাঁদের শরীয়ত ও কর্মধারা ভিন্ন ছিল।"[৯৮]

---

৯৫. ফিরোজাবাদী ঃ তানভীরুল মিকবাস মিন তাফসীরে ইবনে আব্বাস, ৪৮৪ পৃষ্ঠা।

৯৬. ইবনে জারীর তাবারী ঃ জামিউল বয়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, ১১শ খণ্ড, ২৮ পৃষ্ঠা।

৯৭. মুহাম্মদ বিন আহম্মদ আনসারী আল কুরতুবী ঃ আল জামিউল আহকামিল কুরআন, ১৬শ খণ্ড, ১০-১১ পৃষ্ঠা।

৯৮. হাফেজ ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনু কাসীর আল-কুরাশী আলদিমাশক্বী ঃ তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, জমইয়্যতু ইহইয়াউত্ তুরাসিল ইসলামী, ৪র্থ খণ্ড, ১৩৮ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

৫. ইমাম শাওকানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ঃ

- اى توحيد الله والإيمان به، وطاعة رسله وقبول شرائعه

"তাহলো আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর উপরে ঈমান আনা, তাঁর রাসূলগণের উপরে ঈমান আনা ও আল্লাহর শরীয়তসমূহ কবুল করা।"[৯৯]

৬. আল্লামা বায়যাবী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ঃ

- الإيمان بما يجب تصديقة، والطاعة فى أحكام اللّه

"যেসবের উপরে বিশ্বাস রাখা ওয়াজিব সেসবের উপরে ঈমান আনা এবং আল্লাহর বিধানসমূহের আনুগত্য করা।"[১০০]

- أن أقيموا الدين-এর অর্থ যদি রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা হয়, তাহলে আয়াতে বর্ণিত হযরত নূহ আলাইহিস সালাম, হযরত মুসা আলাইহিস সালাম ও হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এঁদের প্রতি এ অভিযোগ অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়ে যে, তারা সবাই ইক্বামতে দ্বীন তথা দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন। কেননা তাঁরা কেউ রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। অথচ আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকেও أن - أقيموا الدين বলে আদেশ করেছেন। ইক্বামাতে দ্বীনের এমন ব্যাখ্যা কিভাবে সঠিক হতে পারে যা আম্বিয়ায়ে কেরামের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতাকে আবশ্যক করে তোলে। প্রকৃত পক্ষে - أن أقيموا الدين-এর অর্থ হলো, তোমরা তাওহীদসহ ইসলামের অন্যান্য মৌলিক বিধি-বিধানকে প্রতিষ্ঠা করো।

আয়াতে উল্লেখিত অন্যান্য নবী-রাসূলগণ রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। কিন্তু মুষ্টিমেয় হলেও তাদের উম্মতদের মাঝে তাওহীদ ও ইসলামের অন্যান্য মৌলিক বিধি-বিধানগুলো প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন।

---

৯৯. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আশ-শাওকানী ঃ ফাতহুল কাদীর আল জামিউ বাইনা ফান্নির রিওয়াইয়াতি ওয়াদ দিরায়াতি মিন ইলমিত তাফসীর, ৪র্থ খণ্ড, বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ, পৃষ্ঠা-৫৩০।

১০০. ইমাম বায়জাভী ঃ আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারুত তাবীল, ২য় খণ্ড, ২৮২ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

ছ. বিচার-ফয়সালা সম্পর্কিত ভুল ও সঠিক দর্শন

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون -

"এবং যারা আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে না তারা কাফির।"[১০১]

উক্ত আয়াতাংশের আলোকে শাসকগণ বা বিচারকগণ তাদের শাসন ও বিচার কার্যে কোনরূপ অন্যায় করলে বা অন্যায় প্রতিরোধ না করলে কিংবা পরিপূর্ণভাবে ইসলামী বিধি-বিধান অনুযায়ী শাসনকার্য বা বিচারকার্য পরিচালনা না করলে চরমপন্থীরা তাদেরকে চূড়ান্ত কাফির বলে আখ্যায়িত করে যা মোটেই সঠিক নয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন—

من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقربه ولم يحكم به فهو ظالم فاسق.

'যে ব্যক্তি আল্লাহর ফরমানকে অস্বীকার করবে সে কাফির। আর যে ব্যক্তি অস্বীকার করলো না বটে কিন্তু সেই মোতাবেক চললো না সে জালিম ও ফাসিক।'

ইবনে আব্বাস (রা) আরো বলেন—

هي به كفر، ليس بالكفر الذي تذهبون إليه.

"তার কুফরী হচ্ছে এ আয়াতের সঙ্গে–'তোমরা যে দিকে যাচ্ছো'-এর দ্বারা ঐ কুফরী বুঝানো উদ্দেশ্য নয়।"

তাউস (রা) বলেন—

وليس كمن يكفر بالله وملائكته و كتبه ورسله.

"তার কুফরী ঐ ব্যক্তির কুফরীর মতো নয়, যে আল্লাহ, রাসূল ﷺ, কুরআন এবং ফেরেশতাদেরকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে।"

আতা (রা) বলেন—

كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، ليس بكفر ينقل عن الملة.

---

১০১. *সূরা মায়িদা ঃ ৪৪।*

www.pathagar.com

"কুফরীর মধ্যে যেমন কম-বেশি আছে তেমনি যুলম ও ফিসকের মধ্যেও কম-বেশি আছে। এ কুফরীর কারণে সে মিল্লাতে ইসলাম হতে খারিজ হয়ে যাবে না।"১০২

আল্লামা যামাখশারী বলেন—

ومن لم يحكم بما أنزل الله مستهينا به فأولئك هم الكافرون.

"যে ব্যক্তি অবজ্ঞা ভরে আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে না সে কাফের।"*

পরবর্তী দুইটি আয়াতাংশে এ বিষয়ে দুই ধরনের বক্তব্য এসেছে। যেমন—

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون -

"আর যারা আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে না তারা জালিম।"১০৩

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون -

"আর যারা আল্লাহ যে বিধান অবতীর্ণ করেছেন সে বিধান অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে না তারা ফাসিক।"১০৪

উক্ত আয়াত দু'টি প্রমাণ করে যে, প্রথম আয়াতে কুফরী দ্বারা সে কুফরী বুঝানো হয়নি যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অমুসলিম হয়ে যায়।

এ মর্মে রাসূল ﷺ বলেছেন ঃ

من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذى له ذمة الله وذمة رسوله - فلا تحقروا الله فى ذمته-

---

১০২. *তাফসীরে ইবনে কাসীর, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ২০০১, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৮৬।*

*** সাফওয়াতুত তাফাসীর, আল্লামা মুহাম্মদ আলী আস সাবুনী, দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত, লেবানন, ১ম সংস্করণ, ২০০২, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৮৯।

১০৩. *সূরা মায়িদা ঃ ৪৫।*

১০৪. *সূরা মায়িদা ঃ ৪৭।*

www.pathagar.com

"যে ব্যক্তি আমাদের মতো সালাত আদায় করে, আমাদের কিবলার দিকে মুখ করে, আমাদের জবাইকৃত প্রাণী ভক্ষণ করে সে মুমিন। তার ব্যাপারে আল্লাহর রাসূলের জিম্মা রয়েছে। সুতরাং জিম্মা পালনের ক্ষেত্রে তোমরা আল্লাহকে তুচ্ছ জ্ঞান কোর না।"[১০৫]

জ. হুকুম বা বিধান সম্পর্কিত চরম ভুল ও সঠিক দর্শন

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ – إن الحكم الا لله

"আল্লাহ ছাড়া কারো হুকুম নেই।"[১০৬]

এ আয়াতের অর্থ না বোঝার কারণে সিফফিনের যুদ্ধে সালিশ নিযুক্ত করায় তারা আলী, মুয়াবিয়াসহ সকল সাহাবীকে কাফির আখ্যায়িত করে এবং আলী রাদিআল্লাহু আনহু তাদের হাতে নিহত হন।[১০৭]

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু চরমপন্থীদের কথার জবাবে বলেছিলেন ঃ

كلمة حق أريد به باطل يقولون لا امارة، ولابد من امارة من بروفاجر-

"কথাটি ঠিক, কিন্তু তারা বাতিল অর্থ গ্রহণ করেছে। তারা বলছে কোন ইমারত বা প্রতিনিধিত্ব নেই। অথচ ভাল হোক বা মন্দ হোক প্রতিনিধিত্ব আবশ্যক।"[১০৮]

অথচ এ আয়াতের মৌলিক উদ্দেশ্য হলো, বিধানদাতা আল্লাহ তা'আলা এবং চূড়ান্ত ফয়সালাকারীও তিনি। তাঁর সৃষ্টি হিসেবে মানুষ তাঁরই বিধান মেনে

---

১০৫. বুখারী, মিশকাত, হাদীস নং ১৩ 'ঈমান' অধ্যায়।

১০৬. সূরা ইউসুফ ঃ ৪০ ও ৬৭।

১০৭. প্রফেসর ড. ইউসুফ আর-কারাজাভী, আধুনিক যুগ ঃ ইসলাম কৌশল ও কর্মসূচি (ঢাকা ঃ নতুন সফর প্রকাশনী, ২য় প্রকাশ ঃ ২০০৩) পৃষ্ঠা ১২৩।

১০৮. মুহাম্মদ বিন আব্দুল করীম শাহরাস্তানী, আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল, তাহক্বীক ঃ মুহাম্মদ সাইয়েদ কেলানী (বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ, তাবি), ১ম খন্ড, ১২১ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

চলবে। এক্ষেত্রে কেউ প্রজাদের উপর প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করতে পারবেন যদি শরীয়তের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকে।[১০৯]

রাসূল ﷺ-এর বাণী অনুযায়ী এই প্রতিনিধি ভাল বা খারাপ হতে পারে।[১১০]

– ان الحكم الا لله –'আল্লাহ ছাড়া কারো বিধান নেই।' চরমপন্থীরা এই আয়াতের মর্মার্থ না বুঝার কারণেই তারা হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহুসহ আরো কতিপয় সাহাবীকে কাফির আখ্যায়িত করে এবং হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহুকে নির্মমভাবে হত্যা করে।[১১১]

ঝ-১. জিহাদ ও ক্বিতাল সম্পর্কিত ভুল দর্শন

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বাণী ঃ

قاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله –

"তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকো যতদিন না ফিতনা দূরীভূত হয় এবং আল্লাহর দ্বীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।"[১১২]

চরমপন্থীদের মতে, যেকোন ধরনের অবৈধ কর্মকাণ্ডই ফিতনা। সুতরাং সেগুলোকে দূরীভূত করে আল্লাহর দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়ন না করা পর্যন্ত সশস্ত্র সংগ্রাম করতে হবে। কিন্তু তাদের এ ব্যাখ্যাটি ভুল। বরং আয়াতে 'ফিতনা' বলতে কাফির-মুশরিকদের কর্মকাণ্ডের সামগ্রিক প্রভাবকে বুঝানো হয়েছে। এই প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ যতক্ষণ কালেমা তাইয়্যিবার স্বীকৃতি প্রদান না করবে তথা ঈমান না আনবে ততক্ষণ এ সংগ্রাম চলবে।"[১১৩]

---

১০৯. *মিশকাত, হাদীস নং- ৩৬৬১-৬৪ ও হাদীস নং ৩৬৯৪, 'ইমারত' অধ্যায়)*

১১০. *বুখারী, হাদীস নং- ৭০৫২; মুসলিম, হাদীস নং- ৪৭৫২; মিশকাত, হাদীস নং-৩৬৭১, 'নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা' অধ্যায়।*

১১১. *মুসলিম. হাদীস নং ২৪৬৫, মুহাম্মদ বিন আব্দুল করীম শাহরাস্তানী, আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল, তাহক্বীক ঃ মুহাম্মদ সাইয়েদ কেলানী (বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ, তাবি), ১ম খন্ড, ১২১ পৃষ্ঠা।*

১১২. *সূরা বাকারা ঃ ১৯৩।*

১১৩. *তাফসীরে ইবনে কাসীর, ১ম খণ্ড, ২৩৪ পৃষ্ঠা।*

www.pathagar.com

ঝ-২. জিহাদ ও ক্বিতাল সম্পর্কিত সঠিক দর্শন

রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবায়ে কিরাম যতগুলো যুদ্ধ করেছেন কোনটাই আক্রমণাত্মক ছিল না। সবগুলোই ছিল প্রতিরক্ষামূলক। কিন্তু বর্তমান চরমপন্থীরা সেইগুলো প্রয়োগ করছে আক্রমণাত্মক হিসেবে। আর এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, সশস্ত্র সংগ্রাম তখনই ফরয যখন ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন অপশক্তি সশস্ত্রভাবে এগিয়ে আসবে। আল্লাহদ্রোহীরা যেভাবে এগিয়ে আসবে মুসলমানদেরকেও ঠিক সেভাবেই এগিয়ে যেতে হবে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বাণী ঃ

وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين -

"আর লড়াই করো আল্লাহর ওয়াস্তে তাদের সাথে যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে এবং সীমালঙ্ঘন কোর না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।"[১১৪]

কুরআন-হাদীসের বাণীকে সঠিকভাবে উপলব্ধি না করে জিহাদের নামে শান্ত একটি দেশে সন্ত্রাস তথা বোমা হামলা করে বিপর্যয় সৃষ্টি করাই সবচেয়ে বড় ফিতনা। একদা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিআল্লাহু আনহুর নিকট দু'ব্যক্তি এসে বললো, লোকেরা ফিতনা সৃষ্টি করছে অথচ আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্যতম সাথী হওয়া সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে বের হতে আপনাকে কিসে বাধা দিচ্ছে?

উত্তরে তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আমার মুসলিম ভাইয়ের রক্তকে আমার প্রতি হারাম করেছেন। তখন তারা বললো, আল্লাহ কি বলেননি

قاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله -

"যতক্ষণ ফিতনা দূরীভূত না হয় ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো?"

উত্তরে ইবনে উমর রাদিআল্লাহু আনহু বললেন ঃ

قاتلنا حتي لم تكن فتنة وكان الدين لله و أنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله -

---

১১৪. সূরা বাকারা ঃ ১৯০।

www.pathagar.com

"আমরা যুদ্ধ করেছি যতক্ষণ না ফিতনা বিদূরিত হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। আর তোমরা যুদ্ধ করতে চাচ্ছো ফিতনা সৃষ্টির জন্য এবং গাইরুল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য।"[১১৫]

বর্তমানে দেশে জিহাদের নামে যে জঙ্গী তৎপরতা চালানো হচ্ছে, তার ভিত্তি অবশ্যই চরমপন্থী ভ্রান্ত দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ জঙ্গী তৎপরতার সাথে জিহাদের দূরতম কোন সম্পর্ক বা সংশ্লিষ্টতা নেই।

জিহাদ হলো মহান আল্লাহর নির্দেশিত চির শাশ্বত অভ্রান্ত বিধান–যা প্রত্যেক মুসলমানের উপরই ফরয।

'জিহাদ'-এর অর্থ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। আল্লাহর অহীবিরোধী যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে সার্বিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রতিহত করে ইলাহী বিধানকে প্রতিষ্ঠা বা বিজয়ী করার চেষ্টা-সাধনার নাম 'জিহাদ'। মূলতঃ 'জিহাদ' ব্যাপক অর্থবোধক একটি আরবী পরিভাষা–যা কখনো লেখনীর মাধ্যমে, কখনো বাকশক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে, কখনোবা সংঘবদ্ধ শক্তি বা সাংগঠনিকভাবে তীব্র প্রতিবাদের মাধ্যমে যথাযথভাবে পালন করা যায়।

আবার কখনো দেশ বহিঃশত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলে সেই শত্রুর বিরুদ্ধে ইসলামের মর্যাদা ও দেশের সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখতে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে জিহাদের মহান দায়িত্ব পালন করতে হবে। আর এটাই কিতাল বা জিহাদের সর্বোচ্চ চূড়া বা স্তর।

অবশ্য এ দায়িত্ব বিশেষকরে দেশের সরকারের। দেশের সরকার প্রয়োজনে সমগ্র জনতার সাহায্যে সেই আগ্রাসী শক্তিকে প্রতিহত করবে।

জিহাদের উপরিউক্ত স্তরসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল ﷺ অর্থনৈতিক শক্তিকেও জিহাদের অন্যতম মাধ্যম বলেছেন। রাসূল ﷺ বলেছেন ঃ

جاهدوا المشركين بأموالكم و أنفسكم و ألسنتكم -

"তোমরা জিহাদ করো মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমাদের মাল দ্বারা, জান দ্বারা ও জবান দ্বারা।"[১১৬]

---

১১৫. সহীহ বুখারী, ২য় খণ্ড, ৬৪৮ পৃষ্ঠা, তাফসীর অধ্যায়।

১১৬. মিশকাত, হা/৩৮২১, 'জিহাদ' অধ্যায়, উক্ত হাদীসে 'জবান দ্বারা কথা ও কলম উদ্দেশ্য।

www.pathagar.com

'জিহাদ' শব্দের অর্থগত এই ব্যাপকতার কারণে কখনো পিতা-মাতার খেদমত করাকে অন্যতম জিহাদ বলা হয়েছে। কখনো মনোবৃত্তি ও শয়তানের কুমন্ত্রণার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা এবং শাসকের সামনে 'হক কথা' বলাকে সর্বোত্তম জিহাদ বলা হয়েছে ইত্যাদি।

অতএব জিহাদের নামে শান্ত একটি মুসলিম প্রধান দেশে বিভিন্ন অপকর্ম সাধন করা প্রকারান্তরে বিপর্যয় সৃষ্টি করারই নামান্তর। কারণ এর পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। যেমন সহীহ বুখারীতে এসেছে ঃ

عن ابن عمررضى الله عنهما أتاه رجلان- فقالا إن الناس صنعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبى صلى الله عليه وسلم فما يمنعك أن تخرج؟ فقال يمنعني أن الله حرم دم أخر فقالا ألم يقل الله و قاتلوهم حتى لاتكون فتنة؟ فقال قاتلنا حتي لم تكن فتنة ويكون الدين لله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغيرالله-

> "একদা ইবনু উমর রাদিআল্লাহু আনহুর নিকট দু'জন ব্যক্তি এসে বললো, লোকেরা ফিতনা সৃষ্টি করছে, অথচ আপনি উমর রাদিআল্লাহু আনহুর পুত্র এবং রাসূল ﷺ-এর অন্যতম সাথী। তাদের বিরুদ্ধে বের হতে আপনাকে কিসে বাধা দিচ্ছে? তিনি উত্তরে বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমার মুসলিম ভাইয়ের রক্তকে আমার প্রতি হারাম করে দিয়েছেন। তখন তারা বললো, আল্লাহ কি বলেননি, 'যতক্ষণ ফিতনা দূরীভূত না হবে, ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করো?"[১১৭]

তখন ইবনু উমর রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, আমরা যুদ্ধ করেছি যতক্ষণ না ফিতনা দূরীভূত হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। আর তোমরা যুদ্ধ করতে চাচ্ছো ফিতনা সৃষ্টি এবং গাইরুল্লাহ্‌র দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য।[১১৮]

---

১১৭. সূরা বাকারা ১৯৩।

১১৮. সহীহ বুখারী, হা/৪৫১৩, তাফসীরে ইবনে কাসীর, ১/২৩৪ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

চরমপন্থার লক্ষণ বা চেনার উপায়

www.pathagar.com

চরমপন্থার বিভিন্ন লক্ষণ

'চরমপন্থা' চেনার বহু লক্ষণ রয়েছে। এখানে আমরা বিশেষ কিছু লক্ষণ আলোচনার প্রয়াস পাবো।

০১. অন্ধত্ব, পক্ষপাতিত্ব এবং পরমতে অসহিষ্ণুতা

চরমপন্থী বা গোঁড়া ব্যক্তিগণ নিজস্ব অভিমতের উপর একগুঁয়ে হয়ে অটল ও অবিচল থাকে। কোন যুক্তিই তাদেরকে স্বস্ব অবস্থান থেকে টলাতে পারে না। অন্যের মতামত তাদের কাছে অগ্রাহ্য। অন্য মানুষের স্বার্থ-সুবিধা, শরীয়তের উদ্দেশ্য ও যুগের অবস্থার প্রতি তারা দৃষ্টি দেয় না। অন্যের সাথে মতবিনিময় কিংবা নিজের অভিমতকে অন্যের সাথে তুলনা করার জন্যও অন্যের সাথে আলোচনায় রাজি হয় না। তাদের বিবেচনায় যা ভাল কেবল তা অনুসরণেই তারা প্রবৃত্ত হয়। তারা অন্যের মতামত দাবিয়ে রাখা ও উপেক্ষা করার চেষ্টা চালায়। তারা নিজেদেরকেই কেবল নির্ভেজাল, খাঁটি, বিশুদ্ধ এবং অন্যদেরকে ভ্রান্ত বলে মনে করে ও তাদের কঠোরভাবে নিন্দা করে। এমনকি ভিন্নমতেরঃ জন্য প্রতিপক্ষকে জাহিল, স্বার্থান্বেষী, নাফরমান, ফাসেক ইত্যাদি বলেও আখ্যায়িত করে।[১১৯]

০২. কুরআন-সুন্নাহ্‌র উদ্ভট ব্যাখ্যা প্রদান, মর্জি মাফিক ফতোয়াদান

সূক্ষ্ম ও জটিল মাসআলায় তারা নিজেদেরকে যোগ্য-বিশেষজ্ঞ মনে করে তাদের খেয়াল-খুশিমতো ফতোয়া প্রদান করে, তা শরীয়তসম্মত হোক বা না হোক। তারা কুরআন-সুন্নাহর এমন হাস্যকর ব্যাখ্যা দেয় যা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী, আধুনিক ও সমসাময়িক বিদ্বানগণের ব্যাখ্যার পরিপন্থী। কোন কোন ক্ষেত্রে তারা নিজেদেরকে খোলাফায়ে রাশিদীন, সালফে সালেহীন ও সাহাবায়ে কিরামের সমপর্যায়ের মনে করে।[১২০]

---

১১৯. *ইসলামী পুনর্জাগরণ ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা, রূপান্তর, মুহাম্মাদ সানাউল্লাহ আখুঞ্জী, আহসান পাবলিকেশন, ২০০৫/১৪২৬ হিঃ, পৃষ্ঠা ২৯।*

১২০. *আল্লামা ইউসুফ আল কারাদাভী, উপেক্ষা ও উগ্রতার বেড়াজালে ইসলাম, অনুবাদ ঃ ড. মাহফুজুর রহমান, খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৪, পৃষ্ঠা ৩৮।*

www.pathagar.com

০৩. অন্যের উপর নিজের মত চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা

শুধু তাই নয়, তারা তাদের মতামত অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়ার অপচেষ্টায়ও লিপ্ত হয়। তাদের এ তৎপরতা কখনো শক্তি প্রয়োগে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে, কখনো অন্যকে বিদআতী, দ্বীনবিরোধী, কাফির, ভ্রান্তবাদী ইত্যাদি অভিযোগে অভিযুক্ত করার চেষ্টা করে। চিন্তাগত বা বুদ্ধিবৃত্তিক এ সন্ত্রাস সাধারণ সন্ত্রাসের চেয়ে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর ও মারাত্মক।[১২১]

০৪. কঠোর নীতি অবলম্বন

সহজ-সরল পদ্ধতি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সর্বদা কঠোরতা অবলম্বন করা এবং অন্যকেও নিজের মতো আচরণ করতে বাধ্য করতে সচেষ্ট হওয়া যদিও কাজটি শরীয়তসম্মত নয়।[১২২]

আল্লাহভীতি, পরহেজগারিতা ও সতর্কতার কারণে কোন কোন সময় কঠোর মত পোষণ করা যায়, কিন্তু তা অভ্যাসে পরিণত করা অনুচিত। এমনকি যেসব ক্ষেত্রে সহজসাধ্য রীতি-নীতি গ্রহণ করা যায় সেসব ক্ষেত্রেও তা প্রত্যাখ্যান করা ও রুখসত গ্রহণের সুযোগ পেয়েও তা ত্যাগ করে কঠোরতা অবলম্বন করা অনুচিত ও গোঁড়ামী। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر-

"আল্লাহ তোমাদের উপর সহজ বিধান আরোপ করতে চান, কঠোরতা আরোপ করতে চান না।"[১২৩]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

يسروا ولا تعسروا بشروا ولاتنفروا-

---

১২১. *ইসলামী পুনর্জাগরণ ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা, রূপান্তর, মুহাম্মাদ সানাউল্লাহ আখুঞ্জী, আহসান পাবলিকেশন, ২০০৫/১৪২৬ হিঃ, পৃষ্ঠা ৩৮।*

১২২. *ইসলামী পুনর্জাগরণ ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা, রূপান্তর, মুহাম্মাদ সানাউল্লাহ আখুঞ্জী, আহসান পাবলিকেশন, ২০০৫/১৪২৬ হিঃ, পৃষ্ঠা ৩৯-৪১।*

১২৩. *সূরা বাকারা ঃ ১৮৫।*

www.pathagar.com

"তোমরা মানুষের উপর সহজ ব্যবস্থা আরোপ করো, কঠোর ব্যবস্থা আরোপ করো না। আশ্রয় দাও, তাড়িয়ে দিও না।"১২৪

তিনি আরো বলেন ঃ

إن الله يحب أن تؤتي رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه-

"আল্লাহ তা'আলা তাঁর দেয়া রুখসত গ্রহণ করা তেমনিই পছন্দ করেন যেমন গুনাহ করা অপছন্দ করেন।"১২৫

আলোচ্য আয়াত ও হাদীস প্রমাণ করে মানুষের জন্য কোন কাজকে জটিল ও কঠিন করে তোলা কিংবা তার উপরে চাপ সৃষ্টি করা ইসলাম পরিপন্থী। সাথে সাথে ফরয কাজগুলির মতো নফল কাজ সম্পাদন করার প্রতি চাপ দেয়া বাড়াবাড়ির অন্তর্ভুক্ত। ফরয ইবাদতের ব্যাপারে কড়াকড়ি করলেও নফল ইবাদতের ক্ষেত্রে মানুষকে স্বাধীনতা দেয়া প্রয়োজন। এ মর্মে রাসূল ﷺ-এর নিম্নোক্ত হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য ঃ

তালহা ইবনু ওবায়দুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, একদা এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অবশ্য পালনীয় কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি মাত্র পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, যাকাত ও রমযানের রোযার কথা উল্লেখ করেন। অতঃপর লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো, আমার উপর এছাড়া আর কিছু করণীয় আছে কি? জবাবে রাসূল ﷺ বললেন, না। তবে নফল কিছু করতে চাইলে করতে পারো। লোকটি চলে যাওয়ার সময় বললো, আল্লাহর শপথ! আমি এর বেশিও করবো না, কমও করবো না। একথা শুনে রাসূল ﷺ বললেন, যদি সে সত্য কথা বলে থাকে তবে সে সফল হবে। অথবা বলেছিলেন, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।১২৬

---

১২৪. *সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার, হাদীস নং- ৩২৬২।*

১২৫. *আহমাদ, বায়হাকী, তাবারী।*

১২৬. *সহীহ আল-বুখারী।*

www.pathagar.com

নবী করীম ﷺ-এর অন্যতম গুণাবলী ও পরিচিতি হলো ঃ

ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم-

"তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষণা করেন এবং নিষিদ্ধ করেন হারাম বস্তুসমূহ এবং তাদের উপর থেকে ঐ বোঝা নামিয়ে দেন এবং শৃঙ্খল অপসারণ করেন যা তাদের উপর বিদ্যমান ছিল।"১২৭

এ জন্যই রাসূল ﷺ যখন একাকী সালাত আদায় করতেন তখন খুব দীর্ঘসময় ধরে তা করতেন। এমনকি যখন রাতে নামায পড়তেন তখন দীর্ঘক্ষণ নামাযে দাঁড়িয়ে থাকার কারণে তাঁর পা ফুলে যেত। কিন্তু যখন তিনি ইমামতি করতেন তখন নাতিদীর্ঘ করে পড়তেন মুক্তাদীদের অবস্থা ও সমস্যার প্রতি খেয়াল করে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ

فأيكم أم الناس فليوجز- فإن فيهم الضعيف والكبير و ذا الحاجة -

"তোমরা কেউ যখন মানুষের ইমামতি করবে তখন তোমরা নামাযকে হালকা করবে। কারণ তাদের মধ্যে দুর্বল, রুগ্ন ও বৃদ্ধ লোক রয়েছে। আর যখন তোমরা একাকী নামায পড়বে তখন যত ইচ্ছা দীর্ঘ করবে।"১২৮

০৫. নির্দয় ও কঠোরতা

চরমপন্থার অন্যতম লক্ষণ হচ্ছে যেখানে কঠোরতা আরোপের প্রয়োজন নেই সেখানে কঠোর নীতি অবলম্বন করা। গোঁড়া ও চরমপন্থীরা স্থান-কাল বিবেচনা না করে যেখানে সেখানে বাড়াবাড়ি ও কড়াকড়ি করে থাকে।১২৯

---

১২৭. সূরা আরাফ ঃ ১৫৭।

১২৮. বুখারী ঃ অধ্যায় ঃ কাযী কি রাগান্বিত অবস্থায় বিচারকার্য পরিচালনা করবেন, হাদীস নং ৬৬২৬।

১২৯. ইসলামী পুনর্জাগরণ ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা, রূপান্তর, মুহাম্মাদ সানাউল্লাহ আখুঞ্জী, আহসান পাবলিকেশন, ২০০৫/১৪২৬ হিঃ, পৃষ্ঠা ৩২।

www.pathagar.com

যেমন অনৈসলামী রাষ্ট্রে বা বিন দেশে কিংবা নওমুসলিমদের সাথে কিংবা নতুন তাওবা -কারীদের প্রতি কঠোরতা আরোপ করা। অথচ এসব ক্ষেত্রে ইসলামের মৌলিক বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেয়া আবশ্যক। এসব লোকদের সাথে অমৌলিক বিষয়গুলোতে এবং ইখতিলাফী মাসয়ালায় সহজ আচরণ করা উচিত এবং جزئيات (শাখা-প্রশাখার পরিবর্তে كليات মৌলিক বিষয়সমূহ)-এর উপর গুরুত্ব দেয়া আবশ্যক। সুতরাং প্রথমে তাদের আকীদা শুদ্ধ করতে হবে। তা শুদ্ধ হয়ে গেলে অতঃপর তাদেরকে ইসলামের অন্যান্য আরকান তথা ফরযসমূহের দাওয়াত দিতে হবে। অতঃপর ঈমানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার, তারপর ইহসানের দাওয়াত দিতে হবে।[১৩০]

যেমন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হযরত মুয়ায রাদিআল্লাহু আনহুকে ইয়েমেনে পাঠানোর প্রাক্কালে তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন ঃ

إنك تأتى قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإن هم أطاعوا ذلك فأعلمهم إن الله قد فرض عليهم خمس صلوات فى اليوم والليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم-

"তুমি আহলে কিতাবের এক কওমের কাছে যাচ্ছ। প্রথমে তাদেরকে একথা সাক্ষ্যদানের প্রতি দাওয়াত দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ্য নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর রাসূল। যদি তারা তা মেনে নেয় তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ তাদের উপর প্রতি দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। একথাও যদি তারা মেনে নেয় তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন–যা তাদের ধনীদের কাছ থেকে আদায় করা হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করা হবে।"[১৩১]

---

১৩০. *আল্লামা ইউসুফ আল কারাদাভী, উপেক্ষা ও উগ্রতার বেড়াজালে ইসলাম, অনুবাদ ঃ ড. মাহফুজুর রহমান, খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৪, পৃষ্ঠা ৪২।*

১৩১. *সহীহ বুখারী, কিতাবুত তাওহীদ, হাদীস নং ৬৮২৪, মিশকাত, হাদীস নং ১৭৭২, 'যাকাত' অধ্যায়, পৃষ্ঠা ৫৫৫।*

www.pathagar.com

এ হাদীসে ধীরে ধীরে দাওয়াতে অগ্রসর হতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রথমে মৌলিক বিষয়ের দাওয়াত দিতে বলা হয়েছে, আর তাহলো আল্লাহর তাওহীদ ও মুহাম্মাদ ﷺ-এর রিসালতের সাক্ষ্যদান। যদি তারা এ দাওয়াতে সাড়া দেয়, তখন তাদেরকে দ্বিতীয় রুকনের দিকে দাওয়াত দিতে বলা হয়েছে, আর তাহলো নামায। যদি তাও গ্রহণ করে নেয় তখন তৃতীয় রুকনের দিকে অগ্রসর হওয়ার কথা বলা হয়েছে। আর তাহলো যাকাত।

০৬. অশিষ্টতা ও দুর্ব্যবহার

মানুষের প্রতি আচার-ব্যবহারে কঠোরতা, অশিষ্টতা, অশালীনতা, কথাবার্তায় কর্কশতা এবং আচরণে অভদ্রতা গোঁড়ামী ও চরমপন্থার আরেকটি লক্ষণ বা অভিব্যক্তি।১৩২

অথচ এ ধরনের ব্যবহার কুরআন-হাদীস পরিপন্থী। কেননা আল্লাহ তা'আলা সুকৌশলে ও উত্তম ভাষায় ইসলামের প্রতি মানুষকে আহবান করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন ঃ

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن -

"আপনি আপনার পালনকর্তার পথের দিকে মানুষকে সুকৌশলে আহবান জানান এবং সদুপদেশ ও উত্তম পন্থায় তাদের সাথে আলোচনা করুন।"১৩৩

মহানবী ﷺ-এর আচার-ব্যবহার সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم -

"তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকে একজন রাসূল এসেছেন। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার কাছে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়।"১৩৪

---

১৩২. *ইসলামী পুনর্জাগরণ ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা, রূপান্তর, মুহাম্মাদ সানাউল্লাহ আখুঞ্জী, আহসান পাবলিকেশন, ২০০৫/১৪২৬ হিঃ, পৃষ্ঠা ৪৪-৪৫।*

১৩৩. *সূরা নাহল ঃ ১২৫।*

১৩৪. *সূরা তাওবা ঃ ১২৮।*

www.pathagar.com

সাহাবীদের সাথে রাসূল ﷺ-এর ব্যবহার সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لا انفضوا من حولك-

"আল্লাহর রহমতে তুমি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছিলে। যদি তুমি তাদের প্রতি রূঢ় ও কঠিন হৃদয় হতে তাহলে তারা তোমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো।"[১৩৫]

০৭. মানুষের প্রতি কুধারণা পোষণ করা

গোঁড়ামী ও উগ্রপন্থার আরেকটি অভিব্যক্তি হলো নিজেদের দলের লোক ছাড়া অন্যদের প্রতি কুধারণা পোষণ করা এবং তাদেরকে বাঁকা দৃষ্টিতে দেখা। তাদের ভাল কাজকে গোপন করে মন্দ কাজগুলিকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে জনসমক্ষে প্রদর্শন করা। তারা সর্বদা অন্যের প্রতি কু-ধারণা পোষণ করে এবং সাধারণ কারণে অন্যকে অভিযুক্ত করে। তাদের কাছে অন্যের ওজর-আপত্তি গ্রহণযোগ্য নয়। সর্বদা তারা অন্যের ত্রুটি খুঁজে বেড়ায় এবং তাদের ভুল-ভ্রান্তিকে ফলাও করে প্রচার করে। অন্যের ভুলকে 'অপরাধ' বানায় এবং অপরাধকে 'কুফরী' বানিয়ে ছাড়ে।[১৩৬]

তাদের এ কুধারণা শুধু সাধারণ লোক পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়। তারা বিশিষ্ট লোকদের সম্পর্কেও কুধারণা পোষণ করে থাকে। তাদের এ কুধারণা থেকে কোন ফকীহ, মুফাসসির, মুহাদ্দিস কেউই বাদ যায় না। যারাই তাদের মতের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় তাদেরকেই তারা নাফরমান, বিদআতী, সুন্নাতের অমর্যাদাকারী ইত্যাদি বলে আখ্যায়িত করে এবং তাদের প্রতি কুধারণা পোষণ করে থাকে।

০৮. সন্দেহ ও অবিশ্বাস

সন্দেহ ও অবিশ্বাস গোঁড়ামী ও চরমপন্থার একটি লক্ষণ। তারা তাৎক্ষণিকভাবে যেকোন মানুষকে অবিশ্বাস করে বসে এবং তার প্রতি সন্দেহ

---

১৩৫. সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫৯।

১৩৬. আল্লামা ইউসুফ আল কারাদাভী, উপেক্ষা ও উগ্রতার বেড়াজালে ইসলাম, অনুবাদ ঃ ড. মাহফুজুর রহমান, খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৪, পৃষ্ঠা ৫০-৫১।

www.pathagar.com

পোষণ করে। তাদের চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণার পরিপন্থী কথা কেউ বললেই তার প্রতি তারা সন্দেহের বাণ বর্ষণ করতে দ্বিধা করে না। তাদের এ সন্দেহ থেকে আলিম, ফকীহ, জীবিত, মৃত কেউই বাদ যায় না। তাদের দর্শনের বাইরে গেলেই তারা ইহুদী, জাহামী, মুতাযেলী ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করে।[১৩৭]

০৯. 'কাফের' ফতোয়া দানের প্রবণতা

যখন অন্যের মান-মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করে তার জান-মালকে বৈধ মনে করা হয় তখন গোঁড়ামী ও চরমপন্থা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে। অন্যের কোন মান-সম্মান আছে বলে মনে করা হয় না। আর এটা তখন হয়ে থাকে যখন অন্যকে 'কাফির' বলা হয় এবং মুসলিমকে ইসলামের বাইরে চলে গেছে বা আদৌ মুসলমানই নয়– বলে দাবি করা হয়। এটাই উগ্রপন্থা বা চরমপন্থার চূড়ান্ত পর্যায়। এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা চরমপন্থীকে এক মেরুতে আর গোটা উম্মাহকে অন্য মেরুতে অবস্থান করায়।[১৩৮]

ইসলামের প্রথম যুগে খারেজীরা এ ধরনের উগ্রপন্থী মতবাদ গ্রহণ করেছিল। তারা ইবাদত দৃঢ়তার সাথে আদায় করতো। কিন্তু তাদের চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণায় ছিল ফাসাদের উপকরণ। তাদের অপকর্ম -গুলিকে তারা ভাল মনে করেছে। আর পার্থিব জীবনে তাদের সকল কর্ম বিনষ্ট হয়েছে, তথাপি তারা মনে করেছে যে, তারা ভাল কাজ করছে।

তাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূল ﷺ বলেন ঃ

يقرأون القرآن لايجاوز حلاقيمهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، لايعودون فيه، هم شر الخلق والخليقة -

---

১৩৭. *ইসলামী পুনর্জাগরণ ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা, রূপান্তর, মুহাম্মাদ সানাউল্লাহ আখুঞ্জী, আহসান পাবলিকেশন, ২০০৫/১৪২৬ হিঃ, পৃষ্ঠা ৩৭।*

১৩৮. *আল্লামা ইউসুফ আল কারাদাভী, উপেক্ষা ও উগ্রতার বেড়াজালে ইসলাম, অনুবাদ ঃ ড. মাহফুজুর রহমান, খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৪, পৃষ্ঠা ৫৪-৫৫।*

www.pathagar.com

"তারা কুরআন তিলাওয়াত করবে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তীর যেমন ধনুক থেকে বেরিয়ে যায় তারাও অনুরূপ দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাবে। অতঃপর তারা আর ইসলামে ফিরে আসবে না। তারা সৃষ্টির মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট।"১৩৯

মহানবী ﷺ আরো বলেন ঃ

تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم، ويقرءون القرأن لايجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ... يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان -

"তোমরা তাদের সালাতের তুলনায় নিজেদের সালাতকে, তাদের রোযার তুলনায় নিজেদেরকে রোযাকে, তাদের আমলের তুলনায় নিজেদের আমলকে তুচ্ছজ্ঞান করবে। তারা কুরআন তিলাওয়াত করবে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে না। তীর যেমন ধনুক থেকে বেরিয়ে যায় তারা তেমনি দ্বীন হতে বেরিয়ে যাবে।... তারা মুসলমানদের হত্যা করবে এবং পৌত্তলিকদের ছেড়ে দিবে।"১৪০

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেছেন ঃ

يأتى أخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كماتمرق السهم من الرمية، لايجاوز إيمانهم حناجرهم-

---

১৩৯. ইমাম মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ (র) সহীহ মুসলিম, ভাষ্যকার-আল্লামা মুহিউদ্দীন আল নববী, আল মিনহাজ শরহ সহীহ মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, (বৈরুত ঃ দারুল মা'রিফা, তৃতীয় সংস্করণ ঃ ১৯৯৬/১৪১৭ হিঃ) ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৪৩, হাদীস নং ২৪৬৬, যাকাত অধ্যায়, 'খারেজিরা নিকৃষ্ট' অনুচ্ছেদ।

১৪০. সহীহ বুখারী, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৫০৫৮, কুরআনের ফজিলত অধ্যায়, সহীহ মুসলিম, ১ম খণ্ড, যাকাত অধ্যায়, হাদীস নং- ২৪৫৩, ২৪৪৮।

www.pathagar.com

"শেষ যুগে একদল তরুণ বয়সী নির্বোধ ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে, যারা উত্তম কথা বলবে। তারা ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর ধনুক থেকে বের হয়ে যায়। তাদের ঈমান কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না।"১৪১

১০. কঠোরতা ও দুর্ব্যবহার

গোঁড়ামী ও চরমপন্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো মানুষের সাথে আচার-ব্যবহারে কঠোরতা, কথাবার্তা ও বাকশৈলীতে কর্কশতা এবং দাওয়াতী কাজে অভদ্র আচরণ করা—যা আল্লাহ্‌র হেদায়েত ও রাসূল ﷺ-এর সুন্নতের বিরোধী।

আল্লাহ আমাদেরকে নির্বুদ্ধিতা নয়–সুকৌশলে, কড়া ভাষায় নয়–উত্তম ওয়াজের মাধ্যমে দাওয়াত দানের নির্দেশ দিয়েছেন এবং সর্বোত্তম পদ্ধতিতে বিতর্ক করতে বলেছেন।

أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن -

"আপনি আপনার পালনকর্তার পথের দিকে দাওয়াত দিন সুকৌশলে, উত্তম ওয়াজের মাধ্যমে ও তাদের সাথে উপযুক্ত পন্থায় বিতর্ক করে।"১৪২

আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ-এর পরিচয় দেন নিম্নোক্ত ভাষায় ঃ

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم-

"তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তাঁর পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি কোমল হৃদয়, দয়াময়।"১৪৩

---

১৪১. *সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৩৬১১, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৬৯৩০, সহীহ মুসলিম, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ২৪৫৯।*

১৪২. *সূরা নাহল ঃ ১২৫।*

১৪৩. *সূরা তাওবা ঃ ১২৮।*

www.pathagar.com

রাসূল ﷺ-এর সাথে তাঁর সাহাবীদের সম্পর্ক বর্ণনার পরে রাসূল ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك -

"আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি রূঢ় ও কঠিন হৃদয় হতেন তাহলে তারা আপনার পাশ থেকে দূরে সরে যেত।"[১৪৪]

দাওয়াতের ক্ষেত্রে কঠোর হওয়ার বা কর্কশ ব্যবহারের কোন স্থান নেই। সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে—'আল্লাহ্ তা'আলা সব ব্যাপারে নম্রতা পছন্দ করেন।'[১৪৫]

অন্য এক সাহাবীর উক্তিতে আছে—'যে লোক সৎকাজের নির্দেশ দেন তার এ নির্দেশ দানও যেন ভদ্রতার সাথে হয়।'

অন্য এক হাদীসে রাসূলে আকরাম ﷺ বলেছেন—'নম্রতা যে জিনিসে প্রবেশ করেছে সে জিনিসকে সুন্দর করেছে। আর কঠোরতা যে জিনিসে প্রবেশ করেছে সে জিনিসকে নিন্দিত ও ঘৃণিত করেছে।'[১৪৬]

১১. বড় বড় সমস্যা বাদ দিয়ে ছোট-খাটো বিষয়ে মতদ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়া

জ্ঞানের অগভীরতার আরেক প্রমাণ এবং দ্বীনি জ্ঞানের অপরিপক্বতার আরেক অভিব্যক্তি হলো এদের অনেকেই ছোট-খাটো বিষয় ও সাধারণ ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত থাকেন—এমন সব বড় বড় বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না যা জাতির অস্তিত্ব, চাওয়া-পাওয়া ও লক্ষ্যের সাথে সম্পৃক্ত।

---

১৪৪. সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫৯।

১৪৫. সূত্র ঃ বুখারী ঃ কিতাবুল আদাব, হাদীস নং ৫৫৬৫।

১৪৬. আবু দাউদ ঃ কিতাবুল আদাব, হাদীস নং ৪১৮৪।

www.pathagar.com

১২. হারাম ফতোয়া দানে বাড়াবাড়ি করা

জ্ঞানের স্বল্পতা ও দ্বীনি-ফিকহ বা ব্যুৎপত্তিতে অপরিপক্বতা এবং শরীয়তি জ্ঞানের অপূর্ণতার একটা বড় প্রমাণ হলো সর্বদা সংকীর্ণতা ও কঠোরতা অবলম্বন এবং 'হারাম' বলার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা। কুরআন-হাদীস ও সালফে সালেহীন কর্তৃক হারামের পরিধি বিস্তৃত করতে নিষেধ থাকা সত্ত্বেও তা বিস্তৃত করা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

ولاتقولوا لم تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب - ان الذين يفترون على الله الكذب لايفلحون -

"তোমাদের মুখ থেকে সাধারণতঃ যেসব মিথ্যা বের হয়ে আসে তেমন করে তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে বলো না যে, এটা হালাল এবং ওটা হারাম। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে তারা কৃতকার্য হবে না।"[১৪৭]

১৪৭. সূরা নাহল ঃ ১১৬।

www.pathagar.com

চরমপন্থীদের সম্পর্কে
মহানবী (সা)-এর ভবিষ্যদ্বাণী

www.pathagar.com

বিশ্বনবী মুহাম্মদ ﷺ চরমপন্থীদের সম্পর্কে ছিলেন খুবই সোচ্চার। ইসলামের মধ্যে একগুঁয়েমী ও উগ্রতার সৃষ্টি করে তারা যে ইসলাম ও মুসলমানদের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করবে সে সম্পর্কে তিনি কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। তারা যে ইসলাম ও মুসলমানদের চিরন্তন শত্রু এ ব্যাপারে রাসূল ﷺ এত অধিকবার ভয় প্রদর্শন করেছেন যে, এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যাধিক্য মুতাওয়াত্বির পর্যায়ে পৌঁছেছে।১৪৮

আবু যর রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

إن بعدى من أمتى أو سيكون بعدى من أمتى قوم يقرأون القرآن لايجاوز حلاقيمهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، ثم لايعودون فيه، هم شر الخلق والخليقة -

"নিশ্চয়ই আমার পরে আমার উম্মতের মধ্যে (অথবা বলেছেন, অচিরেই আমার পরে আমার উম্মতের মধ্যে) এমন একটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটবে, যারা কুরআন তিলাওয়াত করবে কিন্তু তাদের কণ্ঠনালী তা অতিক্রম করবে না। তারা ইসলাম থেকে অনুরূপ তীব্র গতিতে বের হয়ে যাবে যেমন তীর ধনুক থেকে বের হয়ে যায়। অতঃপর তারা আর ইসলামে ফিরে আসবে না। তারাই সৃষ্টির সর্বনিকৃষ্ট।"১৪৯

আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ

يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، ويقرءون القرآن لايجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق

---

১৪৮. আহমাদ, হাফেয ইমাদুদ্দীন আবুল ফেদা ইসমাঈল ইবনু কাসীর আদ-দিমাস্কী ঃ আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, কায়রো ঃ দারুর রাইয়ান, ১৪০৮ হিঃ/১৯৮৮ খৃঃ, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০১।

১৪৯. ইমাম হাফেয আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আন-নিশাপুরী ঃ সহীহ মুসলিম, ব্যাখ্যা ঃ ইমাম মুহিউদ্দীন আন-নববী, আল-মিনহাজ শরহু সহীহ মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ, তৃতীয় প্রকাশ ঃ ১৯৯৬ খ্রিঃ/১৪১৭ হিঃ), 'যাকাত' অধ্যায় ঃ 'খারেজী চরমপন্থীরা সর্বনিকৃষ্ট' অনুচ্ছেদ।

www.pathagar.com

السهم من الرمية.. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد-

"তোমাদের মধ্যে একটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হবে। তোমরা তাদের সালাতের তুলনায় তোমাদের সালাতকে অতি তুচ্ছ মনে করবে, তাদের সিয়ামের তুলনায় তোমাদের সিয়ামকে এবং তাদের আমলের তুলনায় তোমাদের আমলকে তুচ্ছজ্ঞান করবে। তারা কুরআন তিলাওয়াত করবে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা ইসলাম থেকে এমন তীব্র গতিতে বের হয়ে যাবে, যেমন তীর ধনুক থেকে বের হয়ে যায়। তারা মুসলমানদেরকে হত্যা করবে এবং মূর্তিপূজকদের ছেড়ে দিবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি যদি তাদের পেতাম তাহলে 'আদ' সম্প্রদায়ের ন্যায় হত্যা করে সমূলে উৎখাত করে দিতাম।"১৫০

আলী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ

يأتى فى آخرالزمان قوم، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لايجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة -

"শেষ জমানায় একদল তরুণ বয়সী নির্বোধদের আবির্ভাব হবে, যারা পৃথিবীর সর্বোত্তম কথা বলবে। তারা ইসলাম থেকে অনুরূপ দ্রুত গতিতে বের হয়ে যাবে, যেমন তীর ধনুক থেকে বের হয়ে যায়। তাদের ঈমান তাদের

১৫০. *মুত্তাফাক আলাইহ, ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল আল-বুখারী ঃ সহীহুল বুখারী (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, 'কুরআনের ফযীলত' অধ্যায় ও 'নবীদের কাহিনী' অধ্যায়, মুসলিম 'যাকাত' অধ্যায়, মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আল-খতীব আত-তিবরীযী, মিশকাতুল মাসাবীহ, তাহকীক ঃ মুহাম্মদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ ১৯৮৫/১৪০৫), 'ফাযায়েল' অধ্যায়, 'মু'জিযার বর্ণনা' অনুচ্ছেদ।*

www.pathagar.com

কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তোমরা তাদেরকে যেখানেই পাবে সেখানেই হত্যা করবে। কারণ যে তাদেরকে হত্যা করবে তার জন্য কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট অশেষ নেকী রয়েছে।"[১৫১]

মহানবী ﷺ-এর যুগে চরমপন্থীদের আত্মপ্রকাশ

চতুর্থ খলিফা আলী রাদিআল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে চরমপন্থী খারেজীদের বিকাশ ঘটলেও রাসূল ﷺ-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁর যুগের শেষ দিকেই এদের উত্থান হয়েছিল। পৃথিবীতে শান্তি-শৃঙলার সুবাতাস যখন প্রবাহমান, শান্তি-শৃঙ্খলা যখন প্রতিষ্ঠিত সবখানে তখনই সর্বগ্রাসী চরমপন্থী মতবাদের হিংস্রতা প্রকাশ পেয়েছিল স্বয়ং মুহাম্মদ ﷺ-কে লক্ষ্য করেই। ইয়ামেন থেকে আলী রাদিআল্লাহু আনহু কর্তৃক প্রেরিত গনীমতের মাল রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বণ্টন করছিলেন তখন চরমপন্থীদের তৎকালীন নেতা বনু তামীম গোত্রের 'যুল-খুওয়াইসের' নামক জনৈক ব্যক্তি সে বণ্টনে সন্ধিহান হয়ে বলেছিল ঃ

يامحمد اتق الله، فقال: من يطيع الله إذا عصيته -

"হে মুহাম্মাদ! আল্লাহকে ভয় করো। রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তরে বলেছেন— আমিই যদি আল্লাহর অবাধ্যতা করি, তবে আর কে তাঁর আনুগত্য করবে?"[১৫২]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, সে বলেছিল ঃ - اعدل يا رسول الله

"হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনি ইনসাফ করুন।"[১৫৩]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন উত্তরে বলেছিলেন ঃ

ويحك فمن يعدل إذا لم أعدل؟ ثم قال لأبي بكر:
أقتله، فمضى ورجع، فقال: يارسول الله رأيته راكعا،

---

১৫১. বুখারী, হা/৩৬১১, ১/৫১০ পৃষ্ঠা ও হা/৬৯৩০, ২/১০২৪ পৃষ্ঠা, মুসলিম, হা/২৪৫৯, ১/৩৪২ পৃষ্ঠা।

১৫২. আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, কায়রো ঃ দারুর রাইয়ান, ১৪০৮ হিঃ/১৯৮৮ খৃঃ, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১০।

১৫৩. সহীহ মুসলিম হা/২৪৫৩, ৭/১৬৫পৃষ্ঠা, 'যাকাত অধ্যায়', আহমাদ, আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, ৭/৩১১ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

ثم قال لعمر: اقتله، فمضى ثم رجع، فقال: يا رسول الله رأيته ساجدا ثم قال لعلى: أقتله، فمضى ثم رجع، فقال: يا رسول الله لم أره، فقال رسول الله لو قتل هذا ما اختلف إثنان فى دين الله -

"তোমার ধ্বংস হোক! আমিই যদি বণ্টনে ইনসাফ না করি তবে কে ইনসাফ করবে? অতঃপর তিনি আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহুকে বললেন, যাও তাকে হত্যা করো। তিনি হত্যা করার জন্য গেলেন এবং ফিরে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমি তাকে সালাতে রুকূ করা অবস্থায় দেখলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উমর রাদিআল্লাহু আনহুকে বললেন, তুমি তাকে হত্যা করো। তিনি তাকে হত্যা করার জন্য গেলেন কিন্তু ফিরে এসে বললেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমি তাকে সিজদা অবস্থায় দেখলাম। তারপর রাসূল ﷺ আলী রাদিআল্লাহু আনহুকে বললেন, তাকে হত্যা করো। তিনিও ফিরে এসে বললেন, রাসূল ﷺ! আমি তাকে পেলাম না। তখন রাসূল ﷺ বললেন, যদি এই ব্যক্তি আজ নিহত হতো তবে আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে দ্বিতীয় কেউ মতানৈক্য সৃষ্টি করতে পারতো না।" *১৫৪*

সাহাবীগণের যুগ চরমপন্থীদের অবস্থা

অতঃপর রাসূল ﷺ-এর ইন্তিকাল-পরবর্তী সংকটময় মুহূর্তে ইসলামবিরোধী যাবতীয় চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রথম খলিফা আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহুর সুদৃঢ় অবস্থানের কারণে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে কঠোর ও আপোসহীন খলিফা উমর রাদিআল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে পরোক্ষভাবেও চরমপন্থীরা মাথাচাড়া দিতে পারেনি। কিন্তু 'আবু লু'লু' নামক জনৈক অগ্নিপূজক বাহ্যিকভাবে মুসলমান হয়ে একসময় মদীনায় প্রবেশ করে এবং ২৩ হিজরীর ২৬ যিলহজ্জ তারিখে উমর রাদিআল্লাহু আনহু যখন ইমাম হয়ে ফজরের সালাত আদায়ে

১৫৪. মুহাম্মদ বিন আব্দুল করীম শাহরাস্তানী, আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল, তাহক্বীক ঃ মুহাম্মদ সাইয়েদ কেলানী (বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ, তাবি), ১/১১৬ পৃষ্ঠা, টীকা-১।

www.pathagar.com

রত তখন তাঁকে হত্যা করার জন্য ছদ্মবেশী হয়ে সে প্রথম কাতারে দাঁড়ায়। অতঃপর সুযোগ বুঝে সে তীক্ষ্ণ তরবারি দ্বারা তিন বা ছয়বার তাঁর কোমরে আঘাত করলে তিন দিন পর তিনি শাহাদাত বরণ করেন। ফলে চরমপন্থী তৎপরতার পুনরুত্থান ঘটে।

উল্লেখ্য, সেদিন সে আরো ১৩ জনকে আঘাত করে। তার মধ্যে ৯ জন সাহাবী শহীদ হন। তবে ঘাতক আবু লু'লু পালিয়ে যেতে না পেরে নিজের অস্ত্র দ্বারাই সে আত্মহত্যা করে।[১৫৫]

উক্ত মর্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় মুসলিম শক্তিকে দুর্বল মনে করে চরমপন্থীরা আবার সংগঠিত হয় এবং তৃতীয় খলিফা উসমান রাদিআল্লাহু আনহুর নম্রতা ও সরলতার সুযোগে পরোক্ষভাবে তারা নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড তীব্র গতিতে চালাতে থাকে।

'আব্দুল্লাহ বিন সাবা' নামক জনৈক ইহুদী প্রকাশ্যে মুসলমান হলেও গোপনে ইহুদী ধর্মের উপর অটল থেকে মুসলমানদের মাঝে আসন গাড়ে। সে উসমান রাদিআল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে কিছু মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করে চরমপন্থী গ্রুপকে উসকানি দিতে থাকে। যথা ঃ

১. মুহাম্মাদ ﷺ যেমন নবীদের ধারাবাহিকতার সমাপ্তকারী তেমনি আলী রাদিআল্লাহু আনহুও সর্বশেষ অছি। সুতরাং উসমানের চেয়ে আলীই খেলাফতের বেশি হকদার।

২. পবিত্র কুরআনের পরিত্যক্ত সহীফাসমূহ পুড়িয়ে দেয়া।

৩. মর্যাদাশীল জ্ঞানী সাহাবীগণকে বাদ দিয়ে নিজের আত্মীয় -স্বজনকে রাষ্ট্রের উচ্চপদে চাকরি দেয়া।

৪. স্বজনপ্রীতি স্বরূপ নিকটাত্মীয়দেরকে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে অধিক সম্পদ প্রদান করা প্রভৃতি।[১৫৬]

---

১৫৫. *মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব ঃ মুখতাছার সীরাতির রাসূল ﷺ (দামেস্ক, মাকতাবাতু দারিল ফীহা, ১৯৯৪ খ্রিঃ/১৪১৪ হিঃ), পৃষ্ঠা ৬২২, আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, ৭/১৪১-৪২ পৃষ্ঠা, আত-তারীখুল ইসলামী, পৃষ্ঠা ১৯২-৯৩।*

১৫৬. *আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, কায়রো ঃ দারুর রাইয়ান, ১৪০৮ হিঃ/১৯৮৮ খৃঃ, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭৪ ও ১৭৮, মুখতাছার সীরাতির রাসূল ﷺ, পৃষ্ঠা ৬২৬।*

www.pathagar.com

উক্ত মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে ইহুদী আব্দুল্লাহ বিন সাবা দীর্ঘদিন প্রচারণা চালিয়ে মিশর, কূফা ও বসরার সাধারণ মুসলমানদেরকে উসমান রাদিআল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে।

একদা ওসমান রাদিআল্লাহু আনহুর নিকট উক্ত অভিযোগসমূহ পেশ করা হয়। তখন তিনি জনসম্মুখে সকল অভিযোগ খণ্ডন করলে সবকিছুই মিথ্যা প্রমাণিত হয় এবং প্রকৃত মুসলমানরা মর্মাহত হয়ে ফিরে যায়। আর ইহুদী ক্রীড়নকরা মদীনায় থেকে যায়।[১৫৭]

ইহুদী আবদুল্লাহ বিন সাবা উসমান রাদিআল্লাহু আনহুকে খেলাফতের দায়িত্ব থেকে অপসারণ করার জন্য দীর্ঘকাল জোর প্রচেষ্টা চালায়। অবশেষে খলিফাকে হত্যা করার জন্য সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে।

উপরিউক্ত অঞ্চলসমূহ থেকে যেন বিদ্রোহীরা সত্বর মদীনায় একত্রিত হয় সেজন্য সে পত্র প্রেরণ করে এবং দ্বীনকে সাহায্য করার জন্য উসমানকে হত্যা করাই আজকের দিনের সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ বলে ঘোষণা দেয়।

ফলে ৩৫ হিজরীর শাওয়াল মাসে মিশর, কূফা ও বসরা থেকে নরপশুরা রওয়ানা হয়। বিশেষকরে কেবল মিশর থেকেই প্রায় ৬০০ থেকে ১০০০ বিদ্রোহী মদীনা অভিমুখে যাত্রা করে।

মুসলমানগণ তাদের ষড়যন্ত্র অনুধাবন করতে পারবে এই আশংকায় তারা মানুষের মাঝে বলতে থাকে যে, তারা কেবল হজ্জ করার জন্যই এসেছে। অতঃপর আলী রাদিআল্লাহু আনহু কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হলেও পরে অনুমতি প্রার্থনা করে মদীনায় প্রবেশ করে।[১৫৮]

তারা মদীনায় ঢুকে কৌশলে উসমান রাদিআল্লাহু আনহুর বাড়ি অবরোধ করে। প্রথমে তারা তাঁকে মসজিদে নববীতে সালাত আদায়ের সুযোগ দেয়। তারাও তাঁর পিছনে সালাত আদায় করে। অতঃপর জুমআর সালাতের খুতবা দেয়ার সময়ে তাঁকে নির্মমভাবে আঘাত করলে তিনি মিম্বর থেকে পড়ে যান এবং জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।

---

১৫৭. আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, কায়রো ঃ দারুর রাইয়ান, ১৪০৮ হিঃ/১৯৮৮ খৃঃ, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭৮ ও ১৭৯।

১৫৮. আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, কায়রো ঃ দারুর রাইয়ান, ১৪০৮ হিঃ/১৯৮৮ খৃঃ, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮০-১৮১।

www.pathagar.com

অতঃপর তারা ওসমান রাদিআল্লাহু আনহুর বাড়ি অবরোধের উপর আরো কঠোরতা আরোপ করে। তারা তাঁর বাড়ির যাতায়াতের সকল রাস্তা রুদ্ধ করে দেয়, মসজিদে সালাত আদায় করা হতে বাধা দেয়, মুসলমানদের জন্য প্রচুর অর্থে তাঁরই ক্রয় করে দেয়া 'রুমা' কূপ থেকে পানি পান করা নিষিদ্ধ করে।

অতঃপর দীর্ঘ চল্লিশ বা সাতচল্লিশ দিন অবরোধ করে রেখে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর মজলুম অবস্থায় ইসলামের এমন একজন মহান খলিফাকে অবর্ণনীয় আঘাতে চরমপন্থী খারেজীরা হত্যা করে। তারা ঘরের দরজা খুলতে না পেরে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে, কেউ জানালা ভেঙ্গে প্রবেশ করে। রোযাদার অবস্থায় পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ১৩৭ নং আয়াত পাঠ করাকালীন সময়ে 'গাফেকী বিন হারব' নামক নরঘাতক তাঁর মুখমণ্ডলে ও মাথার অগ্রভাগে অস্ত্রাঘাত করে।[১৫৯]

রক্তের ফিনকি – فسيكفيكهم الله وهوالسميع العليم (তোমার জন্য তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহই যথেষ্ট। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ)–এই আয়াতের উপর পড়লে ঐ নরঘাতক কুরআনকে পদাঘাত করে আছড়িয়ে ফেলে দেয়।

উসমান রাদিআল্লাহু আনহুর শোণিতধারায় সেদিন পবিত্র কুরআন রঞ্জিত হয়। তাঁর স্ত্রী নায়েলা বিনতে কারাফাসাহ বাধা দিতে গেলে 'সাওদান বিন হামরান' নামক হিংস্র হায়েনা তার আঙ্গুলগুলো কেটে নেয় এবং পৃষ্ঠদেশে চরমভাবে আঘাত করে।[১৬০]

হাফেয ইবনু আসাকের বর্ণনা করেন; উসমান রাদিআল্লাহু আনহু মাটিতে লুটিয়ে পড়লে 'আমর ইবনুল হাম্‌ক' নামক এক ধূর্ত লাফিয়ে তাঁর বক্ষে চেপে বসে এবং ঐ অবস্থায় ছয়বার অস্ত্রবিদ্ধ করে তাঁকে চিরদিনের জন্য নিঃশেষ করে দেয়।

---

১৫৯. *আবী নু'আইম আল-আছবাহানী ঃ মা'রিফাতুস সাহাবা তাহকীক, ডঃ মুহাম্মদ রাবী উসমান (রিয়ায, মাকতাবুল হারামাইন, ১৯৮৮ খ্রিঃ), ১/২৪৬-৪৭ পৃষ্ঠা।*

১৬০. *মুখতাছার সীরাতির রাসূল ﷺ, পৃষ্ঠা ৬২৭, আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, কায়রো ঃ দারুর রাইয়ান, ১৪০৮ হিঃ/১৯৮৮ খৃঃ, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯৭।*

www.pathagar.com

উসমান রাদিআল্লাহু আনহুর মাথাটা কুরআনের পাশে পড়ে থাকতে দেখে পা দ্বারা লাথি মেরে দূরে নিক্ষেপ করে এবং মহোল্লাসে বলে ওঠে ঃ

مارأيت كاليوم وجه كافر أحسن ولا مضجع كافر أكرم –

"আজকের দিনের ন্যায় কোন কাফেরের এত সুন্দর মুখমণ্ডল আমি কখনো দেখিনি এবং এরকম অধিক সম্মানীয় কাফেরের বাসস্থানও কোনদিন দেখিনি।"

শুধু হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি, ঐ পশুরা তাঁর পরিবার-পরিজনকে ভুখা-নাঙ্গা অবস্থায় রেখে বাড়ির সবকিছু লুটপাট করে নিয়ে যায়। এমনকি একটি পানপাত্র পর্যন্ত রেখে যায়নি।[১৬১]

পৃথিবীর ইতিহাসে জান্নাতের আগাম সুসংবাদপ্রাপ্ত ১০ জন সাহাবীর অন্যতম ব্যক্তিত্ব তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান রাদিআল্লাহ আনহু–৮২ বছরের বৃদ্ধ অতি সরল মানুষটিকে চরমপন্থী খারেজীরা ৩৫ হিজরীর যিলহজ্জ মাসের ১৮ তারিখ জুমআর দিনে এভাবেই হত্যা করে। শুধু তাই নয়, তারা তাঁকে পাথর নিক্ষেপে গুঁড়িয়ে দিয়ে নিশ্চিহ্ন করতে এবং ইহুদীদের গোরস্থানে দাফন করতে পর্যন্ত চেয়েছিল।[১৬২]

চরমপন্থীদের দ্বারা উসমান রাদিআল্লাহু আনহু নিহত হওয়ার মতো বিশ্ব ইতিহাসের সবচেয়ে বর্বরোচিত ঘটনা সংঘটিত হলেও তারা আড়ালেই থেকে যায়। অতঃপর আলী রাদিআল্লাহু আনহুর খেলাফতকালের কিছুদিন অতিবাহিত হলে পুনরায় তারা তৎপর হয়। আবদুল্লাহ বিন সাবার ইহুদী জোট মুসলমানদের অভ্যন্তরে থেকেই তাদের কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখে। তারই ফলশ্রুতিতে ৩৬ হিজরীতে হযরত আলী ও হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহার মাঝে উষ্ট্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।[১৬৩]

---

১৬১. *আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, কায়রো ঃ দারুর রাইয়ান, ১৪০৮ হিঃ/১৯৮৮ খৃঃ, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯৩-১৯৪।*

১৬২. *মা'রিফাতুস সাহাবা, ১/২৫০ পৃষ্ঠা, আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, কায়রো ঃ দারুর রাইয়ান, ১৪০৮ হিঃ/১৯৮৮ খৃঃ, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯৯-২০০।*

১৬৩. *শায়খ মুহাম্মদ আল-খাযারী বেক ঃ ইতমামুল ওয়াফা ফী সীরাতিল খুলাফা (মিশর, আল-মাকতাবাতুত তজারিয়াহ আল-জুবরা) পৃষ্ঠা ১৭৯-৮১, মুখতাছার সীরাতির রাসূল ﷺ, পৃষ্ঠা ৬৩৪।*

www.pathagar.com

অনুরূপ সেই ইহুদী জোটের যোগসাজশেই আলী ও মুয়াবিয়া রাদিআল্লাহু আনহুর মাঝে ৩৭ হিজরীর সফর মাসের ১ তারিখে বুধবার সিফফিনের যুদ্ধের সূচনা হয়। এই যুদ্ধকে কেন্দ্র করেই তুলনামূলক সংখ্যাধিক্যের কারণে অহংকারবশতঃ চরমপন্থীরা আত্মপ্রকাশ করে।

সিফফিনের যুদ্ধ কিছুদিন চলার পর মুয়াবিয়া রাদিআল্লাহু আনহুর পক্ষ পরাজিত হওয়ার আশংকায় তরবারির মাথায় পবিত্র কুরআন উঁচু করে ধরে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানায়।[১৬৪]

যুদ্ধবিরতির আহবানে আলী রাদিআল্লাহু আনহু সাড়া দিলে এবং মীমাংসার জন্য তাঁর পক্ষে আবু মূসা আশআরী এবং মুয়াবিয়া রাদিআল্লাহু আনহুর পক্ষে আমর ইবনুল আস রাদিআল্লাহু আনহুকে সালিশ মানার সম্মতি প্রকাশ করলে আলী রাদিআল্লাহু আনহুর দল থেকে ১২ বা ১৬ হাজার সৈন্য বের হয়ে 'হারুরাহ' নামক স্থানে চলে যায়। ইসলামের ইতিহাসে তারাই 'খারেজী' বা 'দলত্যাগী' বলে পরিচিত। আর আকীদাগতভাবে উগ্র ও ঔদ্ধত্যপরায়ণ হওয়ায় তাদেরকে 'চরমপন্থী' বলা হয়। মূলতঃ এই ঔদ্ধত্যের জন্যই তারা সাহাবীদের জামায়াত থেকে বহির্ভূত হয়েছে। তারা ৯টি প্রধান দলসহ অনেক উপদলে বিভক্ত।[১৬৫]

আকীদা ও আমলের ক্ষেত্রেও তারা শতধাবিভক্ত। চরমপন্থীরা উসমান রাদিআল্লাহু আনহুর উপর যেমন অজ্ঞতাবশতঃ কতিপয় মিথ্যা অভিযোগ দিয়েছিল, তেমনি আলী রাদিআল্লাহু আনহুর উপরও অনুরূপ কিছু বিভ্রান্তিকর অভিযোগ আরোপ করেছিল। যেমন—

১. আল্লাহর ঘোষণা ঃ إن الحكم إلا لله —'আল্লাহ ছাড়া কারো বিধান নেই।'[১৬৬]

---

১৬৪. *আত-তারীখুল ইসলামী, পৃষ্ঠা ২৭৪-২৭৭, আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, কায়রো ঃ দারুর রাইয়ান, ১৪০৮ হিঃ/১৯৮৮ খৃঃ, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৮৪-৮৫।*

১৬৫. *মুহাম্মদ বিন আব্দুল করীম শাহরাস্তানী, আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল, তাহক্বীক ঃ মুহাম্মদ সাইয়েদ কেলানী (বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ, তাবি), ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১১৫, আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, কায়রো ঃ দারুর রাইয়ান, ১৪০৮ হিঃ/১৯৮৮ খৃঃ, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৮৯-২৯৩।*

১৬৬. *সূরা ইউসুফ ঃ ৪০ ও ৬৭ এবং সূরা আন'আম ঃ ৫৭।*

www.pathagar.com

তাদের যুক্তি ছিল যেহেতু — لا حكم إلا لله — (আল্লাহ ছাড়া কারোা হুকুম নেই) অতএব কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য কোন ব্যক্তিকে সালিশ মান্য করা পবিত্র কুরআনের বিরুদ্ধাচরণের নামান্তর।

২. সন্ধির সময় আলী রাদিআল্লাহু আনহুর নামের পূর্বে 'আমীরুল মুমিনীন' লেখা হলে বিরোধী পক্ষের প্রতিবাদে তা মুছে ফেলা।[১৬৭]

৩. 'আমি যদি খলিফার যোগ্য হই, তবে তারা আমাকে খলিফা নির্বাচিত করবে'—আলী রাদিআল্লাহু আনহু এ বক্তব্য দেয়ায় তারা মনে করলো, আলী রাদিআল্লাহু আনহু তাঁর খেলাফতের প্রতি সন্দেহ পোষণ করেছেন।[১৬৮]

উক্ত অভিযোগগুলো নেহায়েত অজ্ঞতাপূর্ণ। কারণ স্বাভাবিক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলেই প্রতীয়মান হয় যে, এগুলো কোন অভিযোগই নয়। কুরআনের সঠিক মর্মার্থ ও শরীয়ত সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান না থাকার কারণেই উপরিউক্ত অভিযোগগুলো এসেছে। প্রথমতঃ আলী রাদিআল্লাহু আনহু তাদেরকে বুঝিয়ে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন এবং মন্তব্য করেন ঃ

كلمة حق أريد بها باطل -

"কথাটি তারা ঠিকই বলেছে, কিন্তু বাতিল (ভুল) অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে।"[১৬৯]

কিন্তু অবশেষে ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হন। বরং তারাই উল্টা তাঁর প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে বলেছিল ঃ

فعلنا بك مثل مافعلنا-

"আমরা উসমানের সঙ্গে যা করেছিলাম তোমার সঙ্গেও তাই করবো।"[১৭০]

---

১৬৭. *শায়খ মুহাম্মদ আল-খাযারী বেক ঃ ইতমামুল ওয়াফা ফী সীরাতিল খুলাফা (মিশর, আল-মাকতাবাতুত তজারিয়াহ আল-জুবরা), পৃষ্ঠা-১৮৭-৮৮, আল-বিদায়াহ ৭/২৯১।*

১৬৮. *ডঃ গালিব বিন আলী আওয়াজী ঃ ফিরাকুন মু'আছিরাহ (জিদ্দাহ, আল-মাকতাবাতুল আছরিয়াহ আয-যাহারিয়াহ, ২০০১ খ্রিঃ/১৪২২ হিঃ), ১/২৩৫ পৃষ্ঠা।*

১৬৯. *সহীহ মুসলিম, হা/২৪৬৫ 'যাকাত' অধ্যায়।*

১৭০. *মুহাম্মদ বিন আব্দুল করীম শাহরাস্তানী, আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল, তাহক্বীক ঃ মুহাম্মদ সাইয়েদ কেলানী (বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ), ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১১৪।*

www.pathagar.com

তাদের অন্যতম নেতা হুরকুছ বিন খুসাইর বলেছিল ঃ

- والله لانريد بقتالك إلا وجه الله والدار الأخرة

"হে আলী! আল্লাহর শপথ! তোমার সাথে যুদ্ধ করায় আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের কল্যাণ ছাড়া আমাদের আর কোন উদ্দেশ্য নেই।"[১৭১]

অতঃপর তিনি দূরদর্শী সাহাবী সর্বশ্রেষ্ঠ মুফাসসির আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুকে তাদের নিকটে পাঠান। তিনি বিভিন্ন প্রমাণাদি উল্লেখ করে বুঝাতে সক্ষম হলে প্রায় চার হাজার লোক ফিরে আসে। বাকিরা পূর্বের সিদ্ধান্তেই অটল থাকে।"[১৭২]

তারা আলী, মুয়াবিয়া, আবু মূসা আশআরী, আমর ইবনুল আস, ইবনু আব্বাসসহ উভয় পক্ষের সকল মুসলমানকে উক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে কাফির ও হত্যাযোগ্য অপরাধী বলে ফতোয়া দেয় এবং তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে। এদের প্রধান নেতা ছিল আব্দুল্লাহ ইবনুল কুউওয়া। তারা এই মর্মে দলিল পেশ করলো যে, আল্লাহ বলেছেন ঃ

- من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون

"যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করে না তারা কাফির।"[১৭৩]

পরবর্তী আয়াতে একই ব্যাপারে 'তারা জালিম', 'তারা ফাসিক' বলা হয়েছে।[১৭৪]

অথচ সেদিকে বিবেচনা না করে 'কাফির' দ্বারা এ আয়াতে কি বুঝানা হয়েছে তা উপলব্ধি না করেই তাদেরকে প্রকৃত কাফির ঘোষণা করলো।

---

১৭১. ইমাম আব্দুল কাহের ইবনু ত্বাহের আল-বাগদাদী (মৃঃ ৪২৯ হিঃ) ঃ আল-ফারক বায়নাল ফিরাক (বৈরুত, দারুল ইফক আল-জাদীদাহ, ৫ম প্রকাশ ঃ ১৯৮২ খ্রিঃ/১৪০২ হিঃ), পৃষ্ঠা ৫৭-৬০, আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, ৭/২৯১-৯২ পৃষ্ঠা।

১৭২. প্রাগুক্ত।

১৭৩. সূরা মায়িদা ঃ ৪৪।

১৭৪. সূরা মায়িদা ঃ ৪৫, ৪৭।

www.pathagar.com

ফলে তাদের মধ্যে বিভিন্ন নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এমনকি মহান সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন খাব্বাব রাদিআল্লাহু আনহু তাদের ফিতনা সংক্রান্ত রাসূল ﷺ-এর ভবিষ্যদ্বাণী পেশ করলে তারা তাঁর গলায় ছুরি চালিয়ে তাঁকে হত্যা করে।

শুধু তাই নয়, তাঁর গর্ভবতী সহধর্মিনীকেও নির্মমভাবে জবাই করে হত্যা করে এবং পেট বিদীর্ণ করে সন্তানকে বাইরে নিক্ষেপ করে! তাঁর অসহায় স্ত্রী 'আমি গর্ভবতী মহিলা, তোমরা কি আল্লাহকে ভয় করো না' বলে গগনবিদারী আর্তনাদ করে করজোড়ে আবেদন করলেও ঘাতকরা তাকে ছাড়েনি। এই ন্যাক্কারজনক ঘটনায় মানুষ অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে।[১৭৫]

তাদের এই ঔদ্ধত্য চরমসীমায় পৌঁছলে আলী রাদিআল্লাহু আনহু তাদেরকে সমূলে উৎখাত করার প্রস্তুতি নেন। তবে আবারো তাদেরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি আবু আইয়ূব আনসারী রাদিআল্লাহু আনহুকে বলে পাঠান, যে আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে সে নিরাপদ, যে মদীনা এবং কূফায় ফিরে যাবে সে-ও নিরাপদ।

এ আহ্বানে কিছুসংখ্যক লোক ফিরে আসলেও অধিকাংশই থেকে যায় এবং আব্দুল্লাহ বিন খাব্বাব (রা)-কে হত্যার প্রতিবাদ করলে তারা বলে ঃ

كلنا قتل إخوانكم ونحن مستحلون دمائهم ودمائكم-

"আমরা প্রত্যেকেই তোমাদের ভাইদেরকে হত্যা করেছি। আমরা তাদের রক্ত এবং তোমাদের রক্তও হালাল মনে করি।"[১৭৬]

অবশেষে আলী রাদিআল্লাহু আনহু তাদেরকে 'নাহরাওয়ান' নামক স্থানে হত্যা করেন।

তিনি তাদেরকে সমূলে নিশ্চিহ্ন করতে চাইলেও মাত্র কয়েকজন বেঁচে যায়। তারা দু'জন দু'জন করে পৃথক হয়ে বিভিন্ন স্থানে চলে যায়।

---

১৭৫. *আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, কায়রো ঃ দারুর রাইয়ান, ১৪০৮ হিঃ/১৯৮৮ খৃঃ, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯৮।*

১৭৬. *আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, কায়রো ঃ দারুর রাইয়ান, ১৪০৮ হিঃ/১৯৮৮ খৃঃ, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯৯-৩০০।*

www.pathagar.com

উক্ত ব্যাপারে আল্লামা শহরস্তানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি (৪৭৯-৫৪৮ হিঃ) বলেছেন ঃ

ظهرت بدع الخوارج فى هذه المواضع منهم وبقيت إلى اليوم -

"এ সমস্ত স্থান হতে খারেজীদের বিদআতী (আকীদা) বিস্তৃতি লাভ করেছে এবং আজকের দিন পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে।"[১৭৭]

যারা সেদিন বেঁচে গিয়েছিল তারা প্রতিশোধ নেয়ার জন্য পরবর্তীতে গোপনে ষড়যন্ত্র শুরু করে এবং মহান তিন সাহাবীকে হত্যা করার জন্য পাকাপোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। 'আব্দুর রহমান বিন মুলজাম' আলী রাদিআল্লাহু আনহুকে, 'বারাক বিন আব্দুল্লাহ' মুয়াবিয়া রাদিআল্লাহু আনহুকে এবং 'আমর ইবনু বাকর' আমর ইবনুল আস রাদিআল্লাহু আনহুকে একই দিনে হত্যা করার জন্য স্ব স্ব অঙ্গীকার ব্যক্ত করে বেরিয়ে পড়ে।

আবদুর রহমান বিন মুলজাম তার আরো দু'জন সহযোগী ওরদান ও শাবীবকে সঙ্গে নিয়ে ৪০ হিজরীর ১৭ রমযান জুমআর রাতে কূফায় গমন করে এবং ফজরের সময় আলী রাদিআল্লাহু আনহুকে হত্যা করার জন্য তার বাড়ির দরজায় অস্ত্র নিয়ে ওত পেতে বসে থাকে।

তিনি ফজরের সালাত আদায়ের লক্ষ্যে 'সালাত' 'সালাত' বলে মানুষকে আহ্বান করতে করতে যখন মসজিদের পানে যাচ্ছিলেন তখনই আড়ালে থাকা পাষণ্ড হায়েনারা মহান খলিফা 'আল্লাহর সিংহ' হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহুর মাথায় অস্ত্রাঘাত করে। এতে তাঁর দাড়ি রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায় এবং তৎক্ষণাৎ তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।[১৭৮]

এ সময় ঐ নরপিশাচ আলী রাদিআল্লাহু আনহুকে লক্ষ্য করে বলেছিল ঃ

لاحكم إلا لله، ليس لك يا على ولا لأصحابك-

---

১৭৭. *মুহাম্মদ বিন আব্দুল করীম শাহরাস্তানী, আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল, তাহক্বীক ঃ মুহাম্মদ সাইয়েদ কেলানী (বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ), ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১১৭।*

১৭৮. *হাফেয ইবনে হাজার আল-আসকালানী ঃ তাহযীবুত তাহযীব (বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ, ১৯৯৪ খ্রিঃ/১৪১৫ হিঃ), ৭/২৮৭ পৃষ্ঠা, আল-মিলাল, ১/১২০-২১ পৃষ্ঠা টীকা দ্রঃ।*

www.pathagar.com

"আল্লাহ ছাড়া কেউই বিধানদাতা নেই। হে আলী, তুমিও নও, তোমার সহচরগণও নয়।"

আলী রাদিআল্লাহু আনহুর ঘাতক পালাতে না পারায় জনতার হাতে ধরা পড়ে যায়। তাকে হত্যা করার কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলে ঃ

شحذته أربعين صباحا وسألت الله أن يقتل به شر خلقه-

"আমি চল্লিশ দিন যাবৎ অস্ত্রকে তীক্ষ্ণ করেছি এবং আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছি যে, তিনি যেন এই অস্ত্র দ্বারা তাঁর সৃষ্টির সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তিকে হত্যা করান (নাউযুবিল্লাহ)!"

এরচেয়েও সে আরো জঘন্য উগ্রতা প্রকাশ করেছিল। আলী রাদিআল্লাহু আনহু তখন বলেছিলেন, আমি মারা গেলে তোমরা তাকে হত্যা করবে। অন্যথায় আমি বেঁচে থাকলে আমিই যা করার করবো। অতঃপর তিন দিন অতিবাহিত হলে ৪০ হিজরীর ২১ রমযান ৬৩ বা ৬৪ বছর বয়সে তিনি এই ধরণীর বুক থেকে বিদায় নেন।[১৭৯]

আব্দুর রহমান বিন মুলজাম আলী রাদিআল্লাহু আনহুকে হত্যা করায় খারেজীদের জনৈক কবি ইমরান ইবনু হিত্বান উল্লাসে গেয়ে উঠেছিল ঃ

يا ضربة من منيب ما أراد بها + إلا ليبلغ من ذى العرش رضوانا

إنى لأذكره يوما فأحسبه + أوفى البرية عند الله ميزان-

"হে নিয়োগকৃত সফল হত্যাকারী! এর দ্বারা মহান আরশের অধিপতির শানে সন্তুষ্টি পৌঁছানো ছাড়া কোনই উদ্দেশ্য নেই। নিশ্চয়ই আমি এই বাসনায় আজকের দিনকে স্মরণ করবো যে, আল্লাহর নিকট নেকীর পাল্লায় তা হবে সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক পূর্ণাঙ্গ প্রতিদান (নাউযুবিল্লাহ)!"[১৮০]

---

১৭৯. *মা'রিফাতুস সাহাবাহ, ১/২৮৯-৯২ পৃষ্ঠা, আল-বিদায়াহ, ৭/৩৩৯ ও ৩৪১-৪৩ পৃষ্ঠা।*

১৮০. *আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, কায়রো ঃ দারুর রাইয়ান, ১৪০৮ হিঃ/১৯৮৮ খৃঃ, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪১।*

www.pathagar.com

ঐদিন একই সময়ে মুয়াবিয়া রাদিআল্লাহু আনহুকে আঘাত করলেও তিনি বেঁচে যান। আমর ইবনুল আস রাদিআল্লাহু আনহু ভীষণ অসুস্থ থাকার কারণে তিনি সেদিন মসজিদে আসতে পারেননি বলে বেঁচে যান। কিন্তু তাঁর স্থলাভিষিক্ত ইমাম খারেজাহ ইবনু আবী হাবীবাহকে তারা আমর ইবনুল আস রাদিআল্লাহু আনহু ভেবে হত্যা করে।[১৮১]

এভাবে রক্তপিপাসু চরমপন্থীরা নিজেরা যেমন মূল ইসলাম থেকে ছিটকে পড়ে পথভ্রষ্ট হয়েছে, তেমনি যুগে যুগে অন্যান্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করেছে। বলাবাহুল্য, রাসূলের দেখানো জান্নাতী পথ থেকে বিচ্যুত উক্ত চরমপন্থী মতবাদসহ আরো অসংখ্য মতবাদ ইসলামের নামে কথিত হলেও মূলতঃ সেগুলো ইসলামবহির্ভূত। ইমাম ইবনু হাযম আন্দালুসী (৩৮৪-৪৫৬ হিঃ) বহুকাল পূর্বেই একথার সত্যতা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন ঃ

وقد تسمى بإسم الإسلام من أجمع جميع فرق أهل الإسلام على أنه ليس مسلما مثل طوائف من الخوارج -

"ইসলামী দলসমূহের মধ্যে অনেক ফের্কারই ইসলামের নামে নামকরণ করা হয়েছে। মূলতঃ সেগুলি ইসলামী দল নয়। যেমন চরমপন্থী খারেজী জোট।"[১৮২]

অন্যত্র তিনি অসংখ্য ফের্কার বর্ণনা দেয়ার পর বলেছেন ঃ

مجمعون على أنهم على غير الإسلام نعوذ بالله من الخذلان -

"ঐ দলগুলো সবই ইসলামবহির্ভূত। আমরা তাদের প্রতারণা হতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাই।"[১৮৩]

---

১৮১. *শায়খ মুহাম্মদ আল-খাযারী বেক ঃ ইতমামুল ওয়াফা ফী সীরাতিল খুলাফা (মিশর, আল-মাকতাবাতুত তজারিয়াহ আল-জুবরা) পৃষ্ঠা ১৯৯, আল-মিলাল ১/১২১ পৃষ্ঠার টীকা।*

১৮২. *আলী ইবনু হাযম আন্দালুসী ঃ আল-ফিসাল ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল (বৈরুত, দারুল কুতুবুল ইলমিয়াহ, ১৪২০ হিঃ/১৯৯৯ খ্রিঃ), ১/৩৭১ পৃষ্ঠা।*

১৮৩. *ইবনু হাযম আন্দালুসী ঃ আল ফিসাল ফিল মিলাল ওয়ান নিহাল, ২য় খণ্ড, ২৫০ পৃষ্ঠা, কিতাবুল ঈমান, ১/৩৭২ পৃষ্ঠা।*

www.pathagar.com

গোঁড়ামী ও চরমপন্থার কারণ

www.pathagar.com

বিভিন্ন কারণে সমাজে গোঁড়ামী ও চরমপন্থার উদ্ভব হয়ে থাকে। নিম্নে গোঁড়ামী ও চরমপন্থার কয়েকটি কারণ আলোচনা করা হলো ঃ

১. দ্বীনের প্রকৃত জ্ঞানের অভাব

গোঁড়ামীর মৌলিক কারণগুলোর মধ্যে একটা অন্যতম কারণ হলো দ্বীনের প্রকৃত জ্ঞানের অভাব। দ্বীনি প্রজ্ঞার স্বল্পতা, দ্বীনের রহস্য উদঘাটনে ব্যর্থতা এবং তার উদ্দেশ্য-লক্ষ্য ও স্পিরিট অনুধাবনে অক্ষমতা।

এসব কথার মাধ্যমে দ্বীন সম্বন্ধে পূর্ণ অজ্ঞতার কথা বুঝানো হচ্ছে না। কারণ পূর্ণ অজ্ঞতা সম্ভবতঃ বাড়াবাড়ি ও উগ্রপন্থার দিকে নিয়ে যায় না বরং তার উল্টোদিকেই নিয়ে যায়। অর্থাৎ তা নৈতিক অবক্ষয় ও স্বেচ্ছাচারিতার দিকেই ধাবিত করে। সুতরাং প্রকৃত জ্ঞানের অভাব বলতে অপরিপক্ব জ্ঞান বুঝানো হচ্ছে। যে 'অপরিপক্ব জ্ঞান' তাকে 'জ্ঞানী' বলে ধারণা দেয় অথচ সে অনেক কিছুই জানে না। সে এখান-সেখান হতে কিছু জ্ঞানার্জন করে–যা পরস্পর সম্পর্কহীন ও শৃঙ্খলাহীন। অর্থাৎ সে ভাসাভাসা জ্ঞানের অধিকারী হয় ঠিকই, কিন্তু জ্ঞানের গভীরে প্রবেশ করতে পারে না। সে দ্বীনের একক বিষয়গুলোকে উসুল তথা মূলনীতির সাথে, আর 'মুতাশাবিহাত' তথা সন্দেহজনক বিষয়গুলোকে 'মুহকামাত' তথা সন্দেহহীন বিষয়গুলোর সাথে, আর অনির্ভরযোগ্য বিষয়গুলোকে নির্ভরযোগ্য বিষয়ের সাথে তুলনা করতে পারে না। সে পরস্পরবিরোধী দলিলসমূহের মধ্যে সমন্বয়সাধন ও তারজীহ তথা অগ্রাধিকার দানের কৌশল রপ্ত করতে পারে না। কোন্ দলিল অগ্রাধিকার যোগ্য আর কোন্ বিষয় প্রাধান্যপ্রাপ্তির যোগ্য তা উপলব্ধি করতে পারে না।[১৮৪]

এভাবে শরীয়তের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য না বুঝে ইচ্ছামত অভিমত গ্রহণ করে। এদের প্রতিই হাদীসে ইংগিত করে বলা হয়েছে ঃ

---

১৮৪. ডঃ ইউসুফ আল-কারযাভী ঃ আল সাহওয়াতুল ইসলামিয়া বাইনাল জুহুদি ওয়াত তাতাররুফ, কায়রো, দারুস সাহওয়া, ১৪১২ হিজরী, পৃষ্ঠা ৩৩-৩৬।

www.pathagar.com

عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله لايقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا-

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের নিকট থেকে ইলমকে ছিনিয়ে নিবেন না। বরং তিনি আলেমদেরকে উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমে জ্ঞানকে উঠিয়ে নেবেন। ফলে কোন আলেম অবশিষ্ট থাকবে না। তখন মানুষ অজ্ঞদেরকে নেতা বানাবে। মানুষ তাদের কাছে দ্বীনের বিষয়ে জিজ্ঞেস করবে। তখন তারা না জেনে ফতোয়া দিবে। ফলে তারা নিজেরা বিভ্রান্ত হবে এবং অন্যদেরকেও বিভ্রান্ত করবে।"[১৮৫]

মূলতঃ অহংকারযুক্ত অল্পবিদ্যা পূর্ণ অজ্ঞতার চেয়ে অত্যধিক বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর। কারণ অল্পবিদ্যার অধিকারী ব্যক্তি কস্মিনকালেও তার সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে না। শুধু তাই নয়, তারা তাদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে। এ মর্মে হাফেজ ইবনু কাসীর রাহমাতুল্লাহ আলাইহি (৭০১-৭৭৪ হিজরী) বলেছেন ঃ

ويعتقدون بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم، إن هذا الأمر يرضى رب الأرض والسماوات، ولم يعلموا أنه من أكبر الكبائر الموبقات والعظائم والخطيئات وأنه مما زينه لهم إبليس الشيطان الرجيم المطرود-

---

১৮৫. মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত, হাদীস নং ২০৬, 'ইলম' অধ্যায়; সাহীহ ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ৪৬, 'রায় ও কিয়াস পরিত্যাগ' অনুচ্ছেদ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫।

www.pathagar.com

"তাদের অজ্ঞতা ও বিদ্যা-বুদ্ধির স্বল্পতার কারণে তারা বিশ্বাস করে যে, তাদের এ কাজে আসমান-জমিনের প্রতিপালক তুষ্ট হবেন। কিন্তু তারা জানে না যে, এটা কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে অধিক ধ্বংসাত্মক, মারাত্মক ও অত্যন্ত ক্ষতিকর। বহিষ্কৃত ও বিতাড়িত ইবলিস এ কাজে অনুপ্রাণিত করে।" ১৮৬

২. দ্বীন সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা

গোঁড়ামী ও চরমপন্থা উদ্ভবের আরেকটি অন্যতম কারণ হচ্ছে শরীয়তের বিধিবিধানসমূহ ভুল বা বেঠিকভাবে অনুধাবন করা। ইসলাম অনুধাবনের ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা, ইসলামী শরীয়ত ও রিসালাতের মূল উদ্দেশ্য অনেকের কাছে অস্পষ্ট থাকার কারণে দ্বীনের অনেক বিধান সম্পর্কে তারা বিভ্রান্তিতে পতিত হয়। এ সম্পর্কে আবদুল মুহসিন আল-আববাদ আল-বদর বলেছেন ঃ

ومن سوء الفهم فى الدين، ما حصل للخوارج الذين خرجوا على على رضى الله عنه وقاتلوه، فإنهم فهموا النصوص الشرعية فهما خاطئا، مخالفا لفهم الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا لما ناظر ابن عباس فرجع من رجع منهم-

"দ্বীন সম্পর্কে ভুল ধারণা যা খারেজীরা পোষণ করতো। যারা আলী রাদিআল্লাহু আনহুর দল থেকে বের হয়ে গিয়েছিল এবং তাকে হত্যা করেছিল। তারা শরীয়তের দলিলসমূহকে ভ্রান্তভাবে বুঝতো, যা ছিল সাহাবায়ে কিরামের বুঝের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এ কারণে হযরত ইবনু আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু তাদের সাথে আলোচনা করে যখন তাদের কাছে দলিলসমূহের সঠিক বুঝ উপস্থাপন করলেন তখন তাদের মধ্যে যারা ফিরে আসার তার ফিরে আসলো।" ১৮৭

---

১৮৬. *ইবনু কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, কায়রো ঃ দারুর রাইয়ান, ১৪০৮ হিঃ/১৯৮৮ খৃঃ, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯৭।*

১৮৭. *আবদুল মুহসিন ইবনু হামদ আল-আব্বাদ আল-বদর, বিআইয়ে আকলিন ওয়া দ্বীনিন ইয়াকুনুত তাফজীর ওয়াত তাদমীর জিহাদান (রিয়াদ ঃ দারুল মুগনী লিন নাশর ওয়াত তাওযি ১ম প্রকাশ, ২০০৩/১৪২৪ হিঃ), পৃষ্ঠা ৬।*

www.pathagar.com

৩. ইতিহাস-ঐতিহ্য, বাস্তবতা, জীবন ও বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে অপরিপক্ব জ্ঞান

চরমপন্থা অবলম্বনকারী ব্যক্তিগণ শুধু ধর্মীয় জ্ঞানেই অপরিপক্ব নন; ইতিহাস-ঐতিহ্য, বাস্তবতা, জীবন ও বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে আল্লাহর সুন্নত তথা নিয়ম সম্পর্কেও তাদের জ্ঞান অপরিপক্ব। ফলে তাদের কাউকে কাউকে দেখা যায় যে, এমনকিছু পেতে চায় যা পাওয়া সম্ভব নয়। এমনকিছু ইচ্ছা করে যা হতে পারে না। এমন অলীক কল্পনা করে যা অবাস্তব। আর বাস্তবতাকে বোঝে অপ্রকৃতভাবে এবং তারা তাদের মস্তিষ্কে বিদ্যমান ধারণামতে সবকিছুর ব্যাখ্যা দেয়। যার কোন ভিত্তি নেই আল্লাহর সৃষ্টিতে, আল্লাহর বিধানে এবং তাঁর শরীয়তের বিধি-বিধানে।

চরমপন্থী ও গোঁড়া ব্যক্তিরা গোটা সমাজ পাল্টে দিতে চায়। তারা চায় সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তা-চেতনা, নিয়ম-নীতি, চরিত্র ও বিধান ইত্যাদি কাল্পনিক ও অবাস্তব নিয়ম-নীতির মাধ্যমে পরিবর্তন করে দিতে। পরিবর্তন চায় এমন দুঃসাহস, বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গের মাধ্যমে যাতে মূল্যবান প্রাণের কুরবানী বেশি হয়। তারা মৃত্যুকে পরোয়া করে না। এ মৃত্যু তাদের হোক বা অন্য কারো হোক। তারা ফলাফলের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না সেটা যা-ই হোক না কেন।

৪. জাহেরী দৃষ্টিকোণ থেকে নাস (কুরআন-হাদীস) বুঝা

গোঁড়া ও চরমপন্থীরা নাসের (কুরআন-হাদীসের) গভীরে প্রবেশ করে না। তারা নাস-এর অর্থ, উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য না বুঝে আক্ষরিক ও বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করেন। যেমন নিম্নোক্ত নাস-এর প্রতি লক্ষ্য করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

ইমাম মালিক, বুখারী, মুসলিম ও সুনান গ্রন্থের লেখকগণ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল ﷺ কাফিরদের দেশে ও শত্রুভূমিতে কুরআন নিয়ে সফর করতে নিষেধ করেছেন। এ নিষেধাজ্ঞার প্রতি লক্ষ্য করলে সহজেই বুঝা যায় যে, রাসূল ﷺ এ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন কাফিররা কুরআনের অসম্মান করবে বা তার কোন ক্ষতি করবে এ ভয়ে। যদি কখনো মুসলমানরা এ জাতীয় ভয় হতে মুক্ত হন তখন তারা তাদের সফরের সময় অমুসলিম দেশে

www.pathagar.com

নিজের সাথে আল-কুরআন নির্দ্বিধায় নিয়ে যেতে পারেন। এ বিষয়ে সমগ্র বিশ্ব আজকে একমত, কারোরই কোন দ্বিমত নেই। বরং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা বর্তমান যুগে তাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সহজভাবে পৌঁছাবার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। যাতে মানুষ তাদের দ্বীন-ধর্ম সম্পর্ক অবগত হতে পারে, আর তাদের ধর্মের দাওয়াত অন্যের কাছে পৌঁছে যায়।

মুসলমানরাও এ পদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করছে—যে দেশের মানুষের ভাষা আরবী নয় সেদেশের স্থানীয় ভাষায় আল-কুরআন অনুবাদ করে পৌঁছানোর মাধ্যমে। সুতরাং শত্রুভূমিতে কুরআন নিয়ে সফর করতে নিষেধ করা আক্ষরিক অর্থে সর্বযুগ ও সকল অবস্থার জন্য প্রযোজ্য নয়।

৫. সুস্পষ্ট দলিল বাদ দিয়ে দ্ব্যর্থবোধক দলিলের অনুসরণ করা

গোঁড়ামী ও চরমপন্থার আরেকটি কারণ হচ্ছে মুহকাম বা সুস্পষ্ট দলিল বাদ দিয়ে 'মুতাশাবিহ' বা দ্ব্যর্থবোধক দলিলের অনুসরণ করা।[১৮৯]

বিজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তি এরূপ করে না। যাদের অন্তরে বক্রতা বিদ্যমান তারাই এমন করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

هو الذي أنزل عليك الكتب منه أيت محكمت هن أم الكتب- وأخر متشبهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله-

"তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন-যার কিছু আয়াত 'মুহকাম', এগুলো কিতাবের মূল, আর অন্যগুলো 'মুতাশাবিহ'। যাদের অন্তরে সত্য-লঙ্ঘন করার প্রবণতা রয়েছে তারাই 'মুতাশাবিহ' আয়াতগুলির অনুসরণ করে ফিতনা বিস্তার ও অপব্যাখ্যার উদ্দেশ্য।"[১৯০]

---

১৮৯. উপেক্ষা ও উগ্রতার বেড়াজালে ইসলামী জাগরণ, পৃষ্ঠা ৮৬-৮৭।

১৯০. সূরা আলে ইমরান ঃ৭।

www.pathagar.com

এ আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে হাদীসে এসেছে ঃ

عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم تلا هذه الأية فقال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذر وهم-

"হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ আয়াত তিলাওয়াত করে বললেন—'যখন তোমরা কোন মানুষকে দ্ব্যর্থবোধক আয়াতের অনুসরণ করতে দেখবে তখন জানবে এদের কথাই আল্লাহ উল্লেখ করেছেন। সুতরাং তাদেরকে পরিত্যাগ করবে।"[১৯১]

চরমপন্থীরা সাধারণতঃ মুতাশাবিহ দলিলের অনুসরণ করে চলে। তারা এসব দলিল দ্বারা নিজেদের হীন উদ্দেশ্য সফল করতে সচেষ্ট হয়। তারা বিভিন্ন বিষয়ের অর্থ ও তাৎপর্য নির্ধারণেও মুতাশাবিহ দলিলের উপরে নির্ভর করে। ফলে বিভিন্ন ব্যক্তি ও দলের মূল্যায়নে, তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে, মুমিন বা কাফির প্রমাণে মারাত্মক ভ্রান্তিতে উপনীত হয়।[১৯২]

সুতরাং কুরআন-হাদীস ভালভাবে অনুধাবন না করলে বিপথগামী হওয়ার সমূহ আশংকা রয়েছে।

৬. ইসলাম প্রচারে প্রতিবন্ধকতা

ইসলাম প্রচারে স্বাধীনতা না থাকা বা ইসলামী দাওয়াতদানে প্রতিবন্ধকতা চরমপন্থা উৎপত্তির আরেকটি কারণ।[১৯৩]

---

১৯১. বুখারী ও মুসলিম।

১৯২. ড. ইউসুফ আল-কারজাভী, ইসলামী পুনর্জাগরণ ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা, রূপান্তর মুহাম্মদ সানাউল্লাহ আখুঞ্জী (ঢাকাঃ আহসান পাবলিকেশন, ২০০৫), পৃষ্ঠা ৫৭-৫৮; উপেক্ষা ও উগ্রতার বেড়াজালে ইসলামী জাগরণ, পৃষ্ঠা ৮৭।

১৯৩. ড. ইউসুফ আল-কারজাভী, ইসলামী পুনর্জাগরণ ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা, রূপান্তর মুহাম্মদ সানাউল্লাহ আখুঞ্জী (ঢাকাঃ আহসান পাবলিকেশন, ২০০৫), পৃষ্ঠা ৭৯।

www.pathagar.com

ইসলাম শুধু ব্যক্তির জন্য নয় বরং সমষ্টির জন্য। একক ব্যক্তির বদলে সমাজের সকলকে বাঁচার প্রতি আহবান করে।

পরস্পরের সহযোগিতা ও সৎকাজের আদেশ শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় কর্তব্য নয় বরং একটি অপরিহার্য শর্ত। দাওয়াতী ক্ষেত্রে সামষ্টিক কাজ বাধ্যতামূলক। কাজেই ইসলামবিরোধী শক্তি যখন ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইসলামী তৎপরতাকে নস্যাতের পাঁয়তারা করে, ইসলাম প্রচারের শান্তিপূর্ণ কর্মকাণ্ডকে প্রতিহত করতে ক্ষমতাসীন মুসলিম শক্তিকে ক্রীড়নক হিসেবে ব্যবহার করে তখন ধর্মপ্রাণ মুসলিম শক্তি প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। ফলে বিরোধী শক্তিও সহিংসতাকে সহিংসতা দিয়েই মোকাবিলা করতে সচেষ্ট হয়।

উক্ত কারণে মুসলমানদেরকে সুষ্ঠু ও স্বাধীন পরিবেশে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। অন্যথায় এ প্রতিবন্ধকতা গোপন সহিংসতা বা চরমপন্থার জন্ম দিতে পারে।

ইসলামী দেশে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, মার্কস্‌বাদ, লিবারেল ইত্যাদি মতবাদের প্রবক্তারা যখন স্বাধীনভাবে তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনার সুযোগ পায় এবং মুসলিম জনতা ইসলামের দাওয়াত দিতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন চরমপন্থা জন্ম নেয়।[১৯৪]

৭. যথার্থ ধর্মীয় পরিবেশের অনুপস্থিতি

সমাজে বা দেশে ধর্মীয় পরিবেশ না থাকলে ধর্মপ্রাণ মানুষের মনে চরম আঘাত লাগে। ফলে তারা সমাজে ও রাষ্ট্রে ধর্মীয় পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। যার ফলশ্রুতিতে চরমপন্থা ও গোঁড়ামীর উদ্ভব হয়।

সুতরাং মুসলিম দেশে যখন ইসলামী পরিবেশের পরিবর্তে অনৈসলামী পরিবেশ গড়ে ওঠে, ইসলামের পৃষ্ঠপোষকতার বদলে ফ্যাসিবাদ, মার্কসবাদ, সেকুলারিজম, সোসালিজম ইত্যাদি লালন করা হয় তখন সেখানে গোঁড়ামী পয়দা হয়। তাছাড়া মুসলিম দেশের শাসকগণ যখন কুরআন-সুন্নাহর বিধানের বদলে মানবরচিত বিধানকে অগ্রাধিকার দেয়, ন্যায়নীতির পরিবর্তে দুর্নীতিকে

---

১৯৪. আল্লামা ইউসুফ আল কারাদাভী, উপেক্ষা ও উগ্রতার বেড়াজালে ইসলাম, অনুবাদ ঃ ড. মাহফুজুর রহমান, খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৪, পৃষ্ঠা ১২৭-১৩০।

www.pathagar.com

প্রশ্রয় দেয়, ধর্মীয় শাসনের পরিবর্তে ধর্মনিরপেক্ষ শাসনকে প্রাধান্য দেয় তখন গোঁড়ামীর উত্থান ঘটে। কারণ ইসলামের বিরুদ্ধে সারাবিশ্ব ঐক্যবদ্ধ কিন্তু মুসলিম বিশ্ব ইসলামের ব্যাপারে উদাসীন।

এমনকি বিভিন্ন দেশে মুসলমানরা নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত হলেও মুসলিম শাসকগণ মুখে কুলুপ এঁটে নিশ্চুপ বসে থাকেন–যা গোঁড়ামী ও চরমপন্থাকে উস্কে দেয়।[১৯৫]

৮. মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য আক্রমণ এবং গোপন ষড়যন্ত্র

প্রাচ্যের ও প্রাতিচ্যের, দক্ষিণের ও উত্তরের মুসলিম বিশ্বের দেশগুলো এবং তাদের পবিত্র স্থানগুলো ন্যাক্কারজনক হামলা ও আক্রমণের শিকার হচ্ছে এবং মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে কখনো প্রকাশ্যে আবার কখনো গোপন যেসব যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে তার ফলেও চরমপন্থার উদ্ভব ঘটছে।

৯. প্রবৃত্তির অনুসরণ

গোঁড়ামী ও চরমপন্থার আরেকটি কারণ হচ্ছে প্রবৃত্তির অনুসরণ করা।[১৯৬]

আর মানুষ শয়তানের কুমন্ত্রণায় পড়ে কুরআন-হাদীস ছেড়ে প্রবৃত্তির অনুসরণে লিপ্ত হয়। আবদুল মুহসিন বলেছেন ঃ

فان للشيطان مدخلين على المسلمين، ينفذ منهما إلى أغوائهم وأضلالهم، أحدهما : أنه إذا كان المسلم من أهل التفريط والمعاصى، زين له المعاصى والشهوات ليبقى بعيدا عن طاعة الله

---

১৯৫. ড. ইউসুফ আল-কারজাভী, ইসলামী পুনর্জাগরণ ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা, রূপান্তর মুহাম্মদ সানাউল্লাহ আখুঞ্জী (ঢাকাঃ আহসান পাবলিকেশন, ২০০৫), পৃষ্ঠা ৭২-৭৩; উপেক্ষা ও উগ্রতার বেড়াজালে ইসলামী জাগরণ, পৃষ্ঠা ১১৬-১১৯।

১৯৬. ফাতহী ইয়াকান, ইসলামী সমাজ বিপ্লবে যুবসমাজের ভূমিকা, অনুবাদ ড. মাহফুজুর রহমান (ঢাকা ঃ খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৪/১৪২৫ হিঃ) পৃষ্ঠা ৩৩।

www.pathagar.com

ورسوله.....والثاني : أنه إذا كان المسلم من أهل الطاعة والعبادة، زين لها الإفراط والغلو في الدين، ليفسد عليه دينه -

"মুসলমানদের বিপথগামী ও পথভ্রষ্ট করার ক্ষেত্রে শয়তানের দু'টি পদ্ধতি রয়েছে, যা মানুষকে বিপথগামী ও পথভ্রষ্ট করতে সে প্রয়োগ করে। প্রথমতঃ যদি মুসলিম ব্যক্তি চরমপন্থী ও অবাধ্য হয় তাহলে তার নিকট অবাধ্যতা ও প্রবৃত্তিকে শয়তান সুশোভিত করে উপস্থাপন করে যাতে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ থেকে দূরে থাকে। দ্বিতীয়তঃ যদি মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত ও ইবাদতগুজার হয় তাহলে শয়তান গোঁড়ামী ও চরমপন্থাকে তার সামনে সুন্দর করে উপস্থাপন করে যাতে তার দ্বীন পালনে সে বিভ্রান্ত হয়।"[১৯৭]

রাসূলের হাদীসেও এর সুস্পষ্ট ইংগিত পাওয়া যায়। তিনি বলেন ঃ

حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات -

"জান্নাতকে অপছন্দনীয় জিনিস দ্বারা এবং জাহান্নামকে প্রবৃত্তি দ্বারা আবৃত করে রাখা হয়েছে।"[১৯৮]

আবদুল মুহসিন আল-আব্বাদ আরো বলেন ঃ

ومن مكائد الشيطان لهؤلاء المفرطين الغالين أنه يزين لهم أتباع الهوى وركوب رؤوسهم الفهم في الدين ويزهدهم في الرجوع إلى أهل العلم لئلا يبروهم ويرشدهم إلى الصواب وليبقوا في غيهم وضلالهم-

---

১৯৭. *আবদুল মুহসিন ইবনু হামদ আল-আব্বাদ আল-বদর, বিআইয়ে আকলিন ওয়া দ্বীনিন ইয়াকুনুত তাফজীর ওয়াত তাদমীর জিহাদান (রিয়াদ ঃ দারুল মুগনী লিন নাশর ওয়াত তাওযি ১ম প্রকাশ, ২০০৩/১৪২৪ হিঃ), পৃষ্ঠা ৪।*

১৯৮. *বুখারী ও মুসলিম)*

www.pathagar.com

"শয়তানের ধোঁকা ও প্রতারণাই চূড়ান্ত গোঁড়া ও চরমপন্থীদের সামনে প্রবৃত্তির অনুসরণ, ঔদ্ধত্যের শীর্ষে আরোহণ ও দ্বীন সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করা সুসজ্জিত করে উপস্থাপন করে এবং বিজ্ঞ আলিমদের থেকে বিমুখ করে রাখে, যাতে বিদ্বানরা তাদের সঠিক জ্ঞান ও সুপথ প্রদর্শন করতে না পারে। আর তারা (চরমপন্থীরা) যেন তাদের সীমালঙ্ঘন ও ভ্রষ্টতার মধ্যেই ডুবে থাকে।"[১৯৯]

সুতরাং চরমপন্থা সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির অনুসরণ যে একটি অন্যতম কারণ তা বলাই বাহুল্য।

মহান আল্লাহ প্রবৃত্তির অনুসারীকে বিভ্রান্ত বলে ঘোষণা করে বলেছেন ঃ

ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله-

"আল্লাহর পথনির্দেশকে অগ্রাহ্য করে যে ব্যক্তি প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তার চেয়ে বিভ্রান্ত আর কে হতে পারে?"[২০০]

তিনি আরো বলেছেন ঃ

ولا تتبتع الهوى فيضلك عن سبيل الله-

"আপনি প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। কারণ তা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দিবে।"[২০১]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন ঃ

ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل -

---

১৯৯. *আবদুল মুহসিন ইবনু হামদ আল-আব্বাদ আল-বদর, বিআইয়ে আকলিন ওয়া দ্বীনিন ইয়াকুনুত তাফজীর ওয়াত তাদমীর জিহাদান (রিয়াদ ঃ দারুল মুগনী লিন নাশর ওয়াত তাওযি ১ম প্রকাশ, ২০০৩/১৪২৪ হিঃ), পৃষ্ঠা ৪-৫।*

২০০. *সূরা কাসাস ঃ ৪০।*

২০১. *সূরা সোয়াদ ঃ ২৬।*

www.pathagar.com

"যে সম্প্রদায় ইতিপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে, অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং যারা সরল পথ থেকেও বিচ্যুত হয়েছে তোমরা তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না।" ২০২

১০. শরীয়তের উপর ব্যক্তিপূজার প্রাধান্য

ব্যক্তিপূজার মাধ্যমেও গোঁড়ামীর বহিঃপ্রকাশ ঘটে। অর্থাৎ ব্যক্তির আনুগত্যে সীমালঙ্ঘনের মধ্য দিয়ে গোঁড়ামীর উদ্ভব ঘটে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

لا تطرونى كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله-

"তোমরা আমার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না–খ্রিস্টানরা যেমন ঈসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছিল। আমি কেবল আল্লাহর বান্দাহ ও তাঁর রাসূল।" ২০৩

সমাজের একশ্রেণীর মানুষ নীতি ও আদর্শের চেয়ে ব্যক্তিপূজায়ই বেশি ব্যস্ত। আদর্শের চেয়ে ব্যক্তির সাথে তাদের সম্পর্ক হয় গভীর। এর ফলে মুসলিম সমাজে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হয়।

এর মূল কারণ হচ্ছে তাকওয়া ও শরীয়তের চেয়ে ব্যক্তির প্রতি তাদের আসক্তি অত্যধিক। এর ফলে সমাজে বিভেদ, দলাদলি ও মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়। ব্যক্তিপ্রেম ও প্রবৃত্তিপূজা আদর্শ ও মূল্যবোধের স্থান দখল করে। ফলশ্রুতিতে গোঁড়ামী ও চরমপন্থার সৃষ্টি হয়। ২০৪

---

২০২. সূরা মায়িদা ঃ ৭৭।

২০৩. সহীহ আল-বুখারী।

২০৪. ইসলামী সমাজ বিপ্লবে যুবসমাজের ভূমিকা, পৃষ্ঠা ৩১-৩২।

www.pathagar.com

প্রতিকারের উপায় বা সমাধানের পথ

www.pathagar.com

গোঁড়ামী ও চরমপন্থার নিরসনে বা চিন্তাগত এ সমস্যার সমাধানে সর্বপ্রথম যা করণীয় তাহলো, সমস্যাসমূহ সঠিকভাবে চিহ্নিতকরণ ও যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ। আমাদের মতে সেসব সমস্যা সমাধানে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

০১. চরমপন্থা চিহ্নিতকরণে বাড়াবাড়ি পরিহার

এ ব্যাপারে ড. ইউসুফ আল-কারযাভী বলেছেন ঃ

> "আমি মনে করি যারাই এ সমস্যা সমাধান করতে চায় তাদের প্রত্যেককে হুকুমদানে মধ্যপন্থা ও ইনসাফ অবলম্বন করতে হবে। অন্যথায় তারা নিজেরাই চরমপন্থার আলোচনায় এবং তার সমাধানে চরমপন্থার আশ্রয় নিবে। এ ব্যাপারে ইনসাফ অবলম্বনের প্রথম আলামতটি হলো কথিত চরমপন্থা চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে এবং একে ভয় করা ও এ সম্পর্কে ভয় সৃষ্টির ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি না করা। যেমন আমরা আমাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে তিলকে 'তাল' ও বিড়ালকে 'উট' বানিয়ে থাকি। এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি খুবই ক্ষতিকর। কারণ তা বাস্তবতাকে বিকৃত করে আর পাল্লার মধ্যে হেরফের ঘটায় এবং কোন কিছুর প্রতি সঠিক দৃষ্টিদানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ফলে তার পক্ষে বা বিপক্ষে হুকুম হয় জুলুমকারী ও ত্রুটিপূর্ণ।" ২০৫

অনেক সময় 'ধর্মীয় চরমপন্থা' এসেছে অনুরূপ এক বাড়াবাড়ির প্রতিক্রিয়া স্বরূপ, ধর্মকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও ধর্মের প্রতি বিদ্রূপ করার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি থেকে। এমতাবস্থায় এই চরমপন্থাটা হয় স্বাভাবিক। কারণ তা ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া হিসেবে হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে প্রথমোক্ত বাড়াবাড়িকারীদেরকে আলোচনার রাস্তা করে দিতে হবে। তাদের মধ্যপন্থা ও ইনসাফ অবলম্বন করতে হবে। তাহলে দ্বিতীয় চরমপন্থীরাও প্রত্যাগমন করবে চরমপন্থা হতে। ফলে সকলে একত্রে মিলিত হতে ও বসবাস করতে পারবে।

---

২০৫. ডঃ ইউসুফ আল কারযাভী ঃ উপেক্ষা ও উগ্রতার বেড়াজালে ইসলাম, অনুবাদ ঃ ডঃ মাহফুজুর রহমান, খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৪।

www.pathagar.com

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো ধর্মের সীমালঙ্ঘনকারী ও ধর্ম নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপকারীরা যত না নিন্দা ও প্রতিরোধের সম্মুখীন হচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশি নিন্দা ও প্রতিরোধের শিকার হচ্ছে ধর্মীয় চরমপন্থীরা। অথচ উচিত ছিল উভয় ধরনের চরমপন্থীদের নিন্দিত হওয়া।

০২. কোমল কণ্ঠে উপদেশ দেয়া

গোঁড়ামী ও চরমপন্থী লোকদেরকে তাদের কর্মকাণ্ড পরিহার করার জন্য কোমল ব্যবহারের মাধ্যমে উপদেশ দিতে হবে। চড়া ও কড়া ভাষায় কথা বলা যাবে না। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা শিখিয়ে দিয়েছেন ঃ

فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أويخشى-

"দুর্দম অহংকারী ফিরাউনকে তোমাদের দু'জনে (মুসা ও হারুন) নরম ভাষায় কথা বলো। আশা করা যায় সে উপদেশ গ্রহণ করবে কিংবা আল্লাহকে ভয় করবে।"২০৬

০৩. কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার আশ্রয় গ্রহণ

কথা-বার্তা, আচার-আচরণে কৌশলী ও সহানুভূতিশীল হতে হবে, বিশেষতঃ যুবকদের সাথে। মনে রাখতে হবে গোঁড়ামী ও চরমপন্থা নেতিবাচক দিকসমূহ জনসম্মুখে তুলে ধরতে হবে কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার সাথে। চরমপন্থীদের প্রতি সহানুভূতি নিয়ে আন্তরিকতার সাথে তাদের মনোভাব পরিবর্তনের চেষ্টা করতে হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

أدع إلى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة-

"বুদ্ধিমত্তা, কৌশল ও উত্তম নসিহতের মাধ্যমে তোমার রবের দিকে আহ্বান কর।"২০৭

---

২০৬. *সূরা তা হা, আয়াত নং- ২।*

২০৭. *সূরা নাহাল, আয়াত নং- ১২৫।*

www.pathagar.com

০৪. যুক্তি দিয়ে বুঝানো

গোঁড়া ও চরমপন্থী লোকেরা সহজে অন্যের কথা বুঝতে চায় না, তাই তাদেরকে যুক্তি দিয়ে বুঝানোর চেষ্টা করতে হবে। এতে গোঁড়ামী কেটে যেতে পারে। আল্লাহ বলেন ঃ

وجادلهم بالتى أحسن—

সর্বোত্তম পন্থায় যুক্তি প্রয়োগ করো।[২০৮]

০৫. মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা সবার জন্য খোলা রাখতে হবে

আমাদেরকে সেই পুরাতন পন্থা পরিহার করতে হবে–যা নিয়ে সর্বদা নিরাপত্তারক্ষী ও গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা ভাবে। অর্থাৎ শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন ও শাস্তিদানের পন্থা পরিহারের ব্যবস্থা করতে হবে এবং স্বাধীনতার পরিবেশ বজায় রেখে সমালোচনাকে স্বাগত জানাতে হবে। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নসীহত ও উপদেশ দানের স্পিরিট পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। হযরত উমর রাদিআল্লাহু আনহু যেমন বলেছিলেন তেমনি আমাদেরকেও বলতে হবে—

> *"উপদেশদাতার প্রতি চিরদিন অভিনন্দন। তাকে সকাল-বিকাল অভিনন্দন জানাই। আল্লাহ তা'আলা সে লোককে মেহেরবানী করুন যিনি আমাকে আমার নিজের দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে অবগত করেন।"*

হযরত উমর রাদিআল্লাহু আনহু তাঁকে উপদেশ ও পরামর্শদাতাকে উৎসাহিত করতেন। তার যেকোন কর্মের সমালোচককে স্বাগত জানাতেন।

০৬. জনগণের আক্বীদা-বিশ্বাস ও মূল্যবোধের প্রতি শাসক -দের শ্রদ্ধা প্রদর্শন

প্রত্যেক জাতিরই তার নিজের আকীদা-বিশ্বাস অনুযায়ী শাসিত হওয়ার অধিকার রয়েছে। তাদের এ অধিকারও আছে যে, তাদের আইন-কানুন ও সংবিধানে তাদের আকীদা-বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যের প্রতিফলন ঘটবে এবং শিক্ষানীতিও সে অনুযায়ী প্রণীত হবে। আর সংস্কৃতি ও প্রচারমাধ্যমগুলো

---

২০৮. সূরা নাহল, আয়াত নং ১২৫।

www.pathagar.com

আক্বীদা-বিশ্বাসের সাহায্যে এবং তার প্রচার-প্রোপাগাণ্ডায় ব্যবহৃত হবে। মুসলিম শাসকদের তার প্রজাসাধারণের আক্বীদা-বিশ্বাস, চেতনা ও মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাবান ও আস্থাশীল হতে হবে। এতে চরমপন্থা সৃষ্টির আশংকা অনেকাংশে কমবে।

০৭. সামাজিকভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ

উগ্রপন্থা ও চরমপন্থা প্রতিকারে সমাজের ভূমিকা সর্বাধিক। কেননা সমাজ অনৈতিক ও ধর্মহীন অপতৎপরতা প্রতিরোধে অগ্রগামী হলে চরমপন্থার উদ্ভব হতে পারে না, হলেও তা সমাজে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। তাই সমাজকেই গোঁড়ামী ও চরমপন্থা প্রতিকারে ভূমিকা পালন করতে হবে।

তাছাড়া সমাজে পারস্পরিক বিরোধিতা, অস্থিতিশীলতা, মুসলমানদের ইসলাম -বিমুখিতা ইত্যাদির প্রভাব রয়েছে চরমপন্থা সৃষ্টি ও প্রসারে।[২০৯]

এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাথমিক পদক্ষেপ হচ্ছে ইসলামের প্রতি আন্তরিক, সুদৃঢ় ও সুস্পষ্ট সামাজিক অবস্থান গ্রহণ ও সার্বিক ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টিতে সচেষ্ট ও যত্নবান হওয়া।

দ্বিতীয়তঃ একজনের দোষ অন্য একজনের উপর চাপানোর প্রবণতা পরিহার করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ولا تزر وازرة وزر أخرى-

"কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না।"[২১০]

তেমনি সংখ্যালঘুর দোষ সংখ্যাগুরুর উপর চাপিয়ে দেয়া অনুচিত।

একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে কোন মানুষের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড বিচার করা যায় না বরং তার সামগ্রিক কর্মকাণ্ড ও আচরণের আলোকেই মূল্যায়ন করতে হবে। সুতরাং যার অসৎ কর্মের চেয়ে সৎ কর্ম বেশি সে-ই সৎ ও ভাল।

তৃতীয়তঃ আচরণে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা। সমাজের দায়িত্বশীলদের কথাবার্তা, আচার-আচরণে ভারসাম্য বজায় রাখা, সুবিবেচক ও উদার হওয়া

---

২০৯. আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী, উপেক্ষা ও উগ্রতার বেড়াজালে ইসলামী জাগরণ, অনুবাদ- ড. মাহফুজুর রহমান (ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ ঃ ২০০৪), পৃষ্ঠা ১৩৮-১৩৯।

২১০. সূরা আনআম ঃ ১৬৪।

www.pathagar.com

আবশ্যক। সত্য ও প্রকৃত ঘটনাকে বিকৃত করে উপস্থাপন করলে বিচারব্যবস্থা হয় দোদুল্যমান, সুচিন্তা হয় কলুষিত।২১১

০৮. বুদ্ধিবৃত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ

বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়েও চরমপন্থার প্রতিকার করতে হবে। চরমপন্থী ও গোঁড়ামী চিন্তাধারার উৎস যেহেতু মেধা ও মনন, তাই তা উৎখাতে মেধাকে কাজে লাগাতে হবে। মনস্তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কৌশল অবলম্বন করে অত্যন্ত সতর্কতা ও ধৈর্যের মাধ্যমে গোঁড়ামী ও চরমপন্থাকে দমন করতে হবে। চরমপন্থা প্রতিরোধে চরমপন্থা, গোঁড়ামীর মোকাবিলায় গোঁড়ামী, সন্ত্রাসের মোকাবিলায় সন্ত্রাস, অপকর্মের প্রতিরোধে অপকর্ম ও মন্দের প্রতিবিধান মন্দ দ্বারা কিংবা নিছক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে করার চিন্তা সঠিক নয়। এতে সাময়িক সাফল্য অর্জিত হলেও শেষ পর্যন্ত তা ব্যর্থ হয়। পরিণতিতে তা পূর্বের তুলনায় আরো বৃদ্ধি পায়।

এক্ষেত্রে দেশে ও সমাজে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যাতে জনগণ বিভিন্ন সমস্যায় বিজ্ঞ আলিম, জ্ঞানী ও চিন্তাবিদদের সাথে আলোচনা ও মতবিনিময়ের সুযোগ পায়। আব্দুল মুহসিন বলেছেন ঃ

وان طريق السلامة من الفتن الرجوع إلى أهل العلم كما حصل رجوع ألفين من الخوارج بعد مناظرة ابن عباس رضى الله عنهما-

"চরমপন্থার ফিতনা থেকে শান্তিলাভের পদ্ধতি হলো আলিমদেরকে দিকে প্রত্যাবর্তন। যেমন হযরত ইবনু আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুর সাথে আলোচনার পরে খারেজীদের ২০০০ লোক বিভ্রান্তিমুক্ত হয়ে সঠিক পথে ফিরে আসে।"২১২

---

২১১. *ইসলামী পুনর্জাগরণ ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা, রূপান্তর, মুহাম্মাদ সানাউল্লাহ আখুঞ্জী, আহসান পাবলিকেশন, ২০০৫/১৪২৬ হিঃ, পৃষ্ঠা ৮৫-৮৬।*

২১২. *আবদুল মুহসিন ইবনু হামদ আল-আব্বাদ আল-বদর, বিআইয়ে আকলিন ওয়া দ্বীনিন ইয়াকুনুত তাফজীর ওয়াত তাদমীর জিহাদান (রিয়াদ ঃ দারুল মুগনী লিন নাশর ওয়াত তাওযি ১ম প্রকাশ, ২০০৩/১৪২৪ হিঃ), পৃষ্ঠা ১৫।*

www.pathagar.com

০৯. সুশাসন ও অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা

চরমপন্থাকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে প্রতিহত করতে দেশের শাসকদেরকে ভূমিকা পালন করতে হবে। দেশে সুশাসন চালু ও অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

দেশ থেকে দুর্নীতি ও অস্থিতিশীলতা দূর করতে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করে জনগণের জান-মালের নিরাপত্তা বিধানে সক্রিয় হতে হবে। ধর্মে সীমালঙ্ঘনকারী ও ধর্ম নিয়ে পরিহাসকারীদের ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে হবে। সকল নাগরিককে নিজ ধর্মকর্ম পালনের অধিকার, সুযোগ ও স্বাধীনতা সমানভাবে দিতে হবে।[২১৩]

১০. ইসলামের নির্ভুল শিক্ষাদানের জন্য মিডিয়া প্রতিষ্ঠা

ইসলামের স্বরূপ তুলে ধরার জন্য শক্তিশালী ইসলামী মিডিয়া প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। জ্ঞানী ও মৌলিক চিন্তার অধিকারী আলিমদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দিকনির্দেশনা দান ও গাইড করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালনের সুযোগ করে দিতে হবে। কারণ এ সকল বিকৃত ও চরমপন্থী ধারণাগুলো মৌলিক চিন্তার অনুপস্থিতির কারণেই ঘটে থাকে। আর চিন্তার শূন্যতা থাকলেও মানুষের মনে গোঁড়ামী সৃষ্টি হয়।"[২১৪]

১১. অভিযোগ উত্থাপনে স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা অবলম্বন

বিশেষ কোন ধর্ম, জাতি বা গোষ্ঠীর প্রতি গোঁড়ামী ও চরমপন্থার অভিযোগ উত্থাপন করা সঙ্গত হবে না। এতে চরমপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি বাড়তে বৈ কমবে না। চরমপন্থা ও গোঁড়ামী মন্দ ও নিন্দনীয় তা যে ধর্মের লোকই করুক না কেন– এমন স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতে হবে।

---

২১৩. *আল্লামা ইউসুফ আল -কারযাভী, উপেক্ষা ও উগ্রতার বেড়াজালে ইসলামী জাগরণ, অনুবাদ- ড. মাহফুজুর রহমান (ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ ঃ ২০০৪), পৃষ্ঠা ১৪০-১৪৩।*

২১৪. *العالمية। সংখ্যা ১৮২, কুয়েত, জুন ২০০৫, পৃষ্ঠা ৩২।*

www.pathagar.com

১২. যুবকদের দৃষ্টিভঙ্গি সংশোধন

প্রথমে আমাদের যুবক ভাইদের দৃষ্টিভঙ্গি সংশোধন করে দিতে হবে তাহলে তারা যথাযথভাবে অন্তঃদৃষ্টি দিয়ে এবং দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে তাদের দ্বীনকে বুঝে নিতে পারবে।

১৩. শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে বাধা দান

গোঁড়ামী ও চরমপন্থাকে প্রথমে সাধারণভাবে দূর করার চেষ্টা করতে হবে। এতেও যদি কাজ না হয় তাহলে, ইসলাম শক্তিপ্রয়োগ করার নির্দেশ দিয়েছে। রাসূল ﷺ বলেছেন ঃ

ولتأخذن على يد الظالم فتأطروه على الحق أطرا—

"দুষ্কৃতিকারীর হাত ধরো এবং তাকে সত্যের দিকে চালিত করো।"২১৫

এছাড়া নিম্নোক্ত হাদীসেও শক্তিপ্রয়োগের নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ

من رأى منكرا فلغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه
وان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان —

"তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তি কোন অন্যায়-দুষ্কৃতি কাজ হতে দেখবে তার উচিত হাত দিয়ে শক্তিপ্রয়োগ করে তা পাল্টে দেয়া। যদি তা না পারে তবে মুখ দিয়ে ফিরাবে। যদি তা-ও না পারে তবে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করবে। আর এটাই ঈমানের দুর্বলতম অবস্থা।"২১৬

১৪. আইন সম্মতভাবে প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ

গোঁড়ামী ও চরমপন্থার ফলে অস্বাভাবিক অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা, হত্যাকাণ্ড, রক্তপাত প্রভৃতি অপকর্ম বিস্তৃতি লাভ করলে তা প্রতিরোধ করার জন্য

---

২১৫. *আল-হাদীস।*

২১৬. *আল-হাদীস।*

www.pathagar.com

ইসলাম প্রশাসনিকভাবে পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে। তা-ও আবার এককভাবে নিজের হাতে আইন তুলে নয়। বরং রাষ্ট্রীয়, প্রশাসনিক স্বীকৃতি ও অনুমোদন লাগবে।

বিচ্ছিন্নভাবে সশস্ত্র প্রক্রিয়া অবলম্বন করা যাবে না। এতে দেশে আরো একটি গৃহযুদ্ধ লেগে যাওয়ার আশংকা থাকে। তাই রাষ্ট্রীয়ভাবে বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ বন্ধের স্বাভাবিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

و قاتلوهم حتى لاتكون فتنة–

"বিশৃঙ্খলা সমূলে বিনাশ না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে লড়াই করে যাও। কেননা বিশৃঙ্খলা হত্যার চাইতেও জঘন্য অপরাধ।"২১৭

এতে সন্ত্রাস, হত্যা, অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখার নির্দেশ দিয়েছে ঃ

إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير–

"তোমরা যদি (বিশৃঙ্খলা, সন্ত্রাস ইত্যাদি) দূর করতে যুদ্ধ না করো তাহলে পৃথিবীতে ভয়াবহ অরাজকতা ও বিপর্যয় দেখা দিবে।"২১৮

এখানে রাষ্ট্রীয়ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশন দেয়া হচ্ছে। অন্যথায় সন্ত্রাস, হত্যা, বোমা আক্রমণ বন্ধ ও নির্মূল করা যাবে না।

১৫. রাষ্ট্রীয়ভাবে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান

নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী সন্ত্রাসীদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া কর্তব্য। একদা রাসূল ﷺ কতিপয় বেদুইন মুনাফিক মুসলমানের ছদ্মবেশে রাসূল ﷺ-এর কাছে আসলো। তারা ছিল রোগ-শোকে, অর্ধাহার-অনাহারে জরাজীর্ণ। রাসূল ﷺ চিকিৎসা স্বরূপ তাদেরকে উটের পাল দেখিয়ে দিলেন এবং সেখানে

২১৭. আল-কুরআন, সূরা আনফাল, আয়াত ঃ ৩৯।

২১৮. আল-কুরআন, সূরা আনফাল, আয়াত ঃ ৭৩।

www.pathagar.com

গিয়ে উটের দুধ পান করতে লাগলো। কিছু দিনের মধ্যে তারা সুস্বাস্থ্য ফিরে পেলো এবং উটগুলো ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য উটের রাখালকে হত্যা করে ফেললো।

উক্ত খবর রাসূল ﷺ-এর নিকট পৌঁছলে তাঁর নির্দেশে সাহাবীরা তাদেরকে বন্দী করে রাসূল ﷺ-এর কাছে নিয়ে আসেন।

অতঃপর রাসূল ﷺ রাষ্ট্রের প্রচলিত আইন অনুযায়ী সন্ত্রাসের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেন।২১৯

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেছেন ঃ

> 'বিপর্যয়, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী আক্রমণকারীর মতই। অর্থাৎ যে বিশৃঙ্খলা করবে সে আক্রমণকারীর শাস্তি পাবে। তার শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড।২২০

---

২১৯. আবু দাউদ ও বুখারী শরীফ।

২২০. মাওলানা আব্দুর রহীম ঃ আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার।

www.pathagar.com

গোঁড়ামী ও চরমপন্থার কুফল

www.pathagar.com

গোঁড়ামী ও চরমপন্থার অনেক কুফল রয়েছে। চরমপন্থার অবশ্যম্ভাবী কুফল হলো তা ধ্বংস ও অকল্যাণ ডেকে আনে, কল্যাণ ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে।

এখানে আমরা বিশেষ কয়েকটি কুফল নিয়ে আলোচনা করবো।

১. মানবীয় প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়

এই গোঁড়ামী ও চরমপন্থা এমন এক অপছন্দনীয় জিনিস–যা মানুষ সাধারণতঃ সহ্য ও বরদাশত করতে পারে না। কোন কোন লোকের পক্ষে তা সহ্য করা সম্ভব হলেও সবার পক্ষে তা সহ্য করা সম্ভব হয় না। শরীয়ত কোন বিশেষ শ্রেণীর জন্য নয় বরং সকলের জন্যই প্রদত্ত হয়েছে।২২১

এজন্য রাসূল ﷺ হযরত মায়াজ ও আবু মুসা রাদিআল্লাহু আনহুকে ইয়েমেনের শাসক করে পাঠানোর প্রাক্কালে তিনি তাঁদেরকে একথা বলে অসিয়ত করেছেন ঃ

يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولاتنفروا-

"তোমরা মানুষদের প্রতি সহজতা আরোপ করবে, কঠোরতা আরোপ করবে না। সুসংবাদ শোনাবে, ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলবে না। একে অন্যের আনুগত্য করবে, পরস্পর মতদ্বন্দ্বে লিপ্ত হবে না।" ২২২

২. গোঁড়ামী ক্ষণস্থায়ী

মানুষের সহনশীল ক্ষমতা সীমিত। তাই সে খুব দ্রুত একঘেয়েমী অনুভব করে। দু'একদিন কড়াকড়ি ও কঠোরতা সহ্য করতে পারলেও দীর্ঘ সময় ধরে কঠিন-কঠোর কাজে লিপ্ত থাকা তার স্বভাববিরুদ্ধ।

---

২২১. *ইসলামী পুনর্জাগরণ ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা, রূপান্তর, মুহাম্মাদ সানাউল্লাহ আখুঞ্জী, আহসান পাবলিকেশন, ২০০৫/১৪২৬ হিঃ, পৃষ্ঠা ২১; আল্লামা ইউসুফ আল -কারযাভী, উপেক্ষা ও উগ্রতার বেড়াজালে ইসলামী জাগরণ, অনুবাদ- ড. মাহফুজুর রহমান (ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ ঃ ২০০৪), পৃষ্ঠা ২৫-২৬।*

২২২. *বুখারী, মুসলিম।*

www.pathagar.com

একসময় এমন পরিস্থিতি আসে যখন সে শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এমনকি স্বাভাবিক কাজ-কর্মও সে পরিত্যাগ করে। কোন কোন ক্ষেত্রে আমলের কড়াকড়ি থেকে আমলহীনতায়, কঠোরতা হতে শিথিলতায় পরিবর্তিত হয়।২২৩

এজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ হলো ঃ

عليكم بما تطيقون، فو الله لايمل الله حتى تملوا،

وكان أحب الدين إلى الله ما داوم عليه صاحبه -

"আমল করতে থাকো, যা করা তোমার পক্ষে সম্ভব। কারণ যতক্ষণ না তোমরা ক্লান্ত হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর দানও বন্ধ হবে না। আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল হলো লাগাতার বা স্থায়ী আমল, যদিও তা পরিমাণে কম হয়।"২২৪

সকল উম্মতের জন্য মহানবী ﷺ-এর দেয়া এসব উপদেশ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এতে মধ্যপন্থা অবলম্বন ও ভারসম্যা রক্ষার উপদেশ দেয়া হয়েছে এবং ধর্মীয় ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও গোঁড়ামী পরিহার করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। গোঁড়ামীকে কঠোরভাবে পরিত্যাগ করতে বলা হয়েছে। এ মর্মে রাসূল ﷺ বলেছেন ঃ

الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه-

فسددوا وقاربوا- وابشروا-

"দ্বীন সহজ। যে দ্বীন নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে দ্বীন তার উপর বিজয়ী হবে। সুতরাং মধ্যপন্থা অবলম্বন করো, নিকটবর্তী হও এবং সওয়াবের সুসংবাদ দাও।"২২৫

২২৩. *আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী, উপেক্ষা ও উগ্রতার বেড়াজালে ইসলামী জাগরণ, অনুবাদ ঃ ড. মাহফুজুর রহমান (ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ ঃ ২০০৪), পৃষ্ঠা ২৬-২৭।*

২২৪. *সহীহ মুসলিম, কিতাবুর রিক্বাক, হাদীস নং- ৫৯৮৩।*

২২৫. *বুখারী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৭৬, হাদীস নং- ২২০, 'অযু' অধ্যায়।*

www.pathagar.com

৩. গোঁড়ামী অধিকার ও কর্তব্য বিপন্নকারী

গোঁড়ামী ও বাড়াবাড়ি অন্যের অধিকার ও কর্তব্যকে বিপন্ন করে। প্রত্যেক বাড়াবাড়ির মধ্যে কারো না কারো অধিকার হারানোর বেদনা বিজড়িত থাকে।২২৬

বাড়াবাড়ি ও গোঁড়ামী করে মানুষের অধিকার রক্ষা করা যায় না। ঘরের স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি থেকে শুরু করে আত্মীয়-স্বজন, পাড়া -প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব, সমাজ, রাষ্ট্র, কোন পর্যায়েই চরম পন্থা ও গোঁড়ামী করে অধিকার রক্ষা করা সম্ভব নয়। রাসূল ﷺ-এর আদর্শ হচ্ছে ঃ

إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا فاعط كل ذى حق حقه -

"তোমার উপর তোমার প্রভুর হক আছে, তোমার উপর তোমার নিজের হক আছে, তোমার উপর তোমার পরিবারেরও হক আছে। সুতরাং প্রত্যেককে তার হক দিয়ে দাও।"২২৭.

আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবাদত-বন্দেগীতে এমন মশগুল থাকতেন যে, তার স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যও উপেক্ষিত হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ একথা জানতে পেরে তাঁকে বলেছেন ঃ

ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت بلى يا رسول الله، قال: فلا تفعل، صم وأفطر، ونم وقم، فإن لجسمك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا-

---

২২৬. *ইসলামী পুনর্জাগরণ ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা, রূপান্তর, মুহাম্মাদ সানাউল্লাহ আখুঞ্জী, আহসান পাবলিকেশন, ২০০৫/১৪২৬ হিঃ, পৃষ্ঠা ২৩; আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী, উপেক্ষা ও উগ্রতার বেড়াজালে ইসলামী জাগরণ, অনুবাদ- ড. মাহফুজুর রহমান (ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ ঃ ২০০৪), পৃষ্ঠা ২৮-২৯।*

২২৭. *বুখারী ঃ কিতাবুস সাওম, হাদীস নং ১৮৩৯।*

www.pathagar.com

"হে আবদুল্লাহ! আমি কি শুনিনি যে, তুমি সারাদিন রোযা রাখো এবং সারারাত সালাত আদায় করো? আবদুল্লাহ বললেন, জ্বি হ্যাঁ হে আল্লাহর রাসূল! মহানবী ﷺ বললেন, এরূপ কোর না। তুমি রোযা রাখবে আবার বিরতিও দিবে। সালাত আদায় করবে আবার ঘুমাবেও। কেননা তোমার উপর শরীরের হক আছে, তেমনি তোমার উপর তোমার স্ত্রীর দাবি আছে এবং তোমার উপর মেহমানেরও হক আছে।"[২২৮]

এ মর্মে প্রখ্যাত সাহাবী সালমান ফারসী ও তাঁর একান্ত বন্ধু আবু দারদা রাদিআল্লাহু আনহুর মধ্যকার ঘটনাটিও প্রণিধানযোগ্য ঃ

عن أبى جحيفة وهب بن عبد الله صلى عليه وسلم قال: أخى النبى صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبى الدرداء، فزار سلمان أبا الدراء، فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال ما شانك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة فى الدنيا - فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما- فقال كل، فقال أنى صائم - فقال ما أنا باكل حتى تأكل - فلما كان الليل ذهب أبو الدر داء يقوم، فقال سلمان نم، فلما كان من أخر الليل قال سلمان قم الآن، فصليا جميعا- وقال سلمان إن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا- فاعط كل ذى حق حقه-فأتى النبى صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له فقال النبى صلى الله عليه وسلم صدق سلمان -

"রাসূলুল্লাহ ﷺ সালমান ফারসী ও আবু দারদার মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন কায়েম করে দিয়েছিলেন। একদা সালমান রাদিআল্লাহু আনহু

২২৮. সহীহ আল-বুখারী।

www.pathagar.com

আবু দারদার বাড়িতে বেড়াতে গেলেন। দেখলেন আবু দারদার স্ত্রী উম্মু দারদা জীর্ণবসন পরিহিতা। তিনি এর কারণ জিজ্ঞেস করলে উম্মু দারদা বললেন, আপনার ভাই আবু দারদার দুনিয়াবী কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। ইতিমধ্যে আবু দারদা এসে সালমান রাদিআল্লাহু আনহুর জন্য কিছু খাবার তৈরি করে নিয়ে আসলেন। সালমান রাদিআল্লাহু আনহু তাঁর সাথে আবু দারদাকে খেতে বললে তিনি বললেন, আমি রোযা রেখেছি। তখন সালমান রাদিআল্লাহু আনহু বললেন, তুমি না খেলে আমিও খাবো না। সুতরাং আবু দারদাও সালমানের সাথে খেলেন। রাতে আবু দারদা সালাতের জন্য উঠলে সালমান রাদিআল্লাহু আনহু তাকে ঘুমাতে যেতে বললেন। তিনি ঘুমাতে গেলেন। রাতের শেষ প্রান্তে সালমান রাদিআল্লাহু আনহু আবু দারদাকে বললেন, এখন ওঠো। তখন দু'জনে সালাত আদায় করলেন। পরে সালমান রাদিআল্লাহু আনহু আবু দারদাকে বললেন, তোমার উপর তোমার প্রভুর হক আছে, তোমার উপর তোমার আত্মার হক আছে, তোমার উপর পরিবারেরও হক আছে। সুতরাং প্রত্যেককে তার ন্যায্য অধিকার দাও।"[২২৯]

৪ . ধর্মে গোঁড়ামী অবাধ্যতা ও পাপাচারের জন্ম দেয়

আর এ অবাধ্যতা আল্লাহদ্রোহীতা ও কুফরী সৃষ্টি করে। এর ফলে শিরক পয়দা হয়, বিদআত বিস্তার লাভ করে–যা দূর করা দুষ্কর। কেননা বিদআতকে অনেকে ধর্মের অংশ বানিয়ে নেয়। এ কারণে তার বিরুদ্ধে কিছু বলা বিদআতীদের নিকট বিরাট অপরাধ। তাই বিদআত ফিসক বা পাপাচার থেকেও মারাত্মক। গোঁড়ামী থেকেই এই বিদআত সৃষ্টি হয় এবং বিদআতই বৃদ্ধি পেয়ে শিরকে রূপান্তরিত হয়।[২৩০]

---

২২৯. *বুখারী, ইমাম আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনু শারফ আন-নববী (৬৩১-৬৭৬ হিঃ) রিয়াযুস সালেহীন (দামেস্কঃ মাকতাবাতু দারুল ফীহা, ১৩শ প্রকাশ ঃ ১৯৯৪/১৪১৪ হিঃ), পৃষ্ঠা ৭৭।*

২৩০. *দ্বীন মে গুলূ, মাওলানা আবদুল গাফফার হাসান, পৃষ্ঠাঃ ৮।*

www.pathagar.com

ইসলামের দৃষ্টিতে গোঁড়ামী ও চরমপন্থা

www.pathagar.com

গোঁড়ামী ও চরমপন্থা সম্পর্কে আল-কুরআনের বাণী

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দ্বীনের মধ্যে গোঁড়ামী ও বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ বলেছেন ঃ

يـا أهـل الـكـتـاب لا تـغـلـوا فـى ديـنـكـم ولا تـقـولـوا عـلـى الله إلا الـحـق-

"হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি কোর না এবং আল্লাহ তা'আলার শানে নিতান্ত সত্য বিষয় ছাড়া কোন কথা বলো না।"২৩১

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ঃ

قـل يـا أهـل الـكـتـاب لا تـغـلـوا فـى ديـنـكـم غـيـر الـحـق ولا تـتـبـعـوا أهـواء قـوم قـد ضـلـوا مـن قـبـل وأضـلـوا كـثـيـرا وضـلـوا عـن سـواء الـسـبـيـل -

"বলুন, হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা নিজ ধর্মে অন্যায় বাড়াবাড়ি কোর না এবং এতে ঐ সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তির অনুসরণ কোর না, যারা পূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে। তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে।"২৩২

আলোচ্য আয়াতদু'টিতে যদিও আহলে কিতাবদের সম্বোধন করা হয়েছে তবু আয়াতদু'টি ব্যাপকভিত্তিক। এর মধ্যে সকল সম্প্রদায় অন্তর্ভুক্ত। সকলকে উক্ত কাজ করা থেকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে। অর্থাৎ নাসারারা যেমন হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ও ইহুদীরা যেমন উযায়েরের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছিল তারা যেন অনুরূপ না করে।২৩৩

---

২৩১. *সূরা নিসা ঃ ১৭১।*

২৩২. *সূরা মায়িদা ঃ ৭৭।*

২৩৩. *শায়খ আহমাদ ইবন হাজরাল বুতামী আলে ইবন আলী, তাহরীরুল জামান ওয়াল আরকান (দামেস্ক ঃ দারুল ফীহা, ১ম মুদ্রাণ ঃ ১৯৯৪/১৪১৪), পৃষ্ঠা ১৭।*

www.pathagar.com

মহানবী ﷺ-ও গোঁড়ামী থেকে সতর্ক করে ঘোষণা দিয়েছেন ঃ

اياكم والغلو فى الدين- فانما هلك من كان قبلكم بالغلو فى الدين -

"তোমরা ধর্মের মধ্যে বাড়াবাড়ি ও গোঁড়ামী করা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি ও গোঁড়ামী করার কারণেই তোমাদের পূর্ববর্তী জাতি ধ্বংস হয়েছে।" ২৩৪

ইসলাম যেকোন ধরনের একগুঁয়েমী, উগ্রতা ও কঠোরতাকে কেবল নিরুৎসাহিত করেনি বরং এর প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

পক্ষান্তরে ইসলামকে মানবজাতির জন্য অত্যন্ত সহজ ও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

إن الدين يسر (ولاعسر)، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا-

"নিশ্চয়ই দ্বীন সহজ-সরল, কঠিন নয়। দ্বীন নিয়ে যে বাড়াবাড়ি করে দ্বীন তার উপর বিজয়ী হয়। কাজেই তোমরা মধ্যপন্থা অবলম্বন করো এবং তার নিকটবর্তী হও, আশান্বিত থাকো।" ২৩৫

তিনি অন্য এক হাদীসে বলেছেন ঃ

لاتشددوا على أنفسكم، فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم-

"তোমরা নিজেদের উপর কঠোরতা আরোপ কোর না। অন্যথায় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর কঠোরতা আরোপ করবেন। কেননা কোন এক সম্প্রদায় নিজেদের উপর কঠোরতা আরোপ

---

২৩৪. নাসাঈ, সিলসিলা সহীহা, হাদীস নং ১২৮৩।

২৩৫. সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৬, হা/২২০ 'অযু' অধ্যায়।

www.pathagar.com

করেছিল, ফলে আল্লাহও তাদের প্রতি কঠোরতা চাপিয়ে দিয়েছিলেন।"২৩৬

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين -

"তোমাদেরকে মূলতঃ সহজ করেই পাঠানো হয়েছে, কঠিন করে পাঠানো হয়নি।" ২৩৭

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে ঃ

إن الله لم يبعثني معنتا ولامتعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا-

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আমাকে বোঝা হিসেবে এবং একগুঁয়ে-জেদী করে পাঠাননি, বরং তিনি আমাকে একজন সহজপন্থী শিক্ষক হিসেবে পাঠিয়েছেন।"২৩৮

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وما جعل عليكم في الدين من حرج-

"তিনি (আল্লাহ) দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেননি।"২৩৯

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (স.) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ নিঃসন্দেহে ইসলামী জীবন বিধান সহজ, যে কেউ দ্বীনের কাজে বেশী কড়াকড়ি করে, তাকে দ্বীন পরাজিত করে দেয়। কাজেই তোমরা মধ্যম পথ অবলম্বন কর এবং উত্তম কাজের কাছাকাছি হও,

---

২৩৬. ইমাম হাফেয ইমাদুদ্দীন আবুল ফেদা ইসমাঈল ইবনু কাসীর আদ-দিমাস্কী ঃ তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, ৪র্থ খণ্ড (বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ, তৃতীয় প্রকাশ ঃ ১৯৮৯/১৪০৯), পৃষ্ঠা ৩৩৯।

২৩৭. সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৬, হা/২২০।

২৩৮. সহীহ মুসলিম, ৯-১০ম সংযুক্ত খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২৩, হা/৩৬৭৩ 'তালাক' অধ্যায়।

২৩৯. সূরা হজ্জ ঃ ৭৮।

www.pathagar.com

রহমতের আশা রাখো। আর সকাল বিকেলে ও রাতের কিছু অংশে (ইবাদতের মাধ্যমে) সাহায্য চাও।[২৪০]

তিনি আরো বলেছেন ঃ

لا إكراه فى الدين-

"দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই।"[২৪১]

অন্যত্র আল্লাহ বলেন ঃ

لايكلف الله نفسا إلا وسعها-

"আল্লাহ তা'আলা কারো উপর এমন কোন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না, যা তার সাধ্যাতীত।"[২৪২]

অতএব ইসলামে গোঁড়ামী, চরমপন্থা, বাড়াবাড়ি, উগ্রতা, জবরদস্তি, কঠোরতা ইত্যাদির যেমন আশ্রয় নেই, তেমনি শৈথিল্যতারও ঠাঁই নেই। এগুলো সবই ইসলামে নিষিদ্ধ।

---

২৪০. সহীহ বুখারী, হাদীস নং৩৯।

২৪১. সূরা বাকারা ঃ ২৫৬।

২৪২. সূরা বাকারা ঃ ২৮৬ ও সূরা তালাক ঃ ৭।

www.pathagar.com

চরমপন্থা আল্লাহ্ তা'আলার কর্মনীতির পরিপন্থী

www.pathagar.com

ইসলাম প্রচারে আল্লাহ তা'আলার কর্মনীতি

আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ-কে পাঠিয়েছেন দাওয়াত ও তাবলীগের মহান দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার উদ্দেশ্যে। এর জন্য সার্বিক দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। দ্বীন প্রচারের ক্ষেত্রে সহজ সরল পন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। কঠোরতা বা চরমপন্থা অবলম্বন করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। কে ইসলাম গ্রহণ করলো আর কে গ্রহণ করলো না সেটা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাধীন। কেউ দ্বীন গ্রহণ না করলে পেরেশান ও বিচলিত হওয়া রাসূলের শানের খেলাফ। রাসূল ﷺ একজন প্রচারকারী ও সতর্ককারী মাত্র। দ্বীন প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে চরমপন্থা অবলম্বন করা আল্লাহর নিয়ম-নীতির বিরোধী। আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন ঃ

ولوشاء ربك لأمن من فى الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين -

"তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীরতে যারা আছে সকলেই ঈমান আনতো। তবে কি তুমি মুমিন হওয়ার জন্য মানুষের উপর জবরদস্তি করবে?" ২৪৩

ولوشاء الله ما أشركوا- وما جعلناك عليهم حفيظا، وما انت عليهم بوكيل -

"আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তবে তারা শিরক করতো না এবং তোমাকে তাদের জন্য রক্ষক নিযুক্ত করিনি। আর তুমি তাদের অভিভাবক নও।" ২৪৪

إن عبادى ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا -

"আমার বান্দাহদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই। কর্মবিধায়ক হিসেবে তোমার রবই যথেষ্ট।" ২৪৫

---

২৪৩. সূরা ইউনুস ঃ ৯৯।
২৪৪. সূরা আল-আন'আম ঃ ১০৭।
২৪৫. সূরা বনী ইসরাইল ঃ ৬৫।

www.pathagar.com

فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا- إن عليك إلا البلغ-

"ওরা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তোমাকে তো তাদের রক্ষক করে পাঠাইনি।" ২৪৬

من يطع الرسول فقد أطاع اللّه -ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا-

"কেউ রাসূলের আনুগত্য করলে সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করলো। এবং মুখ ফিরিয়ে নিলে তোমাকে তাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে প্রেরণ করিনি।"২৪৭

আল্লাহ তা'আলা নবীর দায়িত্ব সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বলেছেন ঃ

فذكر إنما أنت مذكر- لست عليهم بمصيطر -

"অতএব তুমি উপদেশ দাও, তুমি তো একজন উপদেশদাতা। তুমি তাদের কর্মনিয়ন্ত্রক নও।" ২৪৮

অতএব এ কথা সুস্পষ্ট যে, দ্বীন প্রচারের ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বন করা শরীয়তের দৃষ্টিতে গর্হিত কাজ ও আল্লাহ পাকের কর্মনীতির পরিপন্থী।

---

২৪৬. সূরা আশ-শূরা ঃ ৪৮।

২৪৭. সূরা আন-নিসা ঃ ৮০।

২৪৮. সূরা আল-গাশিয়াহ ঃ ২১ ও ২২।

www.pathagar.com

চরমপন্থা অবলম্বন আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ

www.pathagar.com

ইসলাম প্রচারকারীর আচার-ব্যবহার

ইসলাম প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে কোমল ব্যবহারের দাবি রাখে। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কঠোরতা বা জোরপুর্বক ইসলাম গ্রহণের প্রচেষ্টা দাওয়াতের মূল টার্গেটকে বুমেরাং করে দেয়। এজন্য যে ব্যক্তি বা দল চরমপন্থা অবলম্বন করে সে ব্যক্তি বা দল আল্লাহর রেজামন্দি হাসিল করতে পারে না, বরং আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টির কোপানলে পতিত হয়। যেমন রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন ঃ

من يحرم الرفق يحرم الخير كله -

"যে ব্যক্তি কোমল ব্যবহার থেকে বঞ্চিত (কঠোরতা বা চরমপন্থা অবলম্বন করার কারণে) সে (আল্লাহর) কল্যাণ থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত।"[২৪৯]

রাসূল ﷺ আরো বলেছেন ঃ

إن الله رفيق يحب الرفق ويعطى على الرفق مالا يعطى على العنف -

"আল্লাহ তা'আলা কোমল ব্যবহার করেন এবং কোমল ব্যবহারকারী ব্যক্তিকে ভালবাসেন। তিনি কোমলতার ফলে এমন কিছু দান করেন যা কঠোরতা বা চরমপন্থা অবলম্বনকারীকে দান করেন না।"[২৫০]

অতএব কঠোরতা বা চরমপন্থা নয়, কোমলতাই দ্বীন প্রচারের সহায়ক শক্তি। আল্লাহর নিকট কোমলতাই সন্তুষ্টি, আর কঠোরতা বা চরমপন্থা অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

---

২৪৯. ইমাম মুসলিম ঃ সহীহ মুসলিম, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুল বির, পৃষ্ঠা নং ১৫৮৯।

২৫০. প্রাগুক্ত, কিতাবুল বির, পৃষ্ঠা নং ১৫৯০।

www.pathagar.com

চরমপন্থা নবুয়তবিরোধী কর্ম

www.pathagar.com

দ্বীন প্রচারের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি নিষেধ

দ্বীন প্রচারের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি বা চরমপন্থা অবলম্বন করা নবুয়তবিরোধী কর্ম। প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ তাঁর সুদীর্ঘ নবুয়তী জিন্দেগীতে কঠোরতা, বাড়াবাড়ি কিংবা চরমপন্থার আশ্রয় নেননি। বিশ্বমানবতার জন্য তিনি ছিলেন উত্তম আদর্শের উজ্জ্বল প্রতীক। দয়া, কোমলতা, সরলতা, প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার, সুমধুর বাক্যালাপ ছিল তাঁর দাওয়াতের মূল হাতিয়ার।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين -

"আমি বিশ্ববাসীর করুণার আঁধার হিসেবে তোমাকে পাঠিয়েছি।"

নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ

إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين -

"আমাকে সরলপন্থা অবলম্বন করার জন্য পাঠানো হয়েছে, চরমপন্থা অবলম্বনের জন্য নয়।"[২৫১]

অন্য হাদীসে এসেছে ঃ

ماخير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما مالم يكن إثما-

"কখনো এমন হয়নি যে, আল্লাহ রাসূল ﷺ-কে দু'টি বিষয়ের মধ্যে একটি অবলম্বন করার সুযোগ দেয়া হয়েছে এবং তিনি তার মধ্য থেকে সহজটাকে গ্রহণ করেননি। তবে যদি তা গুনাহের নামান্তর না হয়ে থাকে।"[২৫২]

---

২৫১. ইমাম বুখারী ঃ সহীহুল বুখারী, ১ম খণ্ড (বৈরুত, ইয়ামামা, দারু ইবনে কাসির, ৩য় সংস্করণ ঃ ১৪০৭ হিঃ/১৯৮৭ ইং) পৃষ্ঠা নং ৮৯।

২৫২. ইমাম মুসলিম ঃ সহীহ মুসলিম, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুল বির, পৃষ্ঠা নং ১৫৯০।

www.pathagar.com

বাড়াবাড়ি বা চরমপন্থা অবলম্বন বিশ্বনবীর আদর্শের সাথে বা চরিত্রের সাথে সম্পূর্ণ বেমানান। নবুয়তের দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহর বাণী ঃ

وما علينا إلا البلغ المبين -

"স্পষ্টভাবে প্রচার করাই আমাদের দায়িত্ব।"২৫৩/১

অতএব কাউকে ভয় দেখিয়ে বা জোর করে মুসলমান বানানোর দায়িত্ব নবীর কাজ নয়। এটা সম্পূর্ণ আল্লাহর ইচ্ছাধীন।

আল্লাহ্ তা'আলা নবী (সা.কে উদ্দেশ্য করে বলেন–

لست عليهم بمصيطر -

তুমি তাদের কর্মনিয়ন্ত্রক নও।"২৫৩/২

২৫৩/১. সূরা ইয়াসিন ঃ ১৭।

২৫৩/২. সূরা আল-গাশিয়াহ ঃ ২২।

www.pathagar.com

চরমপন্থা বিশ্বনবী (সা)-এর আদর্শবিরোধী

www.pathagar.com

বিশ্ববাসীর প্রতি আল্লাহর আহ্বান জানানোর ভাষা

আল্লাহ তা'আলা বিশ্ববাসীকে আহবান জানিয়েছিলেন এ ভাষায় ঃ

لقدكان لكم فى رسول الله أسوة حسنة -

"তোমাদের জন্য রাসূল ﷺ-এর জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ।" ২৫৪

নবী করীম ﷺ-কে লক্ষ্য করে আল্লাহ বলেন ঃ

وانك لعلى خلق عظيم -

"তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।" ২৫৫

মহানবীর উত্তম আদর্শ ও মহান চরিত্র ইসলাম গ্রহণের প্রতি মানুষকে প্রলুব্ধ করেছিল। তিনি বাড়াবাড়ি বা চরমপন্থা অবলম্বন করলে মানুষ তাঁর নিকট থেকে দূরে সরে যেতো। এর থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বলেছেন ঃ

أحسن كما أحسن اللّه إليك -

"লোকের সাথে সদয় ব্যবহার করো, যেমন আল্লাহ তা'আলা তোমার সাথে উত্তম ব্যবহার করেছেন।" ২৫৬

ولايأتونك بمثل إلا جئنك بالحق وأحسن تفسيرا-

"হে মুহাম্মদ ﷺ! এসব লোকেরা তোমার কাছে যেসব নিত্যনতুন অভিযোগ নিয়ে আসছে, আমি তার জবাবে তোমাকে সঠিক, অতি উত্তম ও সুস্পষ্ট যুক্তি অবশ্যই বলে দেব।" ২৫৭

---

২৫৪. সূরা আল-আহযাব ঃ ২১।

২৫৫. সূরা আল-কালাম ঃ ৪।

২৫৬. সূরা আল-কাসাস ঃ ৭৭।

২৫৭. সূরা আল-ফুরকান ঃ ৩৩।

www.pathagar.com

কাফির-মুশরিকদের শত অত্যাচার, নির্যাতন, অশ্লীল কথা, পীড়াদায়ক ব্যবহার সবকিছুকেই ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করেছেন। কঠোরতা বা চরমপন্থা অবলম্বন করা থেকে বিরত থেকেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور -

"তোমাদেরকে শুনতে হবে আহলে কিতাব (ইহুদী, খ্রিস্টান) ও মুশরিকদের পক্ষ থেকে অনেক দুঃখজনক কথা। যদি এমন সময়ে তোমরা ধৈর্যধারণ করো এবং তাকওয়ার আচরণ করো, তাহলে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটা হবে বড়ই দৃঢ়সংকল্পের কাজ।" ২৫৮

২৫৮. সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮৬।

www.pathagar.com

চরমপন্থা ইসলামী চেতনার বিরোধী

www.pathagar.com

ইসলামের দৃষ্টিতে চরমপন্থা অবলম্বন

চরমপন্থা অবলম্বন ইসলামী আক্বীদা, বিশ্বাস ও চেতনার সম্পূর্ণ বিরোধী। ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থার নাম ইসলাম। এজন্য বিশ্বনবী ﷺ মুসলিম উম্মাহর প্রতি আহবান জানিয়েছেন ঃ

- يسروا ولاتعسروا بشروا ولاتنفروا

"সরলপন্থা অবলম্বন করবে, চরমপন্থা অবলম্বন করবে না। সুসংবাদ দাও, ঘৃণা সৃষ্টি কোর না।"২৫৯

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ولو شاء ربك لأمن من فى الأرض كلهم جميعا افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين -

"তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে যারা আছে সবাই ঈমান আনতো। তবে কি তুমি মুমিন বানানোর জন্য মানুষের উপর জবরদস্তি করবে?"২৬০

لاإكراه فى الدين قدتبين الرشد من الغى -

"দ্বীন সম্পর্কে বাড়াবাড়ি নেই। সত্য পথ ভ্রান্ত পথ হতে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে।"২৬১

অতএব দ্বীন প্রচারের জন্য ভীতি প্রদর্শন ও মানুষ হত্যার মাধ্যমে আতঙ্ক সৃষ্টি করা সম্পূর্ণ হারাম ও ইসলামী চেতনাবিরোধী। রাসূল ﷺ বলেন ঃ

- المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

"প্রকৃত মুসলমান সেই ব্যক্তি যার মুখ এবং হাত থেকে মুসলমান নিরাপদ থাকে।"২৬২

---

২৫৯. ইমাম বুখারী ঃ সহীহুল বুখারী, ১ম খণ্ড, কিতাবুল ইলম, পৃষ্ঠা নং ৪৬।

২৬০. সূরা ইউনুস ঃ ৯৯।

২৬১. সূরা আল-বাকারা ঃ ২৫৬।

২৬২. আবু দাউদ ঃ সুনানু আবু দাউদ, ৩য় খণ্ড ঃ কিতাবুল জিহাদ, পৃষ্ঠা ৯।

www.pathagar.com

চরমপন্থা ক্ষমা ও দয়ার পথ রুদ্ধ করে দেয়

www.pathagar.com

চরমপন্থার পরিণতি

চরমপন্থা অবলম্বন, কঠোরতা প্রদর্শন ও বাড়াবাড়ি ক্ষমা, দয়া ও কোমলতার পথকে রুদ্ধ করে দেয়। অথচ আমরা যদি ইসলামের প্রাথমিক দিক লক্ষ্য করি দেখতে পাই আমাদের প্রিয় নবীর ক্ষমা, দয়া ও কোমল ব্যবহার তাঁর দ্বীন প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রেখেছিল। আল্লাহ তা'আলাও কোমল ব্যবহারের প্রতি উৎসাহিত করেছেন। রাসূল ﷺ বলেছেন ঃ

إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله -

"আল্লাহ তা'আলা কোমল ব্যবহার করেন। তাই তিনি সকল ব্যাপারে কোমল ব্যবহার পছন্দ করেন।"২৬৩

إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ومالا يعطي على ما سواه -

"আল্লাহ কোমল ব্যবহার করেন এবং তিনি কোমল ব্যবহারকারী ব্যক্তিকে ভালবাসেন। তিনি কোমলতার ফলে এমন কিছু দান করেন যা কঠোরতা বা অন্যকোন ব্যবহারের ফলে দান করেন না।"২৬৪

আল্লাহ ক্ষমা প্রদর্শনের জন্য নিজ রাসূলকে আহ্বান জানিয়ে বলেন ঃ

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين -

"হে নবী! কোমলতা ও ক্ষমার আচরণ করো এবং ভাল কাজের প্রেরণা দিতে থাকো এবং জাহিলদের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হইও না।"২৬৫

চরমপন্থা ধ্বংস ডেকে আনে

আগেই বলা হয়েছে পূর্ববর্তী জাতিসমূহ ধ্বংস ও বিপথগামী হয়েছে বাড়াবাড়ি ও চরমপন্থা অবলম্বন করার কারণে। চরমপন্থা দ্বীন প্রচারের কোন সঠিক পন্থা নয়। বরং বাড়াবাড়ি ও কঠোরতা অবলম্বন দ্বীনের বিপর্যয় ও ধ্বংস ডেকে আনে।

---

২৬৩. ইমাম বুখারী ঃ সহীহ বুখারী, ৮ম খণ্ড, কিতাবুল আদব, পৃষ্ঠা ২১।
২৬৪. ইমাম মুসলিম ঃ সহীহ মুসলিম, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুল বির, পৃষ্ঠা ১৫৯০।
২৬৫. সূরা আল-'আরাফ ঃ ১৯৯।

www.pathagar.com

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত রাসূল ﷺ এক বক্তৃতায় তিন বার বলেন ঃ – هلك المتنطعون

"কঠোরতা অবলম্বনকারীরা ও বাড়াবাড়ির পথ গ্রহণকারীরা ধ্বংস হয়ে গেল।"২৬৬

এ জন্য কুরআন ও সুন্নাহ চরমপন্থার ঘোর বিরোধী। মহানবী ﷺ-এর মক্কা বিজয়োত্তর ক্ষমা প্রার্থনা ইসলাম প্রসারের পথকে ত্বরান্বিত করেছিল।

চরমপন্থা ফিতনা সৃষ্টি করে

চরমপন্থা ইসলাম নিষিদ্ধ একটি পন্থা। এর মাধ্যমে ফিতনা -ফাসাদের সৃষ্টি হয়। বোমা মেরে, ভয় দেখিয়ে, উড়ো চিঠি দিয়ে ইসলাম কায়েম বা ইসলামী আইন বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা মূলতঃ ফিতনা-ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। এ জাতীয় ফিতনা থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর বাণী ঃ

– الفتنة أشد من القتل — "ফিতনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর।"২৬৭

এখানে 'ফিতনা' অর্থ দাঙ্গা, সন্ত্রাস, বিশৃঙ্খলা, গৃহযুদ্ধ ও ধর্মীয় নির্যাতন ইত্যাদি উদ্দেশ্য।২৬৮

আর এ কারণেই তিনি বলেন ঃ

– إن الله لايحب المفسدين

"আল্লাহ তা'আলা ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের ভালবাসেন না।"

অন্যদিকে আল্লাহ তা'আলা মুমিন ব্যক্তির প্রশংসা করতে যেয়ে বলেন ঃ

لايريدون علوا فى الأرض ولافسادا–

"তারা দুনিয়াতে উচ্চক্ষমতা ও ফাসাদ চায় না।"২৬৯

---

২৬৬. ইমাম মুসলিম ঃ সহীহ মুসলিম, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুল ইলম, পৃষ্ঠা নং ১৬৩২।
২৬৭. সূরা আল-বাকারা ঃ ১৯১।
২৬৮. আল-কুরআনুল কারীম (ইফাবা কর্তৃক অনুবাদকৃত), সূরা বাকারার ১৩৩ নং টীকা।
২৬৯. সূরা আল-কাসাস ঃ ৮৩।

www.pathagar.com

বেআইনী হত্যাকাণ্ড এবং কাউকে কাফির সাব্যস্ত করা সম্পর্কে হুঁশিয়ারী

www.pathagar.com

অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যাকারী জাহান্নামী

ইসলাম সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা না রেখে বিভিন্ন কলাকৌশলে মানুষ হত্যা করা পরিষ্কার হারাম। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল ﷺ-এর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما -

"যে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করবে তার শাস্তি জাহান্নাম। সেখানেই সে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তার উপর অভিসম্পাত করবেন এবং তার জন্য মহা শাস্তি প্রস্তুত করে রাখবেন।"২৭০

অন্যত্র এর নিকৃষ্ট ফলাফল সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا-

"যে কেউ সীমালঙ্ঘন জুলুমপূর্বক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করবে তাকে আমি জাহান্নামে দগ্ধ করবো।"২৭১

আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেছেন ঃ

ومن يفعل ذلك يلق أثاما - يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا-

"যে এটা করবে সে শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে সে অপমানজনক অবস্থায় স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে।"২৭২

---

২৭০. *সূরা নিসা ঃ ৯৩।*

২৭১. *সূরা নিসা ঃ ৩০।*

২৭২. *সূরা ফুরকান ঃ ৬৮-৬৯।*

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

من حمل علينا السلاح فليس منا-

"যে ব্যক্তি আমাদের উপর অস্ত্রধারণ করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।"২৭৩

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেছেন ঃ

سباب المسلم فسوق وقتاله كفر-

"মুসলিম ব্যক্তিকে গালি দেয়া ফাসিকী এবং হত্যা করা কুফরী।"২৭৪

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

لايحل دم امرى مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس والثيب الزانى والمفارق لدينه التارك للجماعة -

"এমন কোন মুসলিম ব্যক্তির রক্ত হালাল নয়, যে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই এবং সাক্ষ্য দেয় যে, আমি আল্লাহর রাসূল। তবে তিন শ্রেণীর ব্যক্তি ছাড়া ঃ ১. যার জানের বদলে জান ওয়াজিব হয়ে গেছে, ২. বিবাহিত ব্যভিচারী এবং ৩. ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করে যে ব্যক্তি মুসলিম জামায়াত থেকে বের হয়ে গেছে।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্য হাদীসে বলেছেন ঃ

من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولاعلا-

---

২৭৩. *মুত্তাফাক আলাইহ, সহীহ বুখারী, হা/৬৮৭৪, মুসলিম, হা/১৬১, মিশকাত, হা/৩৫২০।*

২৭৪. *মুত্তাফাক আলাইহ, বুখারী, হা/৪৮, মুসলিম, হা/১১৬, মিশকাত, হা/৩৪৪৬।*

www.pathagar.com

"যে ব্যক্তি কোন মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করে উল্লাস প্রদর্শন করে, আল্লাহ তা'আলা তার কোন ফরয এবং নফল ইবাদত কিছুই কবুল করবেন না।"২৭৫

রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত কঠোরতা আরোপ করে বলেছেন ঃ

لو أن أهل السموات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لكبهم الله جميعا على وجوههم فى النار -

"যদি আসমান-জমিনের সকল অধিবাসী একত্রিত হয়ে কোন একজন মুসলমানকে হত্যা করে, আল্লাহ তা'আলা সকল অধিবাসীকেই মুখের উপর ভর করিয়ে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।"২৭৬

অনুরূপ কোন মুসলিম দেশের জিম্মীকেও শরীয়ত অনুমোদিত কারণ ছাড়া হত্যা করা মহা অপরাধ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما-

"যে ব্যক্তি কোন জিম্মীকে (বিনা কারণে) হত্যা করবে সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। জান্নাতের সুগন্ধি চল্লিশ বছরের পথের দূরত্ব পর্যন্ত পাওয়া যাবে।"২৭৭

আরো এক জায়গায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

من قتل معاهدا فى غير كنهة حرم الله عليه الجنة-

"যে ব্যক্তি বিনা অপরাধে কোন জিম্মীকে হত্যা করবে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর জান্নাতকে হারাম করে দিবেন।"২৭৮

---

২৭৫. *সহীহ আবু দাউদ, হা/৪২৭০।*

২৭৬. *সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/৬২৯ পৃ, তিরমিযী, মিশকাত, হা/৩৪৬৪।*

২৭৭. *সূত্র ঃ বুখারী, হা/৩১৬৬।*

২৭৮. *আবু দাউদ, হা/২৭৬০, সনদ সহীহ, নাসাঈ, হা/৪৭৪৭।*

www.pathagar.com

কোন মুমিন-মুসলমানকে 'কাফির' আখ্যায়িত করার মতো আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত হতে সাবধান করে দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

لايرمى رجل رجلا بالفسوق، ولايرميه بالكفر، إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذالك -

"কেউ অন্যকোন ব্যক্তিকে 'ফাসিক' এবং 'কাফির' বলে অপবাদ দিবে না। কারণ সেই ব্যক্তি যদি তা না হয় তবে ঐ অপবাদ তার নিজের উপরই প্রত্যাবর্তিত হবে।"২৭৯

কালেমা পাঠকারী কোন ব্যক্তিকে হত্যা করার বিরুদ্ধে রাসূল ﷺ-এর কঠোরতা অত্যন্ত ভয়াবহ। যেমন এক যুদ্ধে জুহায়না গোত্রের জনৈক ব্যক্তিকে উসামা বিন যায়িদ রাদিআল্লাহু আনহু আঘাত করার জন্য উদ্যত হলে সে কালেমা পাঠ করে। এরপরও উসামা রাদিআল্লাহু আনহু ঐ ব্যক্তিকে আঘাত করেন এবং হত্যা করেন। এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট তুলে ধরা হলে তিনি বিস্ময়ের সাথে বলেছেন ঃ

أقتلته وقد شهد أن لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول الله إنما فعل ذلك تعوذا، قال فهلا شققت عن قلبه؟ وفى رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، قاله مرارا -

"সে কি কালেমা পড়ার পর তুমি তাকে হত্যা করেছো? উত্তরে উসামা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, সে নিজের জান বাঁচানোর জন্য কালেমা পড়েছে। উসামা রাদিআল্লাহু আনহু চুপ হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কেন তার হৃদয় ফেঁড়ে দেখলে না? অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বারংবার বলতে লাগলেন, কিয়ামতের দিন সে যখন কালেমা নিয়ে উপস্থিত হবে তখন তোমার কি কোন করণীয় থাকবে?"২৮০

---

২৭৯. *বুখারী, মিশকাত, হা/৪৮১৬।*

২৮০. *মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত, হা/৩৪৫০-৫১, বঙ্গানুবাদ, ৭ম খণ্ড, হা/৩৩০৩ 'কিসাস' অধ্যায়।*

www.pathagar.com

খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিআল্লাহু আনহুর দ্বারাও অনুরূপ ঘটনা ঘটলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর কাছে পরিত্রাণ ভিক্ষা করেন।[২৮১]

এমনকি কোন কাফির কোন মুসলিম ব্যক্তির দু'খানা হাত কেটে নেয়ার পরও যদি কালেমা পাঠ করে তবু তাকে হত্যা করা যাবে না বলে রাসূল ﷺ ঘোষণা করেছেন।[২৮২]

অনেকে মৌখিকভাবে স্বীকার করলেও অন্তরে 'কুফরী' করে মর্মে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অভিযোগ করলে তিনি বলেছেন ঃ

- إنى لم أؤمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم

"নিশ্চয়ই আমাকে মানুষের হৃদয় চিরে ফেলা এবং পেটকে ফেঁড়ে ফেলার নির্দেশ দেয়া হয়নি।" [২৮৩]

এজন্যই উহুদ যুদ্ধ থেকে ৩০০ ব্যক্তি মুনাফিক আব্দুল্লাহ বিন উবায়ের নেতৃত্বে ফিরে আসলেও রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেননি। সউদি আরবের উচ্চতর উলামা পরিষদের পক্ষ থেকে শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায রাহমাতুল্লাহ আলাইহির নেতৃত্বে বিশ্বের মোট ২১ জন বিখ্যাত পণ্ডিতের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বর্তমান প্রেক্ষাপট সম্পর্কে একটি লিফলেট প্রকাশ করা হয়েছে। এর শিরোনাম হলো ঃ

- خطورة التسرع فى التكفير والقيام بالتفجير

"ত্বরিত কাফির সাব্যস্ত করা ও বোমা বিস্ফোরণের সিদ্ধান্তের ভয়াবহতা।"

তাতে যেকোন অপরাধে যাকে-তাকে 'কাফির' আখ্যায়িত করে হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করাকে শরীয়তবিরোধী ও হারাম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

---

২৮১. *সূত্র ঃ বুখারী, হা/৭১৮৯।*

২৮২. *মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত, হা/৩৪৪৯, বঙ্গানুবাদ, হা/৩৩০২।*

২৮৩. *সূত্র ঃমুত্তাফাক আলাইহ, বুখারী, হা/৪৩৫১।*

www.pathagar.com

চরমপন্থা ও সন্ত্রাস বিরোধী ঢাকা ঘোষণা

গোঁড়ামী, চরমপন্থা ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ইসলামের অবস্থান জাতির সামনে তুলে ধরার লক্ষ্যে 'মিছবাহ ফাউন্ডেশন' ১৫ ডিসেম্বর ২০০৯ ঈসায়ী তারিখে ঢাকার উসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কিরামের এক ঐতিহাসিক সম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনে সর্ব -সম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয় ঃ*

ভূমিকা

বাংলাদেশে সকল ধর্মের মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে তাদের ধর্ম পালন এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় যে বা যারা বোমাবাজি, সন্ত্রাস ও গুপ্তহত্যাসহ নানাবিধ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট করছে, সর্বত্র ত্রাস ও ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি করে মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাপন প্রক্রিয়া নস্যাৎ করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে তাদের ব্যাপারে আজকের এই ঐতিহাসিক উলামা সম্মেলন নিম্নোক্ত প্রস্তাব অনুমোদন করছে ঃ

০১. যে বা যারা শান্তিপূর্ণ সুন্দর পরিবেশ বিনষ্ট করে তা অশান্ত করতে চায়; দেশে বিশৃঙ্খলা ও ফিৎনা সৃষ্টি করে, এরা ইসলামের দুশমন। আল-কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী আখিরাতে এদের জন্য রয়েছে কঠোরতম শাস্তি। এদের অপকর্ম রোধে এদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ত জরুরি। এদের বিরুদ্ধে বিধিমোতাবেক কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনের সূরা মায়িদার ৩৩ নং আয়াতে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা রয়েছে।

০২. বর্তমানে যে বা যারা বোমাবাজি অথবা অন্যকোন আইনবহির্ভূত পন্থায় মানুষ হত্যা করছে; পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের আলোকে এরা গোটা মানবজাতির হত্যাকারী। এরা শুধু ইসলামের দুশমন নয়, বরং গোটা মানবজাতির দুশমন।

---

* প্রস্তাবসমূহ প্রস্তুত করেন এ বইয়ের লেখক মোঃ মুখলেছুর রহমান।

www.pathagar.com

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—"যে মানুষ হত্যাকে আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন অন্যায়ভাবে তাকে হত্যা কোর না।"

(সূরা আনআম ঃ ১৫১)

০৩. কোন দেশ, জাতি বা গোষ্ঠীর প্রতি কোনভাবে শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে থাকলে ন্যায়ানুগ ও নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় তা নিরসনের চেষ্টা চালাতে হবে, অন্যায় ও ইনসাফবহির্ভূত পন্থায় তাদের সাথে আচরণ করা সম্পূর্ণ নাজায়েয। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—"কোন জাতির প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে বেইনসাফী করতে প্ররোচিত না করে, ইনসাফ কর, তা তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী।" (সূরা মায়িদা ঃ ৮)

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন—"দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ হতে বের করে দেয়নি তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ তা'আলা ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালবাসেন। (সূরা মুমতাহিনা ঃ ৮)

০৪. একটি শান্তিপূর্ণ সমাজে, যেখানে সকল নাগরিক তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অধিকার পুরোপুরি ভোগ করে থাকে সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি কোনক্রমেই অনুমোদনযোগ্য নয়। এরূপ ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান প্রতিটি নাগরিকের একান্ত কর্তব্য। ইসলামের জিহাদ, ক্বিতাল বা লড়াই হলো শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য, এগুলো বিঘ্নিত করার জন্য নয়।

একদা এক ব্যক্তি হযরত সা'দ রাদি আল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ তা'আলা কি বলেননি যে, "তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যতক্ষণ না ফিতনা-ফাসাদ দূরীভূত হয় এবং দ্বীন আল্লাহরই জন্য হয়।"

তখন হযরত সা'দ রাদি আল্লাহু আনহু বললেন—"আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই করেছি যতক্ষণ না ফিতনা-ফাসাদ নির্মূল হয়েছে। আর তুমি ও তোমার সাথীগণ লড়াই করতে চাও ফিতনা সৃষ্টির জন্য।"

এতে বুঝা যায় একটি সভ্য, স্থিতিশীল ও শান্তিপূর্ণ অবস্থানে জিহাদ ও ক্বিতালের নামে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অবকাশ নেই।

www.pathagar.com

০৫. দেশের সাধারণ নাগরিকদের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সন্ত্রাসীদেরকে গ্রেফতার করে তাদের বিরুদ্ধে বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি এ সম্মেলন উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে।

০৬. বর্তমানে যারা বোমাবাজি ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে এদেরকে আইনের হাতে সোপর্দ করা অতি জরুরি। এদের অবস্থান এবং কার্যকলাপ সম্পর্কে জানা থাকলে তা আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাকে অবহিত করার জন্য এ সম্মেলন সকল শান্তিপ্রিয় নাগরিকের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে।

০৭. ইসলাম সহজ-সরল ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। একগুঁয়েমি ও চরমপন্থা ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের জন্য সহজসাধ্যতা চান, কাঠিন্য চান না। আল্লাহ তা'আলা বলেন—"এটি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সহজ ব্যবস্থা ও অনুগ্রহ।"

(সূরা আল-বাক্বারা ঃ ১৭৮)

তিনি ইরশাদ করেন—"আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য সহজ করতে চান এবং তোমাদের জন্য জটিলতা চান না।" (সূরা বাক্বারা ঃ ১৮৫)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন—"আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর কোন অসুবিধা চাপিয়ে দিতে চান না।" (সূরা মায়িদা ঃ ৬)

তিনি আরো বলেন—"আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ভার হালকা করতে চান, কারণ মানুষকে দুর্বলভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে।" (সূরা নিসা ঃ ২৮)

০৮. ইদানীং সমাজে ইসলাম, ঈমান, কুফর, নিফাক, শিরক, জাহিলিয়াত, জিহাদ ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু লোকের মুখে বিভ্রান্তিমূলক ব্যাখ্যা শোনা যাচ্ছে। এর ফলে আবির্ভাব ঘটছে চরমপন্থার। এ সম্মেলন মনে করে ইসলামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পর্কে অগভীর জ্ঞান, আরাবী ভাষায় ব্যুৎপত্তির অভাব এই বিভ্রান্তি এবং ভ্রান্ত ব্যাখ্যার জন্য বহুলাংশে দায়ী। যারা ইসলাম সম্পর্কে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে, সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য দেশের আপামর জনসাধারণের প্রতি এ মহাসম্মেলন উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে।

www.pathagar.com

০৯. বাড়াবাড়ি ও অগভীর জ্ঞানের ফলে আজকাল একশ্রেণীর লোক নিয়মতান্ত্রিক পন্থার পরিবর্তে সশস্ত্র পন্থায় ইসলামী শাসন কায়েমের জন্য বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। শরীয়তের বিভিন্ন বিষয়ের তাৎপর্য অনুধাবন না করা, নির্ভরযোগ্য কিতাবাদি এবং মুহাক্কিক উলামায়ে কিরামের কাছ থেকে ইসলামের শিক্ষা লাভ না করার কারণে অনেক ক্ষেত্রে এরূপ চরমপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি বিস্তার লাভ করছে। আজকের সম্মেলন এসব স্বল্পজ্ঞানী লোকদের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণের ব্যাপারে খুবই সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ প্রদান করছে। এ সম্মেলন শারী'আহ্‌র বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সঠিক ও নির্ভুল জ্ঞানলাভের জন্য নির্ভরযোগ্য কিতাবাদি এবং মুহাক্কিক্ব আলিমগণের শরণাপন্ন হওয়ার প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি পরামর্শ প্রদান করছে।

১০. বোমাবাজি ও সন্ত্রাস সৃষ্টির অভিযোগে কোন ব্যক্তির ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়ার পূর্বে তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ যথাযথ ও আইনানুগ পন্থায় যাচাই-বাছাই এবং সষ্ঠু তদন্ত করা অপরিহার্য। যেন ন্যায়বিচার দলিত-মথিত এবং মানবাধিকার লঙ্ঘিত না হয়।

১১. বোমাবাজি, সন্ত্রাস বা বিশৃঙ্খলামূলক কোন কাজে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির দোষ প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি নির্দোষ বলে গণ্য। অতএব সুষ্ঠু তদন্তে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বে এরূপ কোন ব্যক্তিকে সন্ত্রাসী বা জঙ্গী হিসেবে চিহ্নিত করা বা তার বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়ে তার সম্মানহানি করা কোনক্রমেই জায়েয নেই। অতএব এরূপ কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার জন্য আজকের সম্মেলন যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

১২. কোন ধরনের সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া হয়রানিমূলকভাবে কোন নাগরিককে গ্রেফতার করা বা গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন চালানো জায়েয নেই। নির্বিচারে ধরপাকড় করে সমাজে ত্রাস ও ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি করে নাগরিক জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলা কোনক্রমেই কাম্য নয়।

১৩. যেসব নাগরিক ভ্রান্ত বিশ্বাসে সন্ত্রাস ও বোমাবাজির মতো আত্মঘাতী পথ বেছে নিয়েছে তাদের চিন্তা-চেতনা ও বিশ্বাসে সংশোধনী আনার

www.pathagar.com

জন্য ব্যাপক পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। তারা এসব অপকর্ম ছেড়ে সঠিক রাস্তায় ফিরে আসতে চাইলে শান্তির স্বার্থে আলোচনা ও সাধারণ ক্ষমার দরজা খোলা রাখতে সরকারের প্রতি এ সম্মেলন আহ্বান জানাচ্ছে।

১৪. বোমাবাজি, সন্ত্রাস ও আত্মঘাতী হামলা একটি জাতীয় সমস্যা। এ সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন সম্মিলিত ও ঐক্যবদ্ধ আন্তরিক প্রয়াস। পারস্পরিক দোষারোপ না করে দল-মত-পেশা নির্বিশেষে দেশের প্রতিটি সচেতন নাগরিক আন্তরিকভাবে এ সমস্যা সমাধানে প্রচেষ্টা চালালে এর সমাধান সম্ভব বলে আজকের সম্মেলন মনে করে। অতএব সকল রাজনৈতিক দল, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, ইলেক্ট্রোনিক ও প্রিন্টমিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দসহ সর্বস্তরের জনগণকে এ সংকট নিরসনে আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসার জন্য এ সম্মেলন উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে।

১৫. ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মহত্যা করা তথা নিজেকে নিজে হত্যা করা কবীরা গুনাহ। কোন ব্যক্তি নিজেকে হত্যা করলে তার পরিণাম জাহান্নাম। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন—"আর তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে হত্যা কোর না অর্থাৎ আত্মহত্যা কোর না, আল্লাহ তোমাদের উপর অতিশয় দয়ালু।" (সূরা নিসা ঃ ২৯)

রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ার কোন জিনিস দ্বারা নিজেকে হত্যা করবে, কিয়ামত দিবসে ঐ জিনিস দ্বারা তাকে শাস্তি দেয়া হবে।

(বুখারী ঃ ৬০৪৭, মুসলিম ঃ ১৭৬)

রাসূল (সা) আরো বলেছেন—"এক ব্যক্তির শরীরে প্রচণ্ড জখম বা ক্ষত ছিল, সে ক্ষতের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করলো। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমার বান্দাহ তাঁর জীবন নিয়ে আমার উপর তরান্বিত করলো, তাই আমি তার জন্য বেহেশত হারাম করলাম।"

(বুখারী ঃ ১৩৬৪, মুসলিম ঃ ১৮)

অতএব যারা বাংলাদেশে আত্মঘাতী বোমা হামলা চালিয়ে নিজেদের জীবনকে বিসর্জন দিচ্ছে তারা ইসলামের দৃষ্টিতে বড় রকমের অপরাধী।

******

www.pathagar.com

গ্রন্থকার পরিচিতি

মোঃ মুখলেছুর রহমান শেরপুর জেলার অন্তর্গত নালিতাবাড়ি থানার গোবিন্দনগর গ্রামের ঐতিহ্যবাহী মাস্টার পরিবারে ১৯৭০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা প্রখ্যাত আলিমে দ্বীন মরহুম মাওলানা মোঃ আমজাদ হুসাইন এবং দাদা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তারাগঞ্জ হাইস্কুল ও তারাগঞ্জ সিনিয়র মাদরাসার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মরহুম হাবিল উদ্দীন মাস্টার।

নিজ গ্রামের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পঞ্চম শ্রেণী পাস করে তিনি পবিত্র কুরআন হিফজ সম্পন্ন করেন। ঢাকার জামিয়া কুরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ মাদরাসায় দু'বছর এবং ময়মনসিংহ জামিয়া ইসলামিয়া ও ঢাকাস্থ ফরিদাবাদ মাদরাসায় ১ বছর করে লেখাপড়া করেন। তিনি কওমী মাদরাসা বোর্ডের অধীন 'আল-মারহালাতুল ইবতেদাইয়াহ' পরীক্ষায় অংশ নিয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করেন।

১৯৯৫ সাল তিনি বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে কামিল (মাস্টার্স সমমান) ডিগ্রি অর্জন করেন। ফাযিল ও কামিল পরীক্ষায় তিনি সম্মিলিত মেধা তালিকায় যথাক্রমে ষষ্ঠ ও পঞ্চম স্থান অধিকার করেন।

তিনি ১৯৯৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে বি.এ অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে চতুর্থ এবং ১৯৯৮ সালে মাস্টার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

পাশাপাশি তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট থেকে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে আরবী ভাষায় ডিপ্লোমা এবং হায়ার ডিপ্লোমা ডিগ্রি লাভ করেন। বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (বিএনসিসি) রমনা রেজিমেন্টের একজন ক্যাডেট হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে জুনিয়র ও সিনিয়র সমরবিজ্ঞান পরীক্ষায়ও তিনি কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন।

১৯৯৩ সালে ইমাম মুহাম্মাদ বিন সউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ঢাকায় অনুষ্ঠিত শারী'আহ্ বিষয়ক এক গুরুত্বপূর্ণ কোর্সে অংশ নিয়ে তিনি Excellent মার্ক পেয়ে কোর্স সম্পন্ন করেন। তিনি বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত 'আরবী ভাষা শিক্ষা কোর্স' (CALP)-এর সূচনালগ্ন থেকে টিভি প্রোগ্রামের একজন

www.pathagar.com

Performer এবং বিটিভিসহ বিভিন্ন স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলে ইসলামী অনুষ্ঠানে উপস্থাপক ও আলোচক হিসেবে অংশ নিয়ে আসছেন।

১৯৯৬ সালে তিনি জামিয়া দ্বীনিয়া, টঙ্গীর প্রিন্সিপাল হিসেবে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। পরের বছর উক্ত প্রতিষ্ঠান তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসার টঙ্গী শাখায় রূপান্তরিত হলে তিনি এ শাখার ইনচার্জের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং এক বছর দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৯৮ সালের ১ মার্চ তিনি আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকে যোগ দিয়ে সেই ব্যাংকের বিভিন্ন শাখা ও প্রধান কার্যালয়ে আন্তর্জাতিক বিভাগসহ বিভিন্ন বিভাগে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি 'আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লাইব্রেরী' ও 'ইংলিশ মিডিয়াম মাদরাসা' প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং 'লাইব্রেরী ইনচার্জ' ও 'মাদরাসার প্রিন্সিপাল' হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

২০০০ সালে তিনি আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক শরীয়াহ্ কাউন্সিলের 'সদস্য সচিব' হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ২০০১ সালে তিনি বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহের কেন্দ্রীয় শরীয়াহ্ বোর্ডের 'ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল' নিযুক্ত হন। ২০০৪ সালে প্রথমবার (২০০৪—২০০৭ সেশনের জন্য) এবং ২০০৭ সালে দ্বিতীয়বার (২০০৭—২০১০ সেশনের জন্য) তিনি এ প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি জেনারেল নির্বাচিত হন। এ দায়িত্বের পাশাপাশি তিনি এবি ব্যাংক লিমিটেড শরীয়াহ্ কাউন্সিলের সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

এছাড়াও তিনি আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, পূবালী ব্যাংক লিমিটেড, ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড, ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড এবং ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ-এর শরীয়াহ্ বোর্ডের সদস্য। তিনি এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশ মাদরাসা টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড, প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড এবং পূবালী ব্যাংক লিমিটেডসহ বিভিন্ন ব্যাংকের ট্রেনিং একাডেমীতে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ে নিয়মিত ক্লাস নিয়ে থাকেন।

বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহের জন্য পৃথক 'গাইড লাইন' প্রণয়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গঠিত ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ক ফোকাস গ্রুপেরও তিনি সদস্য ছিলেন।

www.pathagar.com

জনাব মুখলেছুর রহমান পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের শারী'আহ্ অ্যাপিলেট ডিভিশনের সাবেক বিচারপতি আল্লামা তাক্বী উসমানীর আমন্ত্রণে ২০০২ সালে দারুল উলূম করাচীতে অনুষ্ঠিত ইসলামিক ইন্স্যুরেন্স বিষয়ক আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে এবং ২০০৩ ঈসায়ী সালের অক্টোবর মাসে বাহরাইনের মানামায় 'AAOIFI' কর্তৃক আয়োজিত ৩য় আন্তর্জাতিক শারী'আহ্ বোর্ড কনফারেন্স যোগদান করেন।

সৌদি আরবের ব্যাংকিং পদ্ধতি এবং সৌদি আরব থেকে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রেরণের প্রবাহ বৃদ্ধি ও সহজীকরণের প্রক্রিয়া ও পন্থা বিষয়ে গবেষণার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত হয়ে ২০০৭ সালের মার্চ মাসে তিনি সৌদি আরব সফর করেন।

সৌদি আরবস্থ বাংলাদেশ বিজনেস কমিউনিটি (বিবিসি) এবং বাংলাদেশ দূতাবাসের যৌথ-উদ্যোগে সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে অনুষ্ঠিত 'সিঙ্গেল কান্ট্রি ট্রেড ফেয়ার' আয়োজনের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের আহ্বায়ক মনোনীত হন এবং ২০০৮ সালের জুন মাসে উক্ত মেলা সফলভাবে সম্পন্ন করেন।

এছাড়া ব্যক্তিগত কাজে তিনি পাকিস্তান, বাহরাইন, সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, ওমান এবং অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণ করেন।

বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কাজের সাথে তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শেরপুর জেলাধীন নালিতাবাড়ি মহিলা মাদরাসার গভর্নিং বডির সদস্য এবং নালিতাবাড়ি কওমী মাদরাসার গভর্নিং বডির ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে বিভিন্নভাবে শিক্ষাবিস্তারে তিনি ভূমিকা পালন করছেন।

২০০৩ সালের ৬ আগস্ট বাংলাদেশস্থ ইজিপ্ট অ্যাম্বেসেডর কর্তৃক তিনি ইসলামিক ইনস্টিটিউট অব আযহার-এর ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য মনোনীত হন। ২০০৮ সালে তিনি 'হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয়' প্রকল্পের কো-অর্ডিনেটরের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন।

তিনি 'ইসলামিক ইন্টারন্যাশনালয় ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক্স অ্যান্ড ফাইন্যান্স' (IIFEF) এবং 'সেন্টার ফর ন্যাশনাল কালচার' (সিএনসি)-এর ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য এবং ঢাকাস্থ শেরপুর জেলা সমিতির নির্বাহী কমিটির সদস্য এবং 'দি পাইওনিয়ার -এর নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সেক্রেটারি জেনারেল-এর দায়িত্ব পালন করেন।

বিভিন্ন বিষয়ে পত্র-পত্রিকায় তার অর্ধ শতাধিক লেখা প্রকাশ পেয়েছে। 'হজ্জ গাইড', 'সন্ত্রাস, বোমাবাজি ও চরম পন্থা সম্পর্কে ইসলাম এবং আলিম-উলামাগণের অভিমত', 'ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে শরীয়াহ্ বোর্ডের ভূমিকা', 'চরমপন্থা ও সন্ত্রাসবাদ ঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ', 'ইসলামে নারীর অধিকার' এ বিষয়গুলোর উপর ৫টি বই রচনা করেন এবং ড. ইউসুফ আল কারাদাভীর

www.pathagar.com

'ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচন', 'ইসলামী ব্যাংকিংয়ে মুরাবাহা' 'রোযা ও তার শরঈ বিধান', মুফতী তাক্বী উসমানীর An Introduction to Islamic Finance বাংলায় অনুবাদ এবং 'এইচআইভি ও এইডস ঃ আমাদের করণীয় ঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ' শীর্ষক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তিনি 'ইসলামিক ব্যাংকস্ সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড জার্নাল' এবং 'ইসলামিক ফাইন্যান্স' বুলেটিনের সম্পাদক। তিনি বাংলা ও ইংরেজি ছাড়াও আরবী, উর্দু, হিন্দি ও ফার্সী ভাষায় পারদর্শী।

বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত তৈরি করে বোমাবাজি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড থেকে দেশরক্ষায় ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতীব মরহুম মাওলানা উবায়দুল হক (র) সাহেবের নেতৃত্বে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে তিনি চরমপন্থা ও সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে দেশের উলামায়ে কিরাম ও ইমামদেরকে সংশ্লিষ্ট করতে সক্ষম হন। তাঁরই উদ্যোগে ২১ মার্চ ২০০৭ তারিখে ঢাকার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে এবং ১৭ মে ২০০৭ তারিখে বগুড়ার জামিল মাদরাসায় 'চরমপন্থা ও সন্ত্রাসবাদবিরোধী উলামা সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। দেশবরেণ্য উলামায়ে কিরাম ও মাশায়েখে ইজাম উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদ বিরোধী অভিযানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

২০০৫ সালের ২২, ২৩ ও ২৪ ডিসেম্বর সেন্টার ফর ন্যাশনাল অ্যান্ড রিজিওনাল স্টাডিজ (সিএনআরএস) কর্তৃক ঢাকায় আয়োজিত 'Islam is a religion of eace and to lerance, Bangladesh a model of moderate Muslim democracy' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং কয়েকটি সেশনে মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন।

মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান এ চার ধর্মের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে ঢাকায় গঠিত 'council for Interfaith Harmony, Bangladesh' প্রতিষ্ঠায়ও তিনি ভূমিকা রাখেন এবং বর্তমানে সংস্থার কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সদস্য। ২০০৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী ঢাকার বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে সকল ধর্মের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে উক্ত সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলন অনুষ্ঠান ও বাস্তবায়নে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

ব্যক্তিজীবনে তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথেও জড়িত। তিনি পূর্বাচল এনআরবি হোমস্ প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান ফেয়ারডিল প্রপার্টিজ লিমিটেডের একজন পরিচালক এবং জেনুইন এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক। ❐

গ্রন্থনা ঃ বি. এম. মোশাররফ হোসাইন সাগর

www.pathagar.com

OUR PROJECTS

Purbachal NRB HOMES ...have a sound sleep

NRB holidays

SKY CITY

Teknaf Tourist City

greenbeel

eco city PURBACHAL

Kuakata Tourist City

FFAML Fair Feel Asset Management Ltd.

Fair Feel Agro Development Ltd.

Fairdeal Holdins Ltd.

IMT AL-ITTEHAD PROPERTIES (PVT.) LTD.

NRB group

House # 41, Road # 8/A, Nukunja - 1, Khilkhet, Dhaka- 1229, Bangladesh
Phone: +88 02 8900290, 8900291, 8900292, 8900293, 8900294, 8900295, 7911462
www.nrb-homes.com. email: info@fairdeal.com.bd; info@nrb-homes.com

ISBN 984 32 3591 6

01819 862437